বাংলাদেশ : পল্লী বিদ্যুতায়ন ও নবায়নযোগ্য শক্তি উন্নয়ন প্রকল্প-২
(আরইআরইডিপি–২)

হালনাগাদকৃত

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

প্রণয়নে :

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড

এপ্রিল ২০১৪

সূচিপত্র

	ইংরেজি নাম সংক্ষেপকরণের তালিকা	৩
	সার–সংক্ষেপ	৫
১.	ভূমিকা	৯
২.	সংক্ষিপ্ত প্রকল্প পরিচিতি	১১
৩.	প্রাসঙ্গিক জাতীয় নীতিমালা, বিধি ও নিয়মাবলি	১৫
৪.	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ	২৩
৫.	পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব	২৪
৬.	ইএসএমএফ বাস্তবায়নের মনিটরিং ও রিপোর্টিং	৩৩
সংযোজনী-১	*এডিবি'র র‍্যাপিড এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট চেকলিস্ট*	৩৭
সংযোজনী-২	*(বিশ্বব্যাংকের) সামাজিক বাধ্যবাধকতাগুলো সংক্রান্ত বাছাইকারী বিষয়*	৩৯
সংযোজনী-৩	*নতুন ব্যাটারি সরবরাহকারী নির্বাচনের নীতিমালা*	৪০
সংযোজনী-৪	*নতুন পিভি প্যানেল সরবরাহকারী নির্বাচনের নীতিমালা*	৪২
সংযোজনী-৫	*আইএসও* (ISO) *এবং ওএইচএসওএস* (OHSOS) *সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি বাতিল করার নীতিমালা*	৪৩
সংযোজনী-৬	*মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারির তথ্য*	৪৪
সংযোজনী-৭	*মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি ক্রয় করার চুক্তি*	৪৫
সংযোজনী-৮	*নবায়নযোগ্য শক্তিবিষয়ক অন্যান্য অংশের জন্য সুরক্ষা সংক্রান্ত (বিশ্বব্যাংকের) বাছাইকারী ছক*	৪৭
সংযোজনী-৯	*পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদানের প্রক্রিয়া*	৪৮
সংযোজনী-১০	*পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের কাঠামো*	৪৯
সংযোজনী-১১	*নতুন প্রকল্প অংশ চালু করা বিষয়ক গাইডলাইন*	৫১
সংযোজনী-১২	*জেন্ডার অ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক (এডিবি)*	৫২
সংযোজনী-১৩	*সৌরবিদ্যুত চালিত সেচ পাম্পের ইএসআইএ নিরূপণ (বিশ্বব্যাংক)*	৫৪
সংযোজনী-১৪	*সেচের পানির সাধারণ মান (বিশ্বব্যাংক)*	৫৮
সংযোজনী-১৫	*প্রকল্পর পৃষ্ঠপোষক বাছাইয়ের শর্ত ও তাদের দায়িত্ব (জাইকা)*	৫৯
সংযোজনী-১৬	*সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব এবং ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যবস্থা (জাইকা)*	৬০
সংযোজনী-১৭	*পরিবেশগত বাছাই ফর্ম (জাইকা)*	৬৩
সংযোজনী-১৮	*পরিবেশগত নমুনা স্কোপিং ফর্ম (জাইকা)*	৬৭
সংযোজনী-১৯	*উপ-প্রকল্প 'আদার রিনিউয়েবল এনার্জি কমপোন্টেস' এর পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তা (ইএইচএস) সম্পর্কিত কিছু নির্বাচিত বিষয় (কেএফডব্লউ)*	৬৯
সংযোজনী-২০	*উপজাতি জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কাঠামো*	৭০
সংযোজনী-২১	*ইএসএমএফ বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা*	৭৭

বিভিন্ন নামের ইংরেজি সংক্ষেপকরণের বাংলা বা ইংরেজি অর্থ (ইংরেজি আদ্যাক্ষর অনুযায়ী)

এডিবি (ADB)	এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
এএফ (AF)	অতিরিক্ত অর্থায়ন
এটিপি (ATP)	বায়ু পরিশোধন প্ল্যাট
বিইআরসি (BERC)	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন
সিএফএল (CFL)	কমপ্যাক্ট ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প
ইএ (EA)	পরিবেশগত নিরূপণ
ইসিএ (ECA)	পরিবেশগত সংরক্ষণ আইন
ইএইচএস (EHS)	পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যনিরাপত্তা
ইএলআইবি (ELIB)	এফিশিয়েন্ট লাইটিং ইনেশিয়েটিভ অব বাংলাদেশ
ইএমপি (EMP)	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
ইএমএস (EMS)	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
ইএসএমএফ (ESMF)	পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো
ইটিপি (ETP)	তরল বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যাট
জিএইচজি (GHG)	গ্রীন হাউস গ্যাস
আইএএফ (IAF)	ইন্টারন্যাশনাল এক্রিডিটেশন ফোরাম
আইডিএ (IDA)	ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন
ইডকল (IDCOL)	ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড
আইএফসি (IFC)	ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন
আইএসও (ISO)	ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন
জাইকা (JICA)	জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি
কেডব্লুউ (kW)	কিলোওয়াট
এমডব্লুউ (MW)	মেগাওয়াট
এনজিও (NGO)	বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা
ওএইচএসএএস (OHSAS)	পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মান
পিও (PO)	সহযোগী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
পিপিআইডিএফ (PPIDF)	পাবলিক প্রাইভেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটি
আরএপি (RAP)	পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা
আরইআরইডিপি (REREDP)	রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসএইচএস (SHS)	সোলার হোম সিস্টেমস
এসআরইডিএ (SREDA)	টেকসই ও নবায়নযোগ্য শক্তি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

এসপিএস (SPS)	সেফগার্ডস পলিসি স্টেটমেন্ট
ডব্লুউবি (WB)	বিশ্বব্যাংক

সার–সংক্ষেপ

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড এর (IDCOL) রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (REREDP) এর প্রধান লক্ষ্য হলো নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শক্তিতে গ্রামীণ এলাকার অভিগমত্য বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটি (১) নবায়নযোগ্য শক্তির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতে অভিগম্যতা বৃদ্ধি, (২) রান্নার জন্য আরো বেশি পরিমাণে শক্তি সাশ্রয়ী চুলা ও শক্তির প্রসার, এবং (৩) বিদ্যুৎ খাতের কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদান করবে।

বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইনের (grid electricity) মাধ্যমে বিদ্যুত সরবরাহ করা অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় বা উপযুক্ত নয়, সেরকম প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতে মানুষের অভিগম্যতা বাড়াতে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত অর্থায়ন (AF) অবদান রাখবে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাহীন প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে আলো ও অন্যান্য মৌলিক সুবিধার প্রয়োজন মেটাতে বিদ্যুতের উৎস হিসেবে বিশ্বব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট বাংলাদেশের সোলার হোম সিস্টেমস (SHS) কর্মসূচিটি একটি উপযুক্ত উপায় হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। চলতি নবায়যোগ্য শক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে এসএইচএস স্থাপিত হয়েছে এবং প্রস্তাবিত রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (আরইআরইডিপি–২) অতিরিক্ত অর্থায়ন (এএফ) এ কাজে সহায়তা অব্যাহত রাখবে। উপরন্তু, রুরাল এরিয়া পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমস (RAPSS) গাইডলাইনস ২০০৭-এর অধীনে গ্রামীণ বাজার ও ছোট ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলোর বিদ্যুতের বাণিজ্যিক চাহিদা নবায়নযোগ্য শক্তিভিত্তিক মিনি-গ্রিড স্থাপনের মাধ্যমে মেটানো হবে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব শক্তির উৎসে অভিগমত্য বাড়াতে যেসব প্রকল্প দ্বারা সহায়তা করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে সৌরবিদ্যুত চালিত সেচ পাম্প, সৌরশক্তিভিত্তিক মিনি-গ্রিড, বায়োগ্যাস এবং বায়োমাসভিত্তিক বিদ্যুত প্রকল্প এবং মাইক্রো-গ্রিড এর মতো ব্যবস্থা।

প্রস্তাবিত অতিরিক্ত অর্থায়নের (এএফ) জন্য এনভায়রমেন্টাল অ্যান্ড সোশাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেম্ওয়ার্কটি (ESMF) হালনাগাদ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড (BREB) বিদ্যুত সাশ্রয়ী বাতি বিতরণের কাজটি বাস্তবায়ন করবে না বলে ইএসএমএফ-টি এখন থেকে শুধুমাত্র যে ইডকল এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে; সে বিষয়টি ছাড়া এতে বড় আর কোনো পরিবর্তন প্রস্তাব করা হয়নি। এছাড়া, ইএসএমএফ-টি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (JICA), জিআইজেড (GIZ) এবং কেএফডব্লুউ (KfW) এর মতো ইডকল এর উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদাগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে ইডকল এর সামগ্রিক নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অধিকন্তু, কর্মসূচিটিকে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান জিইএফ (GEF), জিপিওবিএ (GPOBA), ইউএসএআইডি (USAID), এবং ডিএফআইডি'র (DFID) গৃহীত পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার মৌলিক বিষয়গুলোকে ইএসএমএফ-টি মেনে চলতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে।

এটা অনুমান করা যায় যে, (সৌরশক্তি ভিত্তিক) মিনি-গ্রিড/মাইক্রো-গ্রিড পরিচালনাকালে কোনো ধরনের বায়ু দূষণ হয় না। পরিবেশগত, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তাবিষয়ক প্রাথমিক উদ্বেগগুলো থাকে যন্ত্রাংশের ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ এবং লেড-এসিডযুক্ত পুরনো ব্যাটারি ভুলভাবে ফেলার মধ্যে। প্রকল্পের এ অংশগুলোর কাজ মূলত সৌর প্যানেল ও ব্যাটারি নিয়ে[১]। ইএসএমএফ'টিকে প্রধান পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবকে চিহ্নিত করা এবং তা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপসমূহ তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে। ইডকল এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী ও আরইআরইডিপি প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী স্টেকহোল্ডাররা এই সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ইএসএমএফ গ্রহণ করতে একমত হয়েছে, যা প্রকল্পের প্রতিটি উপ-অংশের অর্থায়নের প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ও সামাজিক শর্তসমূহকে নির্ধারণ করবে। এই ইএসএমএফ বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও সামাজিকবিষয়ক প্রযোজ্য প্রতিটি আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এ প্রকল্পটিকে বিশ্বব্যাংকের ওপি/বিপি (OP/BP) অনুযায়ী পরিবেশগত ক্যাটেগরি-বি (আংশিক মূল্যায়ন) হিসেবে ধরা হয়েছে এবং এজন্য মাত্র একটি পরিবেশগত সুরক্ষা নীতিমালা ওপি/বিপি ৪.০১ (OP/BP 4.01) প্রযোজ্য হবে।

[১] প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী বাতির অংশটি বাদ দেয়া প্রস্তাব করার ফলে, সিএফএল (CFL) নিয়োজনের বিষয়টিকে প্রকল্পে আর সহায়তা দেয়া হবে না।

এ প্রকল্পের ঋণ সহায়তা কোনো ভূমি অধিগ্রহণ অনুমোদন করবে না। তদুপরি, এই প্রকল্প কোনো ধরনের সরকারি জমি ব্যবহারকে অনুমোদন করে না। সরাসরি কেনা অথবা ইজারা নেবার মাধ্যমে প্রাপ্ত জমির ক্ষেত্রে, সেখানে বসবাসরত কোনো সামাজিক গোষ্ঠী বা ব্যক্তির অর্থনৈতিক বা ভৌত স্থানচ্যুতি না ঘটা নিশ্চিত করতে জমি গ্রহণের প্রক্রিয়া যাচাই করে দেখা হবে। বিতর্কিত ব্যক্তিগত জমি বা কোনোভাবে দখলকৃত (অবৈধ বসতকারী ও মালিকানাহীন সত্তা দ্বারা) ভূমি এ প্রকল্পে ব্যবহার করা যাবে না। এই প্রকল্প কোনো অনিচ্ছামূলক পুর্নবাসন (involuntary resettlement) বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর (Indigenous People /IP) উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এমন কিছুকে অনুমোদন করে না। এ কারণে এখানে ওপি ৪.১২ (OP 4.12) প্রযোজ্য হবে না।

অর্থায়নে ইডকলের মধ্যস্থ-ভূমিকার সহায়তায় উপ-প্রকল্পসমূহ বেসরকারি পৃষ্ঠপোষক/প্রসারকারীদের (proponents) দ্বারা বাস্তবায়িত হবে। উপ-প্রকল্পের সকল পণ্য ও সেবা উপকারভোগীদের জন্য সম্পূর্ণ বাণিজ্যিকভিত্তিতে পাওয়া যাবে, যার মূল্য উপ-প্রকল্পসমূহের জন্য উপযুক্ত বিভিন্ন মেয়াদের কিস্তিতে সংগ্রহ করা হবে। স্বেচ্ছায় সেবা এবং পণ্য কিনতে ইচ্ছুক সকলের জন্য হুবহু একই শর্ত প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষক/প্রসারকারীর নিজের স্বার্থেই সর্বোচ্চসংখ্যক ক্রেতার কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর (IP) উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না বলে অনুমান করা যায়, যদিও এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে ওপি ৪.১০: আদিবাসী জনগোষ্ঠী (O.P 4.10 Indigenous Peopole) কার্যকরী হবে না; তা সত্ত্বেও আদিবাসী অধ্যুষিত সকল এলাকায় জরিপ প্রশ্নমালা ব্যবহার করে এক ধরনের বাছাই প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হবে। প্রকল্পের প্রসারকারীরা সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা বজায় রেখে স্থানীয় ভাষায় সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে যথাযথভাবে পরামর্শ করা ও সংযোগ তৈরির উদ্যোগ নিয়ে সেবা বা পণ্য সম্পর্কে তাদেরকে পর্যাপ্তভাবে অবহিত করবেন, যাতে করে গ্রাহক হিসেবে তারা ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবার ওয়ারেন্টিসহ প্রাসঙ্গিক সকল শর্ত ও নিয়মাবলি স্বচ্ছভাবে বুঝতে পারেন। প্রকল্পের পূর্ববর্তী পর্বে এ পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছিল এবং সে অভিজ্ঞতা দেখায় যে, সেবা ও পণ্য কিনতে আগ্রহী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষরা সেগুলো কিনতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যদিকে তাদেরকে গ্রাহক হিসেবে বাদ দেওয়া অথবা তাদের প্রতি কোনো ধরনের বৈষম্য করা হয়েছে মর্মে ইডকল বা প্রকল্প প্রসারকারী কারো কাছে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যুতের সুবিধা থেকে বঞ্চিত প্রত্যন্ত এলাকায় বাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী সোলার হোম সিস্টেমস (এসএইচএস) এবং বায়োগ্যাস উপ-প্রকল্প দ্বারা বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছেন (এখনও পর্যন্ত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় মিনি-গ্রিড এবং উন্নতচুলা বা আইসিএস (ICS) চালু করা হয়নি। এ অবধি মাত্র একটি মিনি-গ্রিড সন্দ্বীপে স্থাপন করা হয়েছে এবং আইসিএস চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে)। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে এ জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণার্থে, তাদের আইনি অধিকার ও সুযোগাদি এবং প্রথা ও রীতিনীতিকে পর্যাপ্তভাবে মেনে চলতে ইডকল পূর্বোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সঙ্গতি রেখে সচেতনতা বৃদ্ধি, সমাবেশিকরণ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার সময় উপরোক্ত পন্থা অনুসরণ করে যাবে। সকল ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধি, সমাবেশিকরণ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে করা হবে। এ উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত সামাজিক বিশ্লেষণ পরিচালনা করা হবে।

বাংলাদেশে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের (Environmental Impact Assessment/ EIA) ভিত্তি হচ্ছে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (ECA'95) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (ECR'97)। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত পরিবেশ বিষয়ক অধিদপ্তর ECA'95 ও ECR'97 প্রয়োগের জন্য দায়িত্বশীল নিয়ন্ত্রক দপ্তর। 'বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য শক্তি নীতিমালা' (২০০৮) ও 'বাংলাদেশ শ্রম আইন' (২০০৬) এর মতো বাংলাদেশের অন্যান্য আইন এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে মেনে চলা হবে। বর্তমান ইএসএমএফ বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক প্রাসঙ্গিক নীতিমালা, মূলত ওপি ৪.০১ (OP 4.01) পরিবেশগত নিরূপণ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সেফগার্ডস পলিসি স্টেটমেন্ট (SPS) ২০০৯ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অপারেশনাল ম্যানুয়াল (OM Section F1/BP) মেনে পরিচালিত হবে।

এই প্রকল্পের অনুমিত প্রধান পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাবসমূহ হলো :

- লেড ও এসিডযুক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্যাটারি ত্রুটিপূর্ণভাবে বাতিল করা/ফেলে দেয়া অথবা রিসাইকেল করার সময় আশপাশের জমি ও জলাশয়ে লেড সালফেটজনিত দূষণ ঘটায়। লেড সালফেট পানিতে দ্রবীভূত হয় বলে ভূগর্ভস্থ পানিকে দূষিত করতে পারে। লেড সালফেটের গুড়া বা লেডযুক্ত গ্যাসীয় উপাদান শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রাণী-শরীরে প্রবেশ করে। অতি সূক্ষ্ম গুড়া ফুসফুসে প্রবেশ করে মানবদেহের ও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষতি করে;

- এ কর্মসূচির সহায়তায় ব্যবহৃত পিভি প্যানেলগুলোর (PV panel) ২০ বছরের আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যাবার পর (২০০৩ সালে কর্মসূচিটি শুরু হয়ে ছিল এবং অধিকাংশ সোলার হোম সিস্টেমস ২০০৮ সালের পর স্থাপিত হয়েছে), প্যানেলগুলোকে ত্রুটিপূর্ণভাবে বাতিল করা বা ফেলা হলে তা একটি উদ্বেগের বিষয় হবে। ১ম প্রজন্মের ক্রিস্টাললাইন সিলিকন প্যানেলের ক্ষেত্রে লেড দ্রবীভূত হওয়া এবং ২য় প্রজন্মের পাতলা ফিল্ম প্যানেলের ক্ষেত্রে ক্যাডমিয়াম দ্রবীভূত হবার ঝুঁকি রয়েছে। অধিকন্তু, অধিকাংশ পিভি প্যানেলে ব্যবহৃত সাধারণ উপাদান কাঁচ ও অ্যালুমিনিয়াম পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে;
- বায়োগ্যাস প্রকল্পের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণভাবে স্লারি (জৈব সার) ফেলা এবং সৌরশক্তিচালিত সেচ প্রকল্পের ক্ষেত্রে মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়া উদ্বেগের কারণ হতে পারে;
- মেয়াদোত্তীর্ণ সিএফএল বাল্ব যথাযথভাবে ফেলার ব্যবস্থা না করলে, এসব বাতিতে ব্যবহৃত পারদ থেকে জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে সিএফএল বাতি ব্যবহার না করা প্রস্তাব করা হলেও, সারা দেশে মেয়াদোত্তীর্ণ সিএফএল বাতি নিরাপদভাবে বাতিল করা/ফেলার বিষয়ে একটি জাতীয় নির্দেশনা তৈরি করা হয়েছে।

চলমান আরইআরইডিপি (REREDP) প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলো অর্জিত হয়েছে :

- ইডকলের সোলার হোম সিস্টেমস কর্মসূচিতে ১৭টি তালিকাভুক্ত ব্যাটারি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা পরিপূর্ণভাবে আইএসও ১৪০০১:২০১৪ (পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা মান) এবং ওএইচএসএএস ১৮০০১: ২০০৭ (পেশাগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তা মান) সনদপত্র পাবার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। এই ১৭টি সরবরাহকারীর মধ্যে কেবল ৩টি প্রতিষ্ঠানের রিসাইক্লিং (পুরনো ব্যাটারিকে বিভিন্নভাবে পুনরায় ব্যবহার করা) করার নিজস্ব সুবিধা আছে। বাকি ১৪টি প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবহৃত পুরনো ব্যাটারি এখানে রিসাইকেল করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। কর্মসূচিটি বিস্তার লাভের প্রেক্ষিতে পুরনো ব্যাটারি রিসাইকেল করার বিদ্যমান ক্ষমতা অদূর ভবিষ্যতে অপর্যাপ্ত হয়ে উঠবে এবং বর্তমানের সকল ব্যাটারি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব রিসাইকেল সুবিধা নির্মাণের প্রয়োজন হবে। দেশীয় প্রস্তুতকারী অথবা আমদানিকারক নির্বিশেষে, সকল ব্যাটারি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যাতে ২০১৬ সালের ৩০ জুনের মধ্যে নিজস্ব রিসাইকেল সুবিধা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে ইডকল সেজন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- নষ্ট সিএফএল বাতি নিরাপদে সংগ্রহ করা ও তা সঠিকভাবে ফেলার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে একটি জাতীয় গাইডলাইন প্রণয়নের জন্য একজন আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।
- যথাযথভাবে ব্যাটারি রিসাইকেল প্রক্রিয়ার পর্যাপ্ততা যাচাই করতে পরিবেশগত নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য নিরীক্ষা পরামর্শক (Audit Consultant) (পরিবেশগত নিরীক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং যন্ত্রপ্রকৌশল বিশেষজ্ঞ) (Environment Audit specialist and Mechanical Engineering Specialists) নিয়োগ করা হয়েছে।

ইতোপূর্বে যেভাবে বলা হয়েছে, এই পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবগুলোকে চিহ্নিত করে তার ঝুঁকি কমাবার উপযুক্ত পন্থা প্রস্তাব করা এবং প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়ন করা। মিনি-গ্রিড, মাইক্রো-গ্রিড, বায়োগ্যাস ও বায়োমাসভিত্তিক ক্যাপটিভ প্ল্যান্ট এবং সৌরবিদ্যুত চালিত সেচযন্ত্রর মতো প্রকল্পগুলোর জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব যাচাইয়ের ব্যবস্থা দরকার। আবাসস্থলের উপযোগী ব্যবস্থাগুলোর (সোলার হোম সিস্টেম, বায়োগ্যাস ডাইজেস্টার্স, উন্নতচুলা (ICS), সিএফএল, প্রভৃতি) জন্য কোনো পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রয়োজন হবে না। ইএসএমএফ'য়ে এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপগুলো হলো :

- নতুন পিভি প্যানেল (PV panel) এবং ব্যাটারি সরবরাহকারী নির্বাচনবিষয়ক নির্দেশনা তৈরি করা;
- পরিবেশগত উন্নতি বিধানে ব্যাটারি ও সিএফএল বাতি রিসাইকেল করা বিষয়ে সহায়তার জন্য কারিগরি দিকনির্দেশনা প্রদান করা;
- সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর (partner organization) জন্য হাতে-কলমে পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কর্মসূচি আয়োজন করা;
- নতুন ব্যাটারি বিতরণ ও পুরনো ব্যাটারি সংগ্রহ মনিটর করার জন্য ইডকলের সৌরশক্তিবিষয়ক পরিদর্শক বা সোলার ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা;
- পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইডকলের সক্ষমতা জোরদার করা;

- ব্যাটারি তৈরি ও তা রিসাইকেল করার কারখানার নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করা;
- সিএফএল বাতি বিষয়ে ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ও অকেজো বাতি ভুলভাবে ফেলার কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য উপযুক্ত সচেতনতা তৈরি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগীদের নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোটি ইডকল এবং প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা;
- ইএসএমএফ এর সংক্ষিপ্তসারটির বাংলা অনুবাদ ইডকল এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা।

পরিবেশ অধিদপ্তর, বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিধানসমূহ মেনে চলার ক্ষেত্রে ইডকল উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। নিজস্ব কর্ম বাস্তবায়নে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার উদ্দেশ্যে ইডকল'য়ে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ইউনিট (ESMU) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা অর্গানোগ্রামে।

১. ভূমিকা

১.১. পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর পটভূমি

১. বিশ্বব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট বাংলাদেশের সোলার হোম সিস্টেমস কর্মসূচিটি বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারীদের কাছে আলো ও অন্যান্য মৌলিক সুবিধার জন্য উপযুক্ত উপায় হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। সোলার হোম সিস্টেস চলমান আরইআরইডি–২ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং প্রস্তাবিত আরইআরইডি–২ অতিরিক্ত অর্থায়ন (এএফ) এ প্রকল্প চালু রাখতে সহায়তা অব্যাহত রাখবে। উপরন্তু, রুরাল এরিয়া পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম (আরএপিএসএস) গাইডলাইন ২০০৭-এর অধীনে গ্রামাঞ্চলের বাজার ও ছোট ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলোর বিদ্যুতের বাণিজ্যিক চাহিদা নবায়নযোগ্য শক্তিভিত্তিক মিনি-গ্রিড স্থাপনের মাধ্যমে মেটানো হবে। একইসাথে, আরইআরইডি–২ গৃস্থালি রান্নায় পরিবেশবান্ধব উপায় হিসেবে উন্নতচুলা (ICS), অ্যাডভান্সড কমবাশন স্টোভ (advanced combustion stoves), এবং বায়োগ্যাস ডাইজেস্টারের জন্যও সহায়তা প্রদান করছে। বিদ্যুতে অভিগম্যতা বাড়াতে মিনি-গ্রিড, বায়োগ্যাস এবং বায়োমাসভিত্তিক (ধানের তুষ/জৈববর্জ্য) বিদ্যুত প্রকল্প স্থাপনের মতো পন্থাগুলোকেও এ প্রকল্প থেকে সহায়তা করা হবে।

২. নবায়নযোগ্য শক্তিভিত্তিক কর্মসূচিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (ইডকল) কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের উপর সার্বিক ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। পরিবেশগত ও সামাজিকভাবে কোনো অপরিবর্তনীয় বিরূপ বিষয় প্রত্যাশিত না হলেও, অবধারিতভাবে এর সঙ্গে কিছু পরিবেশগত ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট রয়েছে। প্রকল্পে ব্যবহৃত সামগ্রীসমূহ কিভাবে প্রস্তুত ও স্থাপিত হচ্ছে, এবং ব্যবহার শেষে চূড়ান্তভাবে সেগুলো কিভাবে বাতিল করা বা ফেলে দেওয়া হচ্ছে (disposal); সেসব পদ্ধতির সঙ্গে প্রাথমিকভাবে পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাসম্পর্কিত বিষয়গুলো জড়িত রয়েছে। তাই প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সময় পরিবেশগত ও সামাজিক সম্ভাব্য সকল কিছু যথাযথভাবে বিবেচনায় নেওয়া সর্বোচ্চ মনোযোগ দাবি করে। এই লক্ষ্যে আরইআরইডি প্রকল্পের জন্য একটি পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ESMF) প্রণয়ন করা হয়েছিল, যা আরইআরইডি প্রকল্পের পরবর্তী দু'টি অতিরিক্ত অর্থায়নের সময় হালনাগাদ করা হয়েছে। এই ইএসএমএফ-টি আরইআরইডি-২ প্রকল্পের জন্য আরো পর্যালোচনা ও তার ভিত্তিতে সংশোধন করা হয়েছে। হালনাগাদকৃত এই ইএসএমএফ-টি চলমান ইএসএমএফ এর বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার উপর পরিচালিত নিরূপণ প্রতিবেদনের (assessment report) ভিত্তিতে প্রণীত এবং বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (JICA), জিআইজেড (GIZ) এবং কেএফডব্লুউসহ (KfW) বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তাপুষ্ট ইডকল এর নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচির ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগের লক্ষ্যে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে।

৩. ইডকল কর্তৃক বাস্তবায়িত সোলার হোম সিস্টেমস কর্মসূচিটি বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এলাকাসমূহে আলো ও অন্যান্য মৌলিক সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতায়নের সক্ষম পন্থা হিসেবে ইতোমধ্যে আবির্ভূত হয়েছে। ইডকল পরিচালিত রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আরইআরইডিপি–২) এর আওতায় ২০১৩ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ২৭ লাখ এসএইচএস এবং ৩৫ হাজার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও সৌরসেচ প্রকল্প, সৌরশক্তিভিত্তিক মিনি-গ্রিড এবং বায়োমাসভিত্তিক গ্যাস উৎপন্ন প্রকল্প স্থাপনে তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। চলমান আরইআরইডি এর অধীনে বিভিন্ন ধরনের উপ-প্রকল্প পরিচালনায় ইডকল এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সারণি-০১ এ উল্লিখিত হয়েছে।

সারণি-০১ : ইডকল এর আরইআরইডিপি লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্প/কর্মসূচি	লক্ষ্যমাত্রা (বছরসহ সংখ্যা)
এসএইচএস কর্মসূচি	৬০ লাখ। ২০১৬ সালের মধ্যে
গার্হস্থ্য বায়োগ্যাস কর্মসূচি	১০০,০০০। ২০১৬ সালের মধ্যে
উন্নতচুলা (ICS) কর্মসূচি	১০ লাখ। ২০১৬ সালের মধ্যে
সৌরবিদ্যুত চালিত সেচযন্ত্র কর্মসূচি	১,৫৫০। ২০১৬ সালের মধ্যে
সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক মিনি-গ্রিড	৫০। ২০১৬ সালের মধ্যে
বায়োমাসভিত্তিক বিদ্যুত প্রকল্প	৩০। ২০১৬ সালের মধ্যে
বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুত প্রকল্প	৪৫০। ২০১৬ সালের মধ্যে

৪. আশা করা যায় যে, আরইআরইডিপি প্রকল্পাধীনে পরিচালিত কার্যক্রমের অংশগুলো পরিবেশগতভাবে ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে আসবে। কিন্তু এসব কার্যক্রম একই সঙ্গে অবধারিতভাবে কিছু পরিবেশগত ঝুঁকিও বহন করে। প্রকল্পে ব্যবহৃত সামগ্রীসমূহ কিভাবে প্রস্তুত ও স্থাপিত হচ্ছে, এবং ব্যবহার শেষে চূড়ান্তভাবে সেগুলো কিভাবে বাতিল করা বা ফেলে দেওয়া হচ্ছে (disposal); সেসব পদ্ধতির সঙ্গে প্রাথমিকভাবে পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাসম্পর্কিত বিষয়গুলো জড়িত রয়েছে। তাই প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সময় পরিবেশগত ও সামাজিক সম্ভাব্য সকল কিছু যথাযথভাবে বিবেচনায় নেওয়া সর্বোচ্চ মনোযোগ দাবি করে। তার জন্য সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব এবং চিহ্নিত ঝুঁকি হ্রাস করার উপযুক্ত পন্থা বর্ণনা করে একটি পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৫. পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ে বাংলাদেশে সরকারের নিজস্ব শর্তাবলি এবং বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের মানদণ্ড মেনে চলা নিশ্চিত করতে, অনুসরণীয় পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় দিকগুলো চিহ্নিত করার জন্য আরইআরইডি-২ প্রকল্পের জন্য এই ইএসএমএফ-টি প্রয়োজন। সকল প্রধান প্রধান পরিবেশগত প্রভাবসহ ঝুঁকি হ্রাস করা ও সে বিষয়ক ব্যবস্থাপনাগত পন্থাকে ইএসএমএফ আকারে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৬. প্রস্তাবিত অতিরিক্ত অর্থায়নের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোটি হালনাগাদ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড (BREB) কর্তৃক বিদ্যুত সাশ্রয়ী বাতি বিতরণ করা স্থগিত হওয়াতে ইএসএমএফটি এখন থেকে শুধুমাত্র ইডকল এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, এ বিষয়টি ছাড়া এতে বড় আর কোনো পরিবর্তন প্রস্তাব করা হয়নি। এছাড়া, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদাগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে, ইএসএমএফ-টি ইডকল এর সামগ্রিক নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৭. এই ধারাবাহিকতায়, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এই ইএসএমএফ-টি (ESMF) প্রণীত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (JICA), জিআইজেড (GIZ) এবং কেএফডব্লুউসহ (KfW) বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের প্রাসঙ্গিক সুরক্ষা নীতি নিশ্চিত করতে ইডকল এটি গ্রহণ করেছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক এবং পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তাবিষয়ক বাধ্যবাধকতাগুলোর প্রতিও সম্মতিদান করা হয়েছে ইএসএমএফ-এ। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এই ইএসএমএফ-টি ডিএফআইডি (DFID), ইউএসএআইডিসহ (USAID) কর্মসূচিটিকে সহায়তাকারী উন্নয়ন সহযোগীদের পরিবেশগত, সামাজিক এবং পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ক প্রধান মানদণ্ডসমূহের চাহিদা পূরণ করতে যথেষ্টভাবে সক্ষম।

২. সংক্ষিপ্ত প্রকল্প পরিচিতি

২.১ বিশ্বব্যাংক প্রকল্প

রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরইআরইডিপি–২)

২.১.১ অংশ-ক : সোলার হোম সিস্টেমস (এসএইচএস)

৮. এখনও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা (গ্রিড ইলেকট্রিসিটি) পৌঁছায়নি এমন গ্রামাঞ্চলের বাসাবাড়ি ও দোকানে তা সরবরাহ করার জন্য রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরইআরইডিপি–২) এর অংশ-ক সোলার হোম সিস্টেমসের (এসএইচএস) পরিধি আরও বাড়াতে বিশ্বব্যাংক সহায়তা করবে। ক্রেতাদেরকে এসএইচএস এর মোট দামের ১০%-১৫% প্রথমে পরিশোধ (ডাউন পেমেন্ট) করতে হবে। এজন্য সহযোগী সংস্থা (পিও) কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণের জন্য বিশ্বব্যাংক পরিচালিত আইডিএ তহবিল (এবং ইডকলের নিজস্ব তহবিল) থেকে ৬০%-৭০% পুনঃঅর্থায়ন (রি-ফাইন্যান্স) করা হবে।

২.১.২ অংশ-খ : রিমোট এরিয়া পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমস (আরএপিএসএস)

৯. এসএইচএস এর দ্বারা চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়; গ্রামাঞ্চলের এমন বসতবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক উদ্যোগসমূহের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত (মিনি-গ্রিড, মাইক্রো-গ্রিড, সৌরবিদ্যুত চালিত সেচ প্রকল্প, বায়োগ্যাস ও বায়োমাসভিত্তিক গ্যাস উৎপন্ন প্রকল্প প্রভৃতি) সহায়তা প্রদান করা আরইআরইডিপি–২ প্রকল্পের অংশ-খ'র অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের ব্যবস্থা স্থাপন, পরিচালনা, এবং বিভিন্ন উপ-প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষক নির্বাচনসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাজসমূহ ইডকল পরিচালনা করবে। আরইআরইডিপি কর্তৃক ইতোমধ্যে সমাপ্ত হওয়া প্রকল্পগুলো থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মিনি-গ্রিডগুলোর ক্ষেত্রে, পৃষ্টপোষকের পুঁজি প্রয়োজন হবে ২০% এবং এ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় পুঁজির বাকি অংশ প্রদান করা হবে ইডকল তহবিল থেকে (যার মধ্যে রয়েছে ঋণ এবং চূড়ান্ত-ব্যবহারকারীদের ব্যয় কম রাখার জন্য পুঁজি সংগ্রহ করার জন্য অনুদান capital buy-down grant)। কম ব্যয়সাপেক্ষ প্রযুক্তিগত পন্থাগুলো (সোলার পিভি, বায়োমাস গ্যাসিফিকেশন, প্রভৃতি), মিনি-গ্রিড স্থাপনের নির্দিষ্ট এলাকায় লভ্য সম্পদের উপর নির্ভর করে ব্যবহৃত হবে। প্রকল্পের এ অংশটি গ্রাম এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পকেও সহায়তা করবে। উপ-প্রকল্পগুলোর চাহিদা ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে, এ অংশটি উন্নতমানের ইটভাটায় ব্যবহারের জন্য সৌরবিদ্যুৎচালিত শীতল ও শুষ্ককরণর প্রযুক্তির মতো অন্য ধরনের ব্যবহারিক পন্থাকে অর্থায়ন করতে পারে। এসবের জন্য প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষকের দরকার হবে নিজের জমি অথবা জমি ইজারা নেয়ার বৈধ দলিল। এ প্রকল্পের জন্য কোনো জমি অধিগ্রহণকে অনুমোদন করা হয় না। প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত সকল জমি যাচাই করে নিশ্চিত করা হবে যে, (জমির মালিক বা মালিকানাবিহীন) কোনো মানুষ এখান থেকে বাস্তুচ্যুত হবে না। প্রকল্পের বিগত পর্যায়ে ইডকল একই পন্থা অনুসরণ করেছিল এবং সামাজিক সুরক্ষাবিষয়ক নিরূপণকর্ম (assessment) থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের স্থানচ্যুতির (ভৌত বা অর্থনৈতিক) ঘটনা ঘটেনি।

১০. প্রকল্পেরে এ অংশটি ডিজেলচালিত পাম্পের স্থলে সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচপাম্প চালু করতে সহায়তা প্রদান করবে এবং যার ফলে পরিবেশবান্ধব শক্তিতে কৃষকদের অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। মিনি-গ্রিড, মাইক্রো-গ্রিডের অনুরূপভাবে, প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষকরা সেচ প্রকল্পের স্থান চিহ্নিত করা, সেচের পানির মূল্য, পানির পরিমাণ ও সেচ দেবার সময় নির্ধারণ করতে কৃষকদের সঙ্গে চুক্তি করবেন। কৃষক দলগুলোকে যাচাইয়ের মাধ্যমে ইডকল নিশ্চিত করবে যে, আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকার কৃষক দলে যেন তাদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থাকে এবং সে এলাকাসমূহে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটাতে উপযুক্তরূপে সচেতনতা তৈরি, সমাবেশিকরণ ও প্রশিক্ষণ উদ্যোগ বিদ্যমান থাকে। একটি সুপরিকল্পিত ও ইতোমধ্যে বাস্তবায়নকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে ইডকল নিয়মিতভাবে প্রকল্প এলাকা ও উপকারভোগীদের সম্পর্কে মনিটরিং পরিচালনা করে থাকে। প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষকরা প্রয়োজনীয় পুঁজির নূন্যতম ২০% বিনিয়োগ করবেন, আর অন্যদিকে কৃষকদের জন্য ব্যয় সহনীয় রাখতে প্রকল্প ব্যয়ের বাকি অংশের অর্থায়ন হবে সম্মিলিতভাবে ঋণ ও অনুদানের মাধ্যমে। উপ-প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে ইডকল এলাকা-নির্দিষ্ট (site specific) প্রয়োজনীয় ও বিস্তারিত জরিপ সম্পাদন করবে।

২.১.৩ অংশ-গ : ইডকলের জন্য কারিগরি সহায়তা

১১. পূর্বোক্ত অংশ 'ক' ও 'খ' এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে, এ অংশটি ইডকল ও প্রকল্পের সহযোগী সংস্থা (পিও)/প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষকদের সোলার হোম সিষ্টেমস এবং নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে বিনিয়োগের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করতে সহায়তা করবে। এই পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করবে : (ক) সঠিক উদ্দেশ্যে তহবিল ব্যবহৃত হচ্ছে, (খ) প্রকল্পের সহযোগী সংস্থা (পিও)/প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষকরা কারিগরি বিষয়, বিক্রয়োত্তর সেবা এবং গ্রাহক অধিকার সুরক্ষার জন্য নির্ধারিত মান বজায় রাখছে, (গ) গ্রাহকরা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট আছে এবং (ঘ) ব্যবহৃত ব্যাটারির মতো ক্ষতিকারক বর্জ্য সাবধানতার সাথে রিসাইকেল করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তাপুষ্ট কার্যক্রমগুলোর মধ্যে থাকবে ইডকলের পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম, পিভি সিস্টেমস ও অংশসমূহের কারিগরি কর্মকৃতির অডিট (technical performance audit), উপকরণ ক্রয় সংক্রান্ত অডিট (procurement audit), তৃতীয় পক্ষদ্বারা পরিবীক্ষণ (third party monitoring), এলইডি বাতিসহ নতুন ও উন্নতমানের সৌর যন্ত্রাংশের পরীক্ষামূলক (piloting) প্রয়োগ ইত্যাদি।

২.১.৩ অংশ-ঘ : হাউসহোল্ড এনার্জি কমপোনেন্ট

১২. প্রস্তাবিত হাউসহোল্ড এনার্জি কমপোনেন্ট গ্রামের বসতবাড়িতে পরিবেশবান্ধব উন্নতচুলা প্রদানে বিভিন্ন এনজিও'র প্রচেষ্টাকে সহায়তা করে। এ কার্যক্রমের কৌশলিক দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে : (এক) সম্ভাব্য ব্যবহারকারীরা যাতে পরিবেশবান্ধব রান্নার উপায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শক্তি সাশ্রয় ও স্বাস্থ্যগত উপকার সম্পর্কে অবহিত হন সেজন্য সমাবেশিকরণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি; (দুই) পণ্যের গুণগত মান, কর্মকৃতি (performance), নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন পরিচালনা; (তিন) পণ্যের কর্মকৃতির (performance) মানদণ্ড নির্ধারণ, লেবেল ও পরীক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন; এবং (চার) চাহিদা সৃষ্টি ও ব্যবসায়িক উদ্যোগের প্রসারের জন্য সহযোগী সংস্থা নির্বাচন করতে সহায়তা দান। সার্বিক লক্ষ্য হলো যে, প্রকল্প চলাকালীন সময়ের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে ১০ লাখ উন্নতচুলা এবং ৪৫ হাজার বায়োগ্যাস ইউনিট স্থাপন। ইডকল কর্তৃক বাস্তবায়িত এ অংশটি, সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সমাজের মানুষের কাছে পৌঁছাবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এনজিও কার্যক্রমের সফলতার উপর গড়ে উঠবে। এছাড়া, কার্যকর চুলার নকশা প্রণয়ন ও অসম্পূর্ণভাবে পোড়া জ্বালানি কাঠ থেকে উৎপন্ন বিষাক্ত দূষণীয় উপাদান হ্রাস করার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের ভিত্তির উপরও এ অংশটি গড়ে উঠবে। এ খাতে এনজিও, জিআইজেড (GIZ), ইউএসএইড (USAID) এর চলমান কার্যক্রম এবং গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অফ ক্লিন কুকস্টোভস (Global Alliance of Clean Cookstoves) এর আসন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে এ অংশটি বাস্তবায়িত হবে। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাতে প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষকগণ উপযুক্ত সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতাসহ সমাজসদস্যদের সঙ্গে পরামর্শসভা ও জনসংযোগ পরিচালনা করবেন এবং তাদের কাছ থেকে আসা প্রাসঙ্গিক অভিমতগুলো যাতে সেবা ও পণ্য প্রদানের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় তা নিশ্চিত করবেন।

২.২ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) প্রকল্প
পাবলিক প্রাইভেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটি-২ (পিপিআইডিএফ–২)

২.২.১ অংশ-১ : অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত লভ্য দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ অর্থায়ন *(Increased Available Long-term Debt Financing for Infrastructure Projects)*

১৩. অংশ-১ এর আওতায় যে দৃশ্যমান ফলাফল অর্জিত হবে, তার জন্য ইডকলকে স্থানীয় মুদ্রা বা মার্কিন ডলারে ১০ কোটি মার্কিন ডলারের সমতুল্য সহায়তা প্রদান করা হবে।

১৪. প্রকল্পের এ অংশটি থেকে প্রাপ্ত তহবিল বাংলাদেশে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত পরিচালিত মাঝারি বা বৃহদাকার অবকাঠামো প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হবে। এসব প্রকল্পের একেকটির আর্থিক আকার হবে নূন্যতম এক কোটি ডলারের সমতুল্য।

২.২.২ অংশ-২ : এসএইচএস প্রকল্পের জন্য অর্থায়নের লভ্যতা ও তাতে অভিগম্যতা বৃদ্ধি *(Increased Availability and Accessibility of Financing for SHS)*

১৫. অংশ-২ এর আওতায় যে দৃশ্যমান ফলাফল অর্জিত হবে, তার জন্য ইডকল'কে এক কোটি মার্কিন ডলারের সমতুল্য স্থানীয় মুদ্রা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে এসএইচএস কর্মসূচির জন্য। বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন অর্থনৈতিকভাবে উপযোগী নয় অথবা সংযোগ যেতে অনেক সময় লাগবে, সেরকম প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বিদ্যুতে অভিগম্যতা বাড়াতে ইডকল এর এসএইচএস কর্মসূচিটি একটি চাহিদাভিত্তিক কার্যক্রম। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পিপিআইডিএফ–২, ৩২১, ১৬৪ এর ঋণ সুবিধার মাধ্যমে এসএইচএস কর্মসূচিটি সমগ্র বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছে।

১৬. ইডকল এর এসএইচএস কর্মসূচিটি পুনঃঅর্থায়ন (refinancing), উপকরণের কারিগরি বিবরণ নির্ধারণ, প্রচার উপকরণ তৈরি, ঋণ প্রদান, ব্যবস্থাটি স্থাপন, কর্মকৃতি পরিবীক্ষণ (monitors their performance) এবং রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে। সুনির্দিষ্টভাবে, ইডকল ৫-৭ বছর মেয়াদে প্রায় ৬-৯% বার্ষিক সুদে, এবং এক বছরের রেয়াতি সময় ধরে, সহযোগী সংস্থা বা পিওদেরকে ঋণ প্রদান করে। এই পিওরা আবার গ্রামীণ এলাকার গ্রাহকদেরকে ১০-১৩০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এসএইচএস কেনার জন্য মোট খরচের সর্বোচ্চ ৮০% পর্যন্ত ঋণ প্রদান করে থাকে।

১৭. পুনঃঅর্থায়নের (refinancing) জন্য ইডকল ব্যবহৃত তহবিল সম্পূর্ণভাবে দাতাসংস্থা প্রদত্ত ঋণ থেকে সরকারের মাধ্যমে আসে। সুতরাং, এখানে ইডকল এর ভূমিকা হচ্ছে তহবিল সংগ্রহ করা ও ঋণ আকারে তা পিও বা সহযোগী সংস্থাগুলোকে প্রদান করা এবং এর এসএইচএস কর্মসূচির সার্বিক কর্মকৃতির (performance) পরিবীক্ষণ করা। দ্বিতীয় ধাপে, পিওদের দায়িত্ব হচ্ছে উপ-প্রকল্পর এলাকা ও সম্ভাব্য গ্রাহকদের নির্বাচন করা, ঋণ প্রদান করা, ব্যবস্থাটি স্থাপন করা, কর্মকৃতি পরিবীক্ষণ করা এবং রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা যোগানো। দাতাসংস্থাসমূহ পুনঃঅর্থায়ন ব্যবস্থায় সহায়তা দেবার সাথে সাথে, বিদ্যুৎ সরবরাহহীন এলাকায়, যেখানে মূলত দরিদ্র মানুষরা বসবাস করে, তাদের জন্য নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার আর্থিকভাবে সহনীয় করতে ইডকল ও পিওদের জন্য প্রণোদনমূলক অনুদানের স্কিম গঠন করে থাকে। এসএইচএস এর মূল্য শুধুমাত্র ইডকল ও পিওদের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনা ব্যয়ের দক্ষতার উপর নির্ভর করে না। বরং, বিশ্ব বাজারে যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতে ব্যবস্থাটির বিভিন্ন উপকরণের দাম ওঠানামার উপরও এর মূল্য নির্ভর করে। এমতাবস্থায়, মূল্যের এই ওঠানামাজনিত অতিরিক্ত ব্যয় থেকে চূড়ান্ত-ব্যবহারকারীদেরকে অনুদান স্কিম রক্ষা করে এবং কর্মসূচিটির সম্প্রসারণে সহায়তা দেয়।

১৮. অংশ-২ এর প্রধান যৌক্তিকতা হচ্ছে গ্রামের দরিদ্ররা যাতে এসএইচএস কিনতে পারে সেজন্য অর্থায়নের লভ্যতা বৃদ্ধি করা; এটি অন্যান্য দাতা প্রদত্ত তহবিলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই তহবিল এসএইচএস স্থাপনের হার বৃদ্ধি করবে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহহীন এলাকাসমূহে সফলভাবে বিকল্প শক্ত উৎসের বাস্তবায়ন ঘটাবে। এটা ২০২০ সালের মধ্যে বিদ্যুতে সার্বজনীন অভিগম্যতার বিষয়ে সরকারের স্বপ্নের বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

২.৩ জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা) প্রকল্প রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট (আরইডিপি) প্রজেক্ট

২.৩.১ রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট (আরইডিপি) প্রজেক্টের অংশসমূহ *(Components of Renewable Energy Development Project (REDP))*

১৯. জাইকা'র রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (আরইডিপি) তিনটি অংশ রয়েছে। এর অংশ-১ এর মধ্যে রয়েছে ৫,৭৫,৪৬৯টি এসএইচএস, ১,২০০টি সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচপাম্প, ২৯টি মিনি-গ্রীড, ২০টি বায়োমাস গ্যাসিফিকেশন প্লান্ট এবং ৬০টি বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্ট স্থাপনের জন্য পিও/প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষকের জন্য তহবিলের ব্যবস্থা। অংশ-২ ও ৩ এর মধ্যে রয়েছে বাস্তবায়ন সহায়তা এবং পরামর্শ সেবা (Support and Consulting Services)। আরইডিপি-র তহবিলের মোট পরিমাণ হচ্ছে ১১,৩৩৫,০০০ জাপানি ইয়েন।

২.৪ রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট (আরইডিপি) প্রকল্পে কেএফডব্লুউ'র অংশ

২.৪.১ রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট (আরইডিপি) প্রজেক্টের অংশসমূহ *(Components of Renewable Energy Development Project (REDP))*

২০. ৪,৪০,০০০ এসএইচএস এর জন্য অর্থায়নের পর, কেএফডব্লুউ (KfW) বর্তমানে ইডকল এর বায়োগ্যাস এবং অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পের (সৌরশক্তিভিত্তিক মিনি-গ্রিড, সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচপাম্প, বায়োমাস এবং বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট, প্রভৃতি) জন্য জার্মান ফাইন্যান্সিয়াল কোঅপারেশনের তহবিল দিয়ে সহায়তা প্রদান করছে। কেএফডব্লুউ'র মাধ্যমে জার্মান ফাইন্যান্সিয়াল কোঅপারেশন ইতোমধ্যে ইডকল'কে ঋণ সহায়তার জন্য সর্বমোট ৫০,০০,০০০ এবং অনুদান সহায়তার জন্য ২,৬০,০০,০০০ মার্কিন ডলার প্রদান করেছে। এছাড়াও, সংস্থাটি অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পে অনুদান সহায়তা দেবার জন্য ১,৪০,০০,০০০ মার্কিন ডলার দেবার কথা বিবেচনা করছে।

৩. প্রাসঙ্গিক জাতীয় নীতিমালা, বিধি ও নিয়মাবলি

৩.১ সাধারণ আলোচনা

২১. বাংলাদেশে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের (Environmental Impact Assessment/ EIA) ভিত্তি হচ্ছে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (ECA'95) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (ECR'97)। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত পরিবেশ অধিদপ্তর (DOE) ECA'95 ও ECR'97 প্রয়োগের জন্য দায়িত্বশীল নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ। প্রস্তাবনা দাখিলকারী সংস্থার দায়িত্ব হচ্ছে তার উন্নয়ন প্রস্তাব বিষয়ে একটি ইআইএ পরিচালনা করা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের দায়িত্ব হচ্ছে ইআইএ প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা সাপেক্ষে প্রস্তাবনা দাখিলকারী সংস্থাকে পরিবেশ বিষয়ক ছাড়পত্র প্রদান করা।

৩.২ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ), ১৯৯৫

২২. বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রধান আইনি দলিল হচ্ছে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (ইসিএ '৯৫)। সামগ্রিক এই আইনে পরিবেশের সংরক্ষণ, পরিবেশবিষয়ক মানদণ্ডের উন্নয়ন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করা বিষয়ে আইনসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই আইন বলেই পরিবেশ অধিদপ্তর স্থাপিত হয়েছে এবং অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে প্রয়োজনানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে তদন্ত পরিচালনা, সম্ভাব্য দুর্ঘটনা রোধ, সরকারকে পরামর্শ প্রদান, অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন, ও পরিবেশ দূষণবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করা। এই আইন অনুযায়ী (সেকশন ১২), নির্ধারিত বিধি মোতাবেক পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দেয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসিসি) ছাড়া কোনো শিল্প ইউনিট বা প্রকল্প স্থাপন করা যাবে না।

২৩. পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে, ব্যবহৃত/অকেজো ব্যাটারি সংগ্রহ ও রিসাইকেল করা বিবেচনায় রেখে, ২০০৬ সালে আইনটি সংশোধন করা হয় (এসআরও নং ১৭৫-আক্ট/২০০৬ তারিখ আগস্ট ২৯, ২০০৬)। এ সংশোধন অনুযায়ী, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়া ব্যাটারি রিসাইকেলের কোনো অনুমতি দেওয়া হবে না। ব্যবহৃত ব্যাটারি বা তার কোনো অংশ উন্মুক্ত স্থান, জলাশয়, ময়লা ফেলার স্থান ইত্যাদিতে ফেলার ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে এ সংশোধনীতে। সকল ব্যবহৃত ব্যাটারি যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ের মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর অনুমোদিত ব্যাটারি রিসাইকেলকারী প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে হবে। ব্যবহৃত/অকেজো ব্যাটারি নিয়ে কোনো আর্থিক লেনদেন করা যাবে না। অবশ্য আর্থিক লেনদেন প্রসঙ্গে অধ্যাদেশটি পুনরায় ২০০৮ সালে সংশোধিত হয় (এসআরও নং ২৯-অ্যাক্ট/২০০৮ তারিখ ফেব্রুয়ারী ১১, ২০০৮), যাতে পারস্পরিক সম্মতিতে আর্থিক লেনদেনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

৩.৩ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (ইসিআর), ১৯৯৭

২৪. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (সেকশন ২০), ১৯৯৫ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ জারি করে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি এ বিধিমালার আওতাভুক্ত :

- পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা;
- চারটি ভাগে শিল্প ও প্রকল্পের শ্রেণীকরণ;
- পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদানের পদ্ধতিসমূহ;
- পরিবেশ মানদণ্ড নির্ধারণ।

২৫. বিধি নং ৩-এ ইসিএ '৯৫-এর সেকশন ৫ অনুযায়ী 'পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ)' নির্ধারণের উপাদানসমূহ বর্ণিত হয়েছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে কোনো এলাকা সংকটাপন্ন হয়েছে বা সংকটপন্ন হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে বলে প্রতীয়মান হলে, সরকারকে উক্ত এলাকাকে 'ইসিএ' ঘোষণা করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এই বিধিতে। পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকায় কোন ধরনের কার্যক্রম বা প্রক্রিয়া (operations or processes) পরিচালনা করা যাবে অথবা শুরু করা যাবে না, তাও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়েছে এই বিধিতে। এই ক্ষমতাবলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সুন্দরবন,

কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওড়, টাঙ্গুঁয়ার হাওড়, মারজাত বাওড় এবং গুলশান-বারিধারার জলাশয়কে পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা এবং এসব এলাকায় নির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২৬. পরিবেশের উপর প্রভাব এবং স্থানের ভিত্তিতে পরিবেশ ছাড়পত্র (ইসিসি) প্রদান করার প্রয়োজনে ইসিআর'৯৭ (বিধি নং ৭)- এ শিল্প ইউনিট ও প্রকল্পসমূহকে চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে :

- সবুজ
- কমলা-ক
- কমলা-খ, এবং
- লাল।

২৭. চলমান এবং প্রস্তাবিত যেসব শিল্প ইউনিট ও প্রকল্প স্বল্পমাত্রার দূষণকারী হিসেবে বিবেচিত, সেগুলোকে "সবুজ" শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সেগুলোকে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান করা হবে। কমলা-ক, কমলা-খ ও লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প ইউনিট ও প্রকল্পসমূহকে প্রথমে একটি স্থানবিষয়ক ছাড়পত্র ও পরে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান করা হবে। ইসিআর '৯৭এর তফশিল ১-এ উপরোক্ত চার শ্রেণির শিল্পর বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

২৮. সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলি ছাড়াও, প্রস্তাবিত প্রতিটি 'কমলা-খ' ও 'লাল' শ্রেণির শিল্প ইউনিট ও প্রকল্পের বেলায় আবেদনপত্রের সঙ্গে উদ্যোগটির প্রাথমিক পরিবেশ পরীক্ষার (আইইই) উপর সম্ভাবনা যাচাই প্রতিবেদন (feasibility report), পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ), লে-আউট পরিকল্পনাসহ (ইটিপি বা তরল বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্টের অবস্থান দেখিয়ে), পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি), ইটিপি'র সময় তালিকা ইত্যাদি সংযুক্ত করতে হবে।

২৯. বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাবিত শিল্প ইউনিট বা প্রকল্পের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশ ছাড়পত্র (ইসিসি) পাওয়ার পদ্ধতিসমূহও ইসিআর'৯৭-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিল্প ইউনিট বা প্রকল্প স্থাপনে আগ্রহী যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে মহাপরিচালকের নিকট থেকে অবশ্যই পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের ছাড়পত্রের জন্য নির্ধারিত ফর্মে আবেদন এবং তফসিল ১৩-য় বর্ণিত নিয়মানুযায়ী ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে মহাপরিচালকের অনুকূলে নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হবে। বিধি-৮য়ে এ ধরনের ছাড়পত্রের মেয়াদ বর্ণিত হয়েছে (সবুজ শ্রেণির জন্য তিন বছর ও অন্যান্য শ্রেণির জন্য এক বছর) এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ৩০ দিন পূর্বে নবায়নের শর্তকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৩০. ইসিএ '৯৫ বা ইসিআর '৯৭-এর কোনেটিতেই নবায়নযোগ্য শক্তি প্রযুক্তি এবং শক্তিদক্ষ সিএফএল বাতি প্রকল্পের জন্য আবেদন করার বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই।

৩.৪ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (সংশোধিত ২০১০)

৩১. আইনের এই সংশোধনী নিম্নোক্ত বিষয়ে নতুন বিধি ও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে :

- পরিবেশগত দূষণ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রতিরোধের জন্য বিপজ্জনক বর্জ্যর উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।
- পুনঃচিহ্নিত কোনো জলাশয় ভরাট বা তাতে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। জাতীয় স্বার্থর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তা করা যেতে পারে।
- পরিবেশ দূষণকারী কোনো বস্তুর নির্গমন যদি নির্ধারিত নির্গমনমাত্রার চেয়ে বেশি হয়, তবে নির্গমনের জন্য দায়িত্বশীলকে তা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৩.৫ বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য শক্তি নীতি, ২০০৮

৩২. নবায়নযোগ্য শক্তি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য শক্তি নীতি অনুমোদিত হয়। এই নীতিতে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎস থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ৫% এবং ২০২০ সালের মধ্যে ১০% পূরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নীতিমালায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে :

- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাবলি
- সম্পদ, প্রযুক্তি ও কর্মসূচি উন্নয়ন
- বিনিয়োগ ও আর্থিক প্রণোদনা
- নিয়ন্ত্রক নীতিমালা।

৩৩. এ নীতিমালা নবায়নযোগ্য শক্তির যথাযথ, দক্ষ ও পরিবেশবান্ধব ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। নীতিমালায় আরো বলা হয়েছে যে, বৃহদাকার বায়োমাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের (অর্থাৎ, এক মেগাওয়াটের অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন) ক্ষেত্রে প্রকল্প উদ্যোগক্তাকে অবশ্যই দেখাতে হবে যে, প্রয়োজনীয় জৈব উপাদান পরিবেশের জন্য টেকসইভাবে উৎপন্ন করা হচ্ছে এবং এর ফলে কোনো বিরূপ সামাজিক অভিঘাতের সম্ভাবনা নেই। বর্তমান শস্য উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে জৈব-শক্তির এমন বৃহদাকার উৎপাদন ও ব্যবহারের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এই নীতিমালায়।

৩.৬ রুরাল এরিয়া পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমস বিষয়ক নীতিমালা (RAPSS), ২০০৭

৩৪. বিদ্যুতে ২০২০ সালের মধ্যে সার্বজনীন অভিগম্যতা অর্জনের সরকারি প্রচেষ্টার সম্পূরক হিসেবে বেসরকারি খাতকর্তৃক বিদ্যুত সরবরাহ উন্নয়ন, পরিচালনা এবং বিচ্ছিন্ন দ্বীপসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুত উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অংশগ্রহণকে রুরাল এরিয়া পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমস বিষয়ক নীতিমালা (আরএপিএসএস), ২০০৭ অনুমোদন করে। আরএপিএসএস প্রকল্পটির বাস্তবায়নে খুব বেশি অগ্রগতি ঘটেনি। এই নীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারি খাত দুর্গম প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহে সহযোগিতা করবে। নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসার ও শক্তি দক্ষতা অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টাকে নেতৃত্ব দেবার জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে সাসটিনেবল অ্যান্ড রিনিয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (SREDA) প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সরকারের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩.৭ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬

৩৫. এই আইন কারখানা শ্রমিকদের পেশাগত অধিকার ও নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় কর্মপরিবেশ ও কাজ করার যৌক্তিক পরিবেশ সম্পর্কিত। এই আইনের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্ফোরক অথবা দাহ্যজাতীয় ধুলি/গ্যাস সম্পর্কিত সতর্কতা, চোখের সুরক্ষা, আগুন থেকে রক্ষা, ক্রেন বা অন্যান্য উত্তোলক যন্ত্র নিয়ে কাজ করা, অতিরিক্ত ওজন তোলার মতো বিষয়াবলি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আর ৮ম অধ্যায়ে প্রাথমিক চিকিৎসার উপকরণ, নিরাপত্তা বিষয়ক রেকর্ড বই রাখা, শিশুদের জন্য গৃহ, আবাসন সুবিধা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, গোষ্ঠী বিমার মতো বিবিধ সুবিধার বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩.৮ বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ সুরক্ষা (প্রাসঙ্গিক নীতিমালা)

ওপি ৪.০১: পরিবেশগত প্রভাব নির্ণয়

৩৬. বিশ্বব্যাংকের সহায়তার জন্য প্রস্তাবকৃত প্রকল্পসমূহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার সুবিধার্থে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইএ) প্রয়োজন হয়। এই ইএ থেকে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি পরিবেশগতভাবে ভালো ও টেকসই। পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইএ) এমন একটি প্রক্রিয়া যার ব্যাপ্তি, গভীরতা এবং বিশ্লেষণের ধরন নির্ভর করে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রকৃতি, আকার ও পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাবের ওপর। ইএ কোনো প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ঝুঁকি ও প্রকল্পের প্রভাবাধীন এলাকায় তার প্রভাব যাচাই করে থাকে; প্রকল্প নির্বাচন, স্থান নির্ধারণ, পরিকল্পনা, নকশা উন্নয়নের পন্থাগুলোকে চিহ্নিত করে। ইএ একইভাবে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাবগুলোকে রোধ করা, কমিয়ে আনা, নিরসন করা বা ক্ষতি পুষিয়ে বাস্তবায়ন করা এবং ইতিবাচক প্রভাবকে বাড়াবার পথ খুঁজে বের করে। ইএ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে প্রকল্প বাস্তবায়নের পুরো সময়ে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাবকে হ্রাস করার ব্যবস্থাপনা। ইএ প্রাকৃতিক পরিবেশ (বায়ু, পানি ও জমি), মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, সামাজিক বিষয়াদি (অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসন,

আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ), এবং আন্তঃদেশীয় সীমানা ও বৈশ্বিক পরিবেশগত বিষয়াদি। ঋণ গ্রহীতা ইএ পরিচালনা করার জন্য দায়িত্বশীল এবং এক্ষেত্রে ইএ সংক্রান্ত আবশ্যিকতাগুলোকে রক্ষা করতে পরামর্শ দেয় বিশ্বব্যাংক ।

৩৭. প্রকল্পের ধরন, অবস্থান, সংবেদনশীলতা ও আকার এবং পরিবেশের ওপর তার সম্ভাব্য প্রভাবের ধরন ও মাত্রার ওপর নির্ভর করে ব্যাংক প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের শ্রেণিকরণ করে থাকে।

ক্যাটেগরি-এ : এই শ্রেণির প্রস্তাবিত প্রকল্প থেকে সংবেদনশীল, ব্যাপক আকারের বিভিন্নমুখী ও নজিরবিহীন বিরূপ প্রভাবের সম্ভাবনা আছে। ভৌত কার্যকলাপের প্রকারভেদে প্রকল্প এলাকা বা কাঠামোর আকারের চেয়েও বৃহত্তর পরিসরের উপর এমন প্রকল্পের প্রভাব পড়তে পারে।

ক্যাটেগরি-বি : মানুষ অথবা পরিবেশগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি, বন, তৃণভূমি ও অন্যান্য প্রাণীকুলের প্রাকৃতিক বসতির ওপর এ ধরনের প্রস্তাবিত প্রকল্পের পরিবেশগত বিরূপ প্রভাবের মাত্রা ক্যাটেগরি-এ প্রকল্পের মতো অতটা ব্যাপক নয়। এমন প্রকল্পের প্রভাব স্থান-নির্দিষ্ট; অপরিবর্তনীয় বিরূপ প্রভাব হলেও তার মাত্রা থাকে স্বল্পাকারের; এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্যাটেগরি-এ প্রকল্পের চাইতে আরো দ্রুত প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব।

ক্যাটেগরি-সি: এ শ্রেণির প্রকল্পের পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব একেবারেই নগন্য কিংবা নেই বললেই চলে।

ওপি ৪.০৪: প্রাণীকুলের প্রাকৃতিক বসতি

৩৮. পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নয়নকল্পে নেয়া অন্যান্য পদক্ষেপের মতো প্রাণীদের প্রাকৃতিক বসতি সংরক্ষণও দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। এ কারণে ব্যাংক প্রাকৃতিক বসতি সংরক্ষণ, এগুলোর সক্রিয়তা রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ব্যাংকের অর্থনৈতিক ও খাতওয়ারি কার্যক্রম, প্রকল্প অর্থায়ন ও নীতি সংলাপে সহায়তা করে। পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে টেকসই উন্নয়নের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সতর্কতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে। ব্যাংক আশা করে যে, তার ঋণ গ্রহীতারাও একই দৃষ্টিভঙ্গি ও পন্থা প্রয়োগ করবে। প্রাকৃতিক বসতি সংরক্ষণ ও প্রতিবেশের সক্রিয়তার রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমকে জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রণীত প্রকল্প অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যাংক প্রাকৃতিক বসতি সংরক্ষণ ও উন্নত ভূমি ব্যবহারকে উৎসাহ ও সমর্থন প্রদান করে। উপরন্তু, ক্ষতিগ্রস্ত প্রাকৃতিক বসতির পুনর্বাসনেও ব্যাংক সহায়তা দিয়ে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক বসতির রূপান্তর বা অবনতি ঘটায় এমন প্রকল্পে ব্যাংক সহায়তা করে না।

৩৯. এই প্রকল্পের সাথে প্রাসঙ্গিক দুটি পরিবেশ সুরক্ষা নীতির মধ্যে আরইআরইডি অতিরিক্ত অর্থায়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইএ সংক্রান্ত ওপি ৪.০১ প্রয়োগ করা হয়।

ওপি ৪.১০: আদিবাসী জনগোষ্ঠী

৪০. আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মর্যাদা, মানবাধিকার, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে পূর্ণভাবে রক্ষাকারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের দারিদ্র্য নিরসন ও স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের মিশন অর্জনে এই নীতিমালা অবদান রাখে। অর্থায়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের কাছে প্রস্তাবিত যেসব প্রকল্পের মাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা থাকে, সেসব প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়নকারীর আগে থেকেই খোলাখুলি ও বিস্তারিতভাবে তথ্য জ্ঞাপনমূলক আলোচনার প্রয়োজন হয়। এ ধরনের খোলাখুলি ও বিস্তারিতভাবে তথ্য জ্ঞাপনমূলক প্রাক-আলোচনার মাধ্যমে যেখানে প্রকল্পটির প্রতি আদিবাসী সমাজের বৃহত্তর অংশের সমর্থন পাওয়া গেছে, কেবলমাত্র সে প্রকল্পকেই ব্যাংক সহায়তা প্রদান করে থাকে। আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ে প্রযোজ্য হিসেবে, ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাদি হলো : (১) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবের সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলা অথবা; (২) যে ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব নয়, তা কমানো, নিরসন করা বা সে ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়াও বিশ্বব্যাংক অর্থায়নকৃত প্রকল্পগুলোকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়টিকে এমনভাবে নিশ্চিত করতে হয়, যা তাদের সংস্কৃতির জন্য উপযুক্ত এবং লিঙ্গীয় ও বংশানুক্রমিক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পিত।

৪১. বিশ্বব্যাংক বিশ্বাস করে আদিবাসী জনগোষ্ঠী যে ভূমিতে বসবাস করে এবং যে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করে, তার সঙ্গে তাদের আত্মপরিচয় ও সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। এই অনন্য পরিস্থিতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে বিবিধ ধরনের ঝুঁকি এবং উন্নয়ন প্রকল্প থেকে উদ্ভূত অভিঘাতের মুখোমুখি করে; যার মধ্যে রয়েছে আত্মপরিচয় ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি, প্রথাগত জীবনধারণ পদ্ধতির ক্ষতি এবং রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হওয়া। আদিবাসী সমাজের উপর লিঙ্গীয় ও আন্তঃপ্রজন্মের বিষয়গুলোও জটিল হয়ে ওঠে। মূল সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠদের থেকে আদিবাসীদের পরিচয় যেখানে বিশিষ্টভাবে আলাদা, সেখানে আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রায়শই মূল জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রান্তিক ও ভঙ্গুর হয়ে ওঠে। এর ফলে, ভূমি, অঞ্চল এবং অপরাপর উপৎপাদশীল সম্পদ রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আইনগত অবস্থান বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা তৈরি করে; এবং উন্নয়ন কর্মজ্ঞাণ্ড থেকে উপকার লাভে অন্তরায় তৈরি হয়। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের বিষয়টি এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকারকে ক্রমশ অধিকভাবে স্বীকৃতি দেয়াকেও একই সঙ্গে ব্যাংক স্বীকার করে।

ওপি ৪.১২ : অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসন

৪২. বিশ্বব্যাংকের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য গৃহীত অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসনের ঘটনাকে নিরসন করা না হলে, তা প্রায়শই গুরুতর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত ঝুঁকি তৈরি করে; যার কারণে উৎপাদন ব্যবস্থা গুটিয়ে ফেলতে হয়; উপৎপাদনশীল সম্পদ বা অর্থনৈতিক উপায় হারিয়ে মানুষ দারিদ্র্যে নিপতিত হয়; মানুষকে এমন পরিবেশে পুনর্বাসিত করা হয়, যেখানে তাদের উৎপাদনশীল দক্ষতা কাজে লাগাবার সুযোগ কম এবং সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিত অনেক প্রবল; সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক বন্ধন দুর্বল; আত্মীয়-পরিজন বিক্ষিপ্ত; সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব, এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাবনা ক্ষীয়মান বা বিলীন। এই নীতিমালা দারিদ্র্যায়নের এসব ঝুঁকি নিরসনে সুরক্ষার বিধান করে।

৪৩. বিশ্বব্যাংক নীতির ফলাফল : উপ-প্রকল্পের প্রকৃতির আলোকে, মূল প্রকল্পের মতো সমভাবে সামগ্রিক এএফ-টি (AF) ক্যাটেগরি-বি ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে; এবং কোনো ধরনের বিরূপ প্রভাব হ্রাস করা ও ইতিবাচক প্রভাব বাড়াবার লক্ষ্যে যে উপ-প্রকল্পটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন হবে, এজন্য এক্ষেত্রে মাত্র একটি পরিবেশগত সুরক্ষা নীতিমালা ওপি/বিপি ৪.০১ (OP/BP 4.01) প্রযোজ্য হবে। আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে বিধায় হালনাগাদকৃত ইএসএমএফ-এ ওপি/বিপি ৪.১২ (OP/BP 4.12) প্রযোজ্য হবে। উপ-প্রকল্পর সেবাসমূহ সম্পূর্ণভাবে ইচ্ছুক-ক্রেতা ইচ্ছুক-বিক্রেতা সম্পর্কের ভিত্তিতে লভ্য হবে। আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিষয়ে প্রকল্পটির একটি যাচাইবাছাই প্রক্রিয়া আছে এবং প্রকল্পটি ওই এলাকাসমূহে ওপি ৪.১০ (OP 4.10) এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ ও যোগাযোগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করেছে। খরিদ্দার বা গ্রাহক সংখ্যা ও ব্যবসার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে বলে, প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষক ও পিও'রা সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় অন্তর্ভুক্তিমূলক হবার প্রতি নিবেদিত থাকে। আরএপিএসএস প্রকল্পের অধীনস্ত উপ-প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়টি বিবেচনার আগে, উপ-প্রকল্প-নির্দিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক যাচাই, এবং দরকার হলে প্রয়োজনীয় প্রভাব নিরূপণের কাজটি করা হবে। ইডকল প্রতিটি যাচাই/নিরূপণ কাজ পর্যালোচনা করবে এবং নিয়মিতভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে।

৩.৯ পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে জাইকা নীতিমালা

৪৪. জাইকা ইতোমধ্যে ইডকলের সোলার হোম সিস্টেমস (এসএইচএস) কর্মসূচিকে ঋণ সহায়তা দেয়া শুরু করেছে। সুতরাং, ইডকলের এসএইচএস কর্মসূচির ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ের প্রাসঙ্গিক মান এবং নীতিমাল প্রযোজ্য হবে।

৪৫. পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ে বিবেচনার সূত্র হিসেব জাইকা 'পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ে বিবেচ্য নীতিমালা, এপ্রিল ২০১০' প্রণয়ন করেছে। প্রকল্প উদ্যোক্তাদের যথাযথ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবাদি বিবেচনায় রাখতে এবং এ কাজে জাইকা'র সহায়তা দান ও পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচনাগুলোর যথাযথ পরিচলনাকে উৎসাহিত করা এ নীতিমালার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করতে প্রকল্প উদ্যোক্তাদের জন্য আবশ্যিকতা প্রভৃতিসহ এ বিষয়ে জাইকা'র দায়িত্ব ও পদ্ধতিসমূহ এ নীতিমালায় বর্ণিত হয়েছে। এটি করার মাধ্যমে জাইকা পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবাদি বিবেচনায় নিয়ে তার সহায়তাকর্মে স্বচ্ছতা, আগাম চিন্তা, এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার প্রচেষ্ট নিয়েছে।

৪৬. এ নীতিমালানুযায়ী, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবাদির ব্যাপ্তি এবং রূপরেখা, আকার, স্থান ও অন্যান্য অবস্থাকে বিবেচনায় রেখে জাইকা উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে চারটি ক্যাটেগরিতে ভাগ করে থাকে। এ চারটি ভাগ নিম্নরূপ :

ক্যাটেগরি-এ : পরিবেশ ও সমাজের উপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের গুরুতর প্রভাব ফেলার সম্ভাবন রয়েছে।

ক্যটেগরি-বি : পরিবেশ ও সমাজের ওপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবের মাত্রা ক্যাটেগরি-এ এর তুলনায় কম হলে তা ক্যাটেগরি বি'র অন্তর্ভুক্ত হবে।

ক্যাটেগরি-সি : পরিবেশ ও সমাজের ওপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবের মাত্রা খুব নগণ্য কিংবা প্রায় নেই হলে তা ক্যাটেগরি-সি'র অন্তর্ভুক্ত হবে।

ক্যাটেগরি-এফআই : নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পূরণ করতে সক্ষম হলে প্রস্তাবিত প্রকল্প ক্যাটাগরি এফআই এ অন্তর্ভুক্ত হবে :

- প্রকল্পের জন্য জাইকা'র অর্থায়ন কোনো মধ্যস্থাকারী বা ইডকলের মতো বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে দেয়া হয়েছে।
- কেবলমাত্র জাইকা কর্তৃক অর্থায়ন অনুমোদনের পরই এ ধরনের সংস্থা অংশটি নির্বাচন ও মূল্যায়ন/যাচাই যথেষ্ট গভীরভাবে পরিচালান করেছে, যাতে করে অংশটি জাইকা'র অর্থায়ন (অথবা প্রকল্প মূল্যায়ন/যাচাই)অনুমোদিত হবার আগে নির্দিষ্ট না হয়; এবং
- পরিবেশের ওপর যে অংশগুলোর সম্ভাব্য প্রভাব প্রত্যাশিত

৪৭. জাইকা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রকল্প উদ্যোগক্তা প্রভৃতির সঙ্গে পরিবেশের উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পরিবীক্ষণের ফলাফল নিশ্চিত করে থাকে। ক্যাটেগরি এ, বি, বা এফআই এর অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে প্রকল্প উদ্যোগক্তা প্রভৃতি যে পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচ্যগুলো সম্পর্কে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা নিশ্চিত করতে এটি করা হয়।

৩.১০ পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে এডিবি'র নীতিমালা

৪৮. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সুরক্ষা নীতিভাষ্য (সেফগার্ডস পলিসি স্টেটমেন্ট/এসপিএস) ২০০৯ এ পূর্ববতী তিনটি নীতি -- পরিবেশ বিষয়ক (২০০২), অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসন বিষয়ক (১৯৯৫) এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক (১৯৯৮) -- একত্রে সমন্বিত করা হয়েছে। এর সাথে এডিবি কার্যপরিচালনা বিষয়ক তিনটি অপারেশনাল ম্যানুয়াল বা কার্যপ্রণালী সহায়িকা সংযুক্ত হয়েছে : পরিবেশগত বিবেচনা বিষয়ে অপারেশনাল ম্যানুয়াল (ওএম সেকশন এফ ১); অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসন (ওএম সেকশন এফ ২); এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠী (ওএম সেকশন এফ ২)। এই এসপিএস এর লক্ষ্য হচ্ছে প্রকল্পের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব থেকে মানুষ ও পরিবেশকে রক্ষা করে প্রকল্প-প্রভাব টেকসই করাকে সহায়তা যোগানো। এডিবি সেসব প্রকল্পকে সহায়তা করে থাকে, যেগুলো এসপিএস, এবং যে দেশে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে (হোস্ট কান্ট্রি) তদ্দ্বারা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ আন্তর্জাতিক আইনসহ দেশটির পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ক নিজস্ব আইন ও বিধি মেনে চলে।

৪৯. এসপিএস, ২০০৯ এ টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে এডিবি'র অঙ্গীকার পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে পরিবেশগত এবং সামাজিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় বাধ্যবাধকতাগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এসপিএস এর প্রয়োজনীয় প্রধান শর্তগুলো হচেছ : (১) প্রকল্প-চক্রর (project cycle) শুরুতেই প্রভাবগুলো চিহ্নিত ও যাচাই করা; (২) সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবগুলো এড়ানো, কমানো, নিরসন, বা সে জন্য ক্ষতিপূরণ দেবার বিষয়ে পরিকল্পনা তৈরি ও তা বাস্তবায়ন করা; এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সময়ই ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত রাখা ও তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা। এডিবি ২০০৩ সালে দায়বদ্ধতা বিষয়ক একটি পন্থা গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে এডিবি অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তরা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ; সমাধান চাওয়া; এবং এডিবি'র সুরক্ষা নীতিমালাসহ, কার্যপরিচালনা নীতি ও পদ্ধতির বরখেলাপ বিষয়ে অভিযোগ করতে পারবেন।

৫০. এসপিএস, ২০০৯ অনুযায়ী, এডিবি প্রকল্প যাচাই ও তার ক্যাটেগরি নির্ধারণের কাজটি প্রকল্প প্রণয়নের শুরুর দিকেই করে থাকে, যখন এজন্য পর্যাপ্ত তথ্য লভ্য থাকে। যাচাই ও তার ক্যাটেগরি নির্ধারণের কাজটি করা হয় : (১) প্রকল্পটি দ্বারা যেসব গুরুতর সম্ভাব্য প্রভাব অথবা ঝুঁকি আসতে পারে, তা নিয়ে চিন্তা করার জন্য; (২) সুরক্ষা ব্যবস্থা নেবার জন্য যে মাত্রার মূল্যায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদের প্রয়োজন হবে তা চিহ্নিত করার জন্য; এবং (৩) এ বিষয়ে কী তথ্য প্রকাশ করা দরকার তা নির্ধারণ করার জন্য।

৫১. একটি প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব ফেলার তাৎপর্য বোঝাতে এডিবি ক্যাটেগরি ব্যবস্থা ব্যবহার করে থাকে। একটি প্রকল্পের সর্বাধিক সংবেদনশীল বৈশিষ্ট্য দ্বারা সে প্রকল্পের ক্যাটেগরি নির্ধারিত হয়ে থাকে; যার মধ্যে রয়েছে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, সম্মিলিত, এবং প্রকল্পের প্রভাবাধীন এলাকায় প্রকল্পঘটিত প্রভাব। প্রতিটি প্রস্তাবিত প্রকল্প তার প্রকৃতি, অবস্থান, আকার, সংবেদনশীলতা এবং সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাবের বিশালত্ব দ্বারা যাচাই হয়। প্রকল্পগুলোকে নিচের চারটি ক্যাটেগরিতে ভাগ করা হয় :

ক্যাটেগরি-এ : পরিবেশের উপর অপরিবর্তনীয়, নানামুখী, বা নজিরবিহীন তাৎপর্যময় গুরুতর প্রভাব ফেলার সম্ভাবন রয়েছে এমন প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোকে ক্যাটেগরি-এ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এসব প্রভাব প্রকল্প, ভৌতকর্ম সাপেক্ষে, এলাকা বা স্থাপনার চেয়ে বৃহত্তর এলাকার উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

ক্যাটেগরি-বি : পরিবেশ ও সমাজের ওপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবের মাত্রা ক্যাটেগরি-এ এর তুলনায় কম হলে তা ক্যাটেগরি-বি'র অন্তর্ভুক্ত হবে। এসব প্রভাব স্থান-নির্দিষ্ট, প্রভাবের কোনোটি অপরিবর্তনীয় হলেও তার সংখ্যা খুব কম, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রভাব নিরসনের পদক্ষেপ ক্যাটেগরি-এ এর তুলনায় অনেক দ্রুত পরিকল্পনা করা যায়। এজন্য ইএমপিসহ একটি আইইই প্রয়োজন হয়।

ক্যাটেগরি-সি : পরিবেশ ও সমাজের ওপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবের মাত্রা খুব নগণ্য কিংবা প্রায় নেই বলে তা ক্যাটেগরি-সি'র অন্তর্ভুক্ত হবে।

ক্যাটেগরি-এফআই : প্রকল্পের জন্য এডিবি'র অর্থায়ন যদি কোনো মধ্যস্থাকারীকে দেয়া হয় বা তার মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়, সেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত প্রকল্প ক্যাটাগরি-এফআই এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এক্ষেত্রে একটি যথাযথ পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (ইএসএমএস) সংযুক্ত থাকতে হবে।

৫২. অনিচ্ছামূল পুনর্বাসনের বিষয় আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে এডিবি সকল প্রকল্পকে যাচাইবাছাই করবে। কোনো প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসনের বিষয় থাকলে, তা নিরসনে ক্ষতির ব্যাপ্তি ও মাত্রার সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণভাবে পুনর্বাসন পরিকল্পনার প্রস্তুতি থাকতে হবে। প্রভাবের মাত্রা নির্ধারিত হবে : (১) ভৌত ও অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতির ব্যাপ্তি, এবং (২) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভঙ্গুরতা দ্বারা।

৫৩. আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর প্রকল্পের কোনো প্রভাব আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে এডিবি সকল প্রকল্পকে যাচাইবাছাই করবে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রকল্পগুলোর জন্য এডিবি একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী পরিকল্পনা করবে। এ পরিকল্পনায় বিস্তারিত ও সামগ্রিকভাবে সবকিছুকে বিচারের মাত্রা, জনগোষ্ঠীর ক্ষতির ব্যাপ্তি ও মাত্রার সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণভাবে হবে। যে বিষয়গুলো মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রভাবের মাত্রা নির্ধারিত হবে : (১) জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ও তাতে অভিগম্যতা বিষয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত অধিকার; আর্থ-সামাজিক অবস্থা; সাংস্কৃতিক ও সামাজিক শুদ্ধতা; স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকাব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তার অবস্থা এবং নিজ সমাজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানের (indigenous knowledge) ব্যাপ্তি; এবং (২) ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভঙ্গুরতা দ্বারা।

৫৪. পিপিআইডিএফ (PPIDF) এর অধীনস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি অবকাঠামো প্রকল্পর জন্য সুরক্ষার শর্তগুলো পূরণ করতে ইডকল ইতোমধ্যে একটি পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) গ্রহণ করেছে, যা এরমধ্যেই এডিবি কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। এই ইএসএমএফ'টির মূল মনোযোগ যেহেতু ক্ষুদ্র ও মাঝারি অবকাঠামো প্রকল্পর সুরক্ষাবিষয়ক বাধ্যবাধকতাগুলো নিশ্চিত করা, সেজন্য নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পগুলোতে সামগ্রিকভাবে সুরক্ষার শর্তগুলো পূরণ নিশ্চিত করতে এ ইএসএমএফ'টি গৃহীত হয়েছে।

৩.১১ কেএফডব্লুউ উন্নয়ন ব্যাংকের টেকসইবিষয়ক নীতিমালা

৫৫. জার্মান ফাইন্যান্সিয়াল কোঅপারেশন এর পক্ষে কেএফডব্লুউ'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পকে পরিবেশতগত ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন মানদণ্ডের সঙ্গে মানানসই হওয়া নিশ্চিত করতে হয়। পরিবেশতগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ (ইএসআইএ) এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিরূপণ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে : পরিবেশের উপর কোনো প্রকল্পের প্রভাব দেখা দিতে পারে এমন ভবিষ্যত সম্ভাবনা,

জলবায়ু এবং/অথবা সামাজিক প্রভাবাবলিকে অনুমান ও নিরূপণ করা; কোনো নেতিবাচক প্রভাবকে চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করা, অথবা সেগুলোকে সহনীয় মাত্রায় সীমিত রাখা এবং (নেতিবাচক প্রভাব অবধারিত হলেও, তা যেন অন্তত সহনীয় থাকে) ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা।

৫৬. অপরাপর দাতা সংস্থার অনুরূপভাবে, কেএফডব্লুউও প্রতিটি নতুন প্রকল্পের শুরুর দিকেই পরিবেশগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রকল্পটির প্রভাবাদি ও প্রাসঙ্গিক ঝুঁকি বিচার করে থাকে এবং দেখার চেষ্টা করে প্রকল্পটির যথেষ্টভাবে গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাবার সম্ভাবনা কেমন এবং সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট রকম অভিযোজনের ব্যবস্থা আছে কিনা। এসব বিষয় বিচারের ভিত্তিতে সকল প্রকল্পকে, পরিবেশ ও সমাজের উপর সেগুলোর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবের ভিত্তিতে, এ, বি, ও সি ক্যাটেগরিতে বিভক্ত করা হয়।

৫৭. **ক্যাটেগরি-এ :** পরিবেশ এবং/অথবা সংশ্লিষ্টদের সামাজিক অবস্থার উপর কোনো প্রকল্পের গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব থাকলে সেটিকে ক্যাটেগরি-এ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হবে। সম্ভাব্য গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব থাকার অর্থ হলো যার ফলাফল বহুমুখী, অপরিবর্তনীয় অথবা নজিরবিহীন। এমন ফলাফল নির্মাণাধীন প্রকল্প স্থাপনার বাইরেও, তার চেয়ে বৃহত্তর পরিসর, স্থাপনার স্থানকেই বা সীমিত অর্থে প্রকল্প এলাকাকে প্রভাবিত করতে পারে। নীতিগতভাবে, যেকোনো প্রকল্প সংবেদনশীল হিসেবে বিবেচিত হলেই তা ক্যাটেগরি-এ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হবে। ক্যাটেগরি-এ ভুক্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে, কোনো ধরনের প্রতিবেশ এবং সামাজিক নেতিবাচক ফলাফল বিষয়ে নিরপেক্ষ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব যাচাই (ইএসআইএস) এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিশ্লেষণ ও যাচাই করা বাধ্যতামূলক।

৫৮. **ক্যাটেগরি-বি :** পরিবেশ এবং/অথবা সংশ্লিষ্টদের সামাজিক অবস্থার উপর কোনো প্রকল্পের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব থাকলে; যা ক্যাটেগরি-এ থেকে কম গুরুতর এবং তার ঝুঁকিকে সর্বাধুনিক পাল্টা ব্যবস্থা বা মানসম্পন্ন সুরাহা দ্বারা হ্রাস করা যায়, সেটিকে ক্যাটেগরি-বি হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হবে। সাধারণত, ক্যাটেগরি-বি প্রকল্পের ফলাফল স্থানীয় এলাকার মধ্যে সীমিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবর্তনযোগ্য এবং যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে ঝুঁকি কমানো সহজ। ক্যাটেগরি-বি ভুক্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে, ইএসআইএস এর পরিধি, অগ্রাধিকার এবং গভীরতা নির্ধারিত হয়ে থাকে পৃথক পৃথক প্রকল্পের ভিত্তিতে।

৫৯. **ক্যাটেগরি-সি :** পরিবেশ ও সমাজের ওপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য বিরূপ ফলাফলের মাত্রা খুব নগণ্য কিংবা প্রায় নেই হলে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন বা পরিচালনার কারণে কোনো বিশেষ সুরক্ষাব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণ অথবা মনিটরিংয়ের দরকার না হলে, তা ক্যাটেগরি-সি'র অন্তর্ভুক্ত হবে। সাধারণত, ক্যাটেগরি-সি ভুক্ত প্রকল্পের জন্য নীতিমালায় নির্ধারিত পন্থায় বা ইএসআইএ বিধি মতে কোনো অতিরিক্ত বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয় না। তদুপরি, ক্যাটেগরি-সি'র অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে কোনো প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন হচ্ছে কিনা তা প্রকল্প চলাকালীন পুরো সময়ে মনিটর করতে হবে।

৬০. ইএসআইএ-কে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ডের (উদাহরণ হিসেবে, বিশ্বব্যাংকেরর সুরক্ষা নীতিমালাসমূহ, আইএফসি কর্মকৃতি মানদণ্ড (IFC Performance Standards), বিশ্বব্যাংক গ্রুপের পরিবেশগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মূল শ্রম মান, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পরিবেশবিষয়ক আইন) সঙ্গে মিল রাখার মাধ্যমে কেএফডব্লুউ উন্নয়ন ব্যাংকের লক্ষ্য হচ্ছে প্যারিস ঘোষণার আলোকে দাতা সংস্থাসমূহের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধানকে উন্নত করা।

৪. পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ

৬১. প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিচালনার সময়, প্রকল্পের এসএইচএস অংশ এবং মিনি-গ্রিড, সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ, বায়োগ্যাস, উন্নতচুলা এবং বায়োগ্যাস ও বায়োমাস গ্যাসিফিকেশনভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পর ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে যত্নবান হওয়া এবং কোনো ধরনের পরিবেশগত ক্ষতি এড়ানোর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিশ্চিত করতে ইডকল এই পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোটি (ইএসএমএফ) প্রণয়ন করেছে।

৪.১ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের প্রভাব নিরূপণ

৬২. বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত আরইআরইডি প্রকল্পের বর্তমান ইএসএমএফ এর অধীনে নিম্নোক্ত প্রধান পদক্ষেপগুলো গৃহীত হয়েছে :

- পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইডকল বর্তমান বিশেষজ্ঞ ছাড়াও একজন অতিরিক্ত পরিবেশগত বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করেছে। নবনিযুক্ত বিশেষজ্ঞ ২০১৪ সালের ১ মে থেকে কাজে যোগ দেবেন।
- সুরক্ষার জন্য বাধ্যবাধকতাসমূহ (compliance of safeguards) কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে ইডকল সকল ব্যাটারি সরবরাহকারী ও মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি রিসাইক্লেয়ারের জন্য আইএসও ১৪০০১: ২০০৪ (পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা মান) এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১: ২০০৭ (পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা মান) সনদ অর্জন করাকে বাধ্যতামূলক করেছে। বর্তমানে ১৭টি ব্যাটারি সরবরাহকারী ও ৩টি রিসাইক্লিং প্রতিষ্ঠান বাধ্যবাধকতার এই শর্ত পূরণ করেছে।
- আরইআরইডি প্রকল্পের জন্য ইডকল ২০০৫ সালের ১৪ জুন 'ওয়ারেন্টি শেষ হওয়া ব্যাটারি বাতিল করা/ফেলে দেবার নীতিমালা' (Policy Guidelines on Disposal of Warranty Expired Batteries) প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার ভিত্তিতে ইডকল ব্যাটারি নির্মাতা ও সহযোগী সংস্থাগুলোকে (পিও) এ বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে সহায়তা করেছে। এ চুক্তি অনুযায়ী, ব্যাটারির ওয়ারেন্টি শেষ হবার তিন মাস পূর্বে গ্রাহককে এ বিষয়ে সজাগ করে নতুন ব্যাটারি নেবার পরামর্শ দেবার জন্য পিওরা দায়িত্বশীল। গ্রাহকের কাছ থেকে অকেজো ব্যাটারি সংগ্রহ করে তা ব্যাটারি নির্মাতার আঞ্চলিক কেন্দ্রে নিরাপদে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পিও'র প্রতিনিধির। আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে ব্যাটারিগুলোকে পরিবেশবান্ধবভাবে রিসাইকেল করার স্থানে নিয়ে যাবার জন্য দায়িত্ব হচ্ছে ব্যাটারি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের। ব্যাটারি বাতিল বা ফেলে দেবার বিষয়টি পিওদের সঙ্গে কার্য পরিচালনার মাসিক সভায় আলোচিত হয়েছে। সংযোজনী-৭ এ চুক্তির কপি সংযুক্ত করা হয়েছে। ওয়ারেন্টি ফুরিয়ে যাওয়া ব্যাটারি যথাযথভাবে সংগ্রহ করা নিশ্চিত করতে ইডকল যে ছকটি তৈরি করেছে তা সংযোজনী-৬ এ সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, ব্যবহৃত ব্যাটারি কিনে নেয়া বিষয়ক যে চুক্তিটি পিও এবং গ্রাহকের মধ্যে স্বাক্ষরিত হবে, তাতে ইডকল একটি নতুন ধারা যুক্ত করেছে। এই ধারা অনুযায়ী, গ্রাহক মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্যাটারি কখনওই অন্য কারো কাছে বিক্রি করবে না এবং সেটি কেবলমাত্র ইডকলের কোনো পিও বা ব্যাটারি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের কাছে ফেরত দিতে হবে।
- ব্যাটারি রিসাইক্লিংয়ে নিয়োজিত ৩টি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাবিষয়ক (EHS) বাধ্যবাধকতাগুলোকে ইডকল ষাণ্মাসিকভিত্তিতে মনিটর করে থাকে।
- ব্যাটারি নির্মাতা ও রিসাইক্লিং প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার (ইএইচএস) গুরুত্ব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ইডকল ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।
- ব্যাটারি সরবরাহকারী ও রিসাইক্লিং প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ইডকল ত্রৈমাসিকভিত্তিতে সভা আয়োজন করে থাকে, যেখানে তাদেরকে ইএইচএস বাধ্যবাধকতাবিষয়ক প্রতিবেদন জমা দিতে হয়ে।

৬৩. ব্যবহৃত ব্যাটারি কিভাবে রিসাইকেল করা হচ্ছে তার বিবরণসহ, ইএসএমএফ বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার বিস্তারিত পর্যালোচনাটি সংযোজনী-২১ এ দেখা যাবে।

৫. পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব

৫.১ অনুমিত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব

৬৪. প্রকল্পটি যেসব বিষয়ে সহায়তা প্রদান করবে : (১) নবায়নযোগ্য শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুতে গ্রামাঞ্চলের অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে; (২) রান্নার জন্য বিপুল পরিমাণে জ্বালানি সাশ্রয়ী চুলা ও শক্তি বিতরণে; (৩) বিদ্যুৎ খাতে কারিগরি এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়নে। সোলার হোম সিস্টেমস (এসএইচএস) এর ক্ষেত্রে, কার্যপরিচালনা পর্যায়ে (operation phase) সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO2) এবং অন্যান্য গ্যাসীয় বস্তু নির্গমনের একটি বিষয় রয়েছে। এছাড়াও, ব্যাটারি তৈরি ও তা রিসাইকেল করার সময় যথেষ্ট পরিমাণে লেড অক্সাইড (PbO), হাইড্রোজেন সালফাইড (H2S) প্রভৃতি গ্যাসীয় বস্তু নির্গমনের বিষয় রয়েছে। মিনি-গ্রিড প্রকল্পে ব্যবহৃত ব্যাটারির জন্য কোনো রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন না থাকাতে (maintenance-free battery), কার্যপরিচালনা পর্যায়ে (operation phase) কোনো বায়ু দূষণ ঘটে না। কিন্তু এসব ব্যাটারি রিসাইকেল করার সময় দূষণের ঝুঁকি রয়েছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ পিভি প্যানেল যথাযথভাবে বাতিল করা বা ফেলে দেয়া নিশ্চিত করার বিষয়টি পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার (EHS) গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এই পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোটি (ইএসএমএফ) প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট প্রধান কয়েকটি পরিবেশগত প্রভাবকে চিহ্নিত করেছে, যা নিচে তুলে ধরা হলো :

- পিভি মডিউল তৈরিতে সাধারণত ব্যবহৃত রাসায়নিকসমূহ হলো অ্যালুমিনিয়াম, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সিলিকন, ফসফাইন প্রভৃতি। সৌরশক্তি প্রযুক্তি ব্যবস্থায় ব্যবহৃত উপকরণসমূহ এ কাজে নিয়োজিত কর্মী ও এসব উপকরণের সংশ্রবে আসা মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। ফটোভোলটাইক মডিউল ও এর আনুষঙ্গিক অংশসমূহ নির্মাণে নিযুক্ত কর্মীদের এসব উপকরণের সংশ্রবে আসা থেকে নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে এবং এসব প্যানেলের কর্মদক্ষতা ফুরিয়ে যাবার পর সেগুলোকে ফেলে দেয়া/বাতিল করার সময় যথাযথ ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজন রয়েছে।
- এসএইচএস অথবা মিনি-গ্রিড/মাইক্রো-গ্রিডগুলো প্রধানত সোলার মডিউল এবং স্টোরেজ ব্যাটারি (storage battery) নিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। যথাযথ সতর্কতা ছাড়া লেড এসিডযুক্ত এসব ব্যাটারি ফেলে দেয়া বা রিসাইকেল করার সময় মাটি ও জলাশয় লেড এসিড দ্বারা দূষিত হতে পারে। চুঁইয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লেড সালফেট ভূগর্ভস্থ পানিকে দূষিত করতে এবং পরে খাদ্যবস্তুর মাধ্যমে মানব শরীরে প্রবেশ করতে পারে। দু'ভাবে, শ্বাসপ্রশ্বাস বা গলাধঃকরণের মাধ্যমে, লেড মানব শরীরে প্রবেশ করতে পারে। লেড সালফেটের গুড়া শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এ ধরনের খুব সূক্ষ্ম গুড়া ফুসফুসে প্রবেশ করে রক্তপ্রবাহে মিশে যেতে পারে। এছাড়াও, লেডের বিষাক্ত ধোঁয়া গিলে ফেলা কর্মরত শ্রমিকদের জন্য একটি আশু ঝুঁকি।
- দীর্ঘস্থায়ীভাবে লেডের দূষণের মধ্যে থাকার ফলে স্নায়ুতন্ত্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় মাথাধরা, ঝিঁমুনি, খিটখিটেভাব, স্মৃতিভ্রংশতা এবং ঘুমে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। খাদ্য হজমে অসুবিধা ঘটানো, বমির ভাব, বমি আসা, কৌষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামন্দা এবং পেটে ব্যথা হতে পারে এ থেকে। রক্ত তৈরি হবার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে শরীরে রক্তশূন্যতা তৈরি করতে পারে লেড। লেড দূষণের মুখে থাকার ফলে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ও মৃত সন্তান প্রসব হতে পারে। পুরুষদের ক্ষেত্রে শুক্রাণূ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হতে পারে।
- লেড-এসিডযুক্ত ব্যাটারি নির্মাণ ও রিসাইকেল করার সময় গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমনের সম্ভাবনা একটি উদ্বেগের বিষয়। সুতরাং, এ ঝুঁকি কমাতে ও সেজন্য ক্ষতিপূরণ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার দরকার আছে।
- বায়োমাসভিত্তিক শক্তি উৎপাদন, অর্থাৎ বায়োমাস বা বায়োমাস থেকে আহরিত শক্তি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে, উপযুক্ত নকশা, নির্মাণ এবং পরিচালন পদ্ধতি অনুসরণ না করাতে বায়ু দূষণ হতে পারে। উন্নতমানের প্রযুক্তির সঙ্গে যথোপযুক্ত পরিচালন পদ্ধতি দূষণ নির্গমনকে অনেক কমিয়ে আনতে পারে।
- অনুপযুক্তভাবে সিএফএল বাতি বাতিল করা/ফেলার মাধ্যমে পারদ দ্বারা দূষণ ঘটা একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। মৌলিক ধাতু পারদ একটি বিষাক্ত উপাদান এবং অতিরিক্ত মাত্রায় এ উপাদানের কাছে উন্মুক্ত হবার ফলে মস্তিষ্ক ও কিডনির (যকৃত) স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। চামড়ার মাধ্যমে শরীরে ধারণ হবার ফলে, পারদীয় উপাদান পায়ু ও পরিপাকতন্ত্রে গুরুতর ধরনের ক্ষতি করতে পারে। পারদের জৈব উপাদান, যেমন মিথাইল পারদ, সর্বাধিক বিষাক্ত আকারের উপাদান হিসেবে বিবেচিত। পারদের এ ধরনের অতি সামান্য জৈব উপাদানে উন্মুক্ত হবার ফলে স্নায়ুতন্ত্রের অতি ভয়ানক ক্ষতি এবং মৃত্যু ঘটতে পারে।
- এ প্রকল্পের অধীনে সরকারি বা ব্যক্তিগত কোনো ধরনের জমি অধিগ্রহণ করা বা সেখান থেকে বসতকারীদের উচ্ছেদ করা অনুমোদিত নয়। আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহ যাচাই করে দেখা হবে এবং পণ্য ও সেবা,

পণ্যের ওয়ারেন্টিবিষয়ক তথ্য, অন্যান্য শর্ত ও নিয়ম বিষয়ে স্বচ্ছভাবে তথ্য দিতে সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত যোগাযোগ প্রক্রিয়া (প্রকল্পের বিগত পর্যায় থেকে যা ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং যা ভালো ফল দিয়েছে বলে মূল্যায়িত হয়েছে) অবলম্বন করা হবে। কোনো বিরূপ সামাজিক প্রভাব প্রত্যাশা করা হচ্ছে না। বাণিজ্যিকভিত্তিতে মূল্য প্রদানে ইচ্ছুক জনজাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে সকল গ্রাহকের কাছে পণ্য ও সেবা লভ্য হবে। প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষকের স্বার্থেই সর্বোচ্চসংখ্যক গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর তাগিদ থাকায়, এ পর্যন্ত কারো প্রতি বৈষম্য করা বা কাউকে বাদ দেবার মতো কোনো ঘটনা জানা যায়নি।

- আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগহীন অবস্থায় বাসকারী সকল গ্রাহকই বিপুলভাবে এ প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছেন।

৫.২ ঝুঁকি হ্রাসকরণের পদক্ষেপসমূহ

৬৫. এই ইএসএমএফ'টির মাধ্যমে সম্ভাব্য পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব চিহ্নিত করা ও তার উপযোগী প্রশমনমূলক পদক্ষেপ নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সংযোজনী-৮ এ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, আর কোনো উপ-প্রকল্প অনুমোদন হবার আগে, মিনি-গ্রিড এবং সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প বিষয়ক উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ একটি পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব যাচাইবাছাই/নিরূপণ প্রয়োজন। বসতবাড়িভিত্তিক ব্যবস্থার (সোলার হোম সিস্টেমস, বায়োমাস, ইত্যাদি) জন্য কোনো পরিবেশগত নিরূপণ প্রয়োজন হবে না। প্রকল্প প্রণয়নের অংশ হিসেবে পরিবেশগত বিশ্লেষণ পরিচালনা করার শর্তটিকে ছাড় দেয়া যেতে পারে। আরইআরইডি-২ এর বিভিন্ন অংশের জন্য ইএসএমএফ'টির অধীনে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবে :

৫.২.১ সোলার হোম সিস্টেমস (এসএইচএস) অংশ

৬৬. এ কর্মসূচির অধীনে ব্যাটারি নির্মাণ ও মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি রিসাইকেল করার ক্ষেত্রে পরিবেশ ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রশ্নগুলো বড় বিষয়। সকল ব্যাটারি সরবরাহকারী ও রিসাইকেলকারীকে আইএসও ১৪০০১: ২০০৪ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১: ২০০৭ সনদধারী হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। এ সনদপ্রাপ্তির বিষয়টি ছাড়াও, নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে ব্যাটারি শিল্পে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা মান (EMS) ও পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা মান (OHS) বজায় রাখতে ইডকলকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নিশ্চিত করতে হয় :

ক. প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের জন্য যথাযথ কাজের পোশাক ও মুখোশের ব্যবস্থা করবে

- ওভারঅল, কাজের বুট এবং ধোয় যায় বা ব্যবহার শেষে ফেলে দেবার মতো টুপি ব্যবহার করা
- ফার্নেস থেকে নির্গত লেডযুক্ত ধোঁয়া থেকে রক্ষাকারী সম্পূর্ণভাবে মুখঢাকা মুখোশ (শুধু নাক ঢাকার মতো সুতির মুখোশ নয়)
- খাওয়া ও ধূমপানের আগে এবং কাজ ছেড়ে যাবার পূর্বে কাজের পোশাক খুলে ফেলা
- কাজের জায়গা এবং পোশাক পাল্টাবার জায়গাকে পৃথক রাখা
- কাজের ও বাইরে যাবার জন্য পৃথক পোশাক দেয়া
- নিয়মিতভাবে কাজের পোশাক ধোয়া

খ. প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাকে উৎসাহিত করবে

- ঠোঁট ও মুখ থেকে হাত দূরে রাখা
- কাজের জায়গায় খাওয়া ও ধূমপান থেকে বিরত থাকা
- জামার আস্তিন দিয়ে মুখ না মোছা
- বিরতিতে যাবার আগে সর্বদা সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত-মুখ ধোয়া
- খাওয়া ও ধূমপানের আগে কুলি করে নেয়া

গ. প্রতিষ্ঠান পরিবেশগত চর্চার উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত ঝুঁকি হ্রাসকারী পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবে

- রিসাইক্লিং কারখানায় ব্যবহৃত ব্যাটারি ও তার বিভিন্ন অংশ মজুদ করার জন্য উপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা রাখা
- ব্যাটারি ও তার বিভিন্ন অংশ খোলার কাজে যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করা
- সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) /ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ($CaCO_3$) ব্যবহার করে ব্যাটারি থেকে অপসারিত এসিড নিষ্ক্রিয় (neutralization) করা
- গলানোর কাজে নিম্নমানের কয়লার পরিবর্তে কম দূষণকারী শক্তি (প্রাকৃতিক গ্যাস, এলপিজি প্রভৃতি) ব্যবহার করা
- রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট থেকে নির্গত দূষিত পানির নিরাপদ অপসারণের ব্যবস্থা করা

৬৭. সকল ব্যাটারি নির্মাতা ও রিসাইকেলকারীকে উৎপাদন ও রিসাইকেল প্রক্রিয়া থেকে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ও গাদ (সালফিউরিক এসিড ও লেড) নিষ্ক্রিয় করার উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেয়া।

৫.২.২ রিমোট এরিয়া পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমস (আরএপিএসএস) অংশ

৬৮. মিনি-গ্রিড/মাইক্রো-গ্রিড প্রকল্পগুলো, যা মূলত গ্রামীণ পথে অবস্থিত, বিদ্যমান যাতায়াতের অধিকারসম্পন্ন জায়গাগুলোতে থাকবে এবং এ বিষয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিতভাবে পরিকল্পনা করা হবে। সুতরাং, গ্রামের ছোট এলাকা নিয়ে গঠিত এই মিনি-গ্রিড পরিবেশের উপর কোনো সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। যাতায়াতের অধিকারসম্পন্ন পথগুলোতে গাছপালা ধ্বংস করা কমাতে সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। সৌর পিভিভিত্তিক মিনি/মাইক্রো-গ্রিড প্রকল্পর ব্যাটারিগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও সেগুলো রাখার জন্য ঘরের প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থাটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় পরিচালনাকারীর দক্ষতা তৈরি করা হবে প্রকল্প থেকে। প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষক দ্বারা একটি পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও তার জন্য ঝুঁকি প্রশমনের উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৬৯. ছোট আকারের বায়ুশক্তি প্রকল্পর ক্ষেত্রে উদ্বেগ দেখা দেয় শব্দদূষণ এবং পাখিদের চলাচলের পথে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি নিয়ে। উইন্ডমিল (windmill) কিছু শব্দ তৈরি করে এবং পাখার গতির সঙ্গে শব্দ বৃদ্ধি পায়। ছোট-আকারের উইন্ডমিলের পরিবেশগত প্রভাব তেমন তাৎপর্যপূর্ণ না থাকার কারণে সম্ভাব্যতা যাচাই ও নকশা প্রণয়নের ধাপেই উইন্ডমিলের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৭০. বায়োমাস ও বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো হবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের (এক মেগাওয়াট ক্ষমতার কম)। এসব প্রকল্প মূলত হবে ক্যাপটিভ ধরনের এবং প্রয়োজনে এর থেকে ছোট আকারের সরবরাহ লাইন স্থাপন করা যাবে। এ প্রকল্পগুলো যদি ঠিকমতো নকশা, নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা না হয়, তবে নিম্নোক্ত প্রধান পরিবেশগত ঝুঁকিগুলো দেখা দিতে পারে :

তরল বর্জ্য নির্গমন, স্থাপনাস্থলে দূষণ, ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান বিষয়ক

- বর্জ্য রাখার জায়গা থেকে মিথেন গ্যাস নির্গমন
- অ্যানোরবিক ডাইজেশন তরল বর্জ্য--প্যাথোজেনস, পার্টিকুলেট ম্যাটার, সিওডি/বিওডি দ্বারা ভূ-উপরস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ
- বায়োগ্যাস জ্বালাবার ফলে সৃষ্ট ডাইঅক্সিনসহ নাইট্রোজেন অক্সাইডস, সালফার অক্সাইডস, পার্টিকুলেটস নির্গমনসহ বিষাক্ত উপাদানের উপস্থিতি
- বর্জ্য জমাবার কারণজনিত প্রভাব : দুর্গন্ধ, দৃষ্টিকটুতা, বাতাসে ওড়া জঞ্জাল, মাছি ও ইঁদুরের উৎপাত

পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা বিষয়ক

- বর্জ্য মজুদ করার ও গ্যাস সংগ্রহ করার সময় মিথেন গ্যাস নির্গমনের কারণে পেশাগত দুর্ঘটনা এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি

৭১. বসতবাড়ি পর্যায়ের ক্ষুদ্র আকারের বায়োমাস ও বায়োগ্যাসভিত্তিক প্রকল্পের জন্য কোনো পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ পরিচালনা করা হবে না। কেবল বাণিজ্যিক প্ল্যান্টের জন্য বিস্তারিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ কাজ পরিচালনা করা হবে এবং অবস্থান-নির্দিষ্ট

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। সাধারণভাবে, বায়োমাস ও বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ঝুঁকি প্রশমন ও ইতিবাচক প্রভাবের উন্নতিকল্পে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে :

- বর্জ্য মজুদের জন্য যথাযথ স্থান নির্ধারণ (ঘন জনবসতি পূর্ণ এলাকা, মানুষের আবাসস্থল, কাজের এলাকা প্রভৃতির বেশি কাছে না রাখার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা)
- বর্জ্য মজুদ করা ও গ্যাস সংগ্রহ করার স্থানের উপযুক্ত নকশা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ
- পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে পালন করতে সম্মত হওয়া অত্যাবশকীয় শর্তসমূহ মেনে চলা নিশ্চিত করতে নিয়মিত মনিটর করা
- স্বাভাবিক পরিচালনা পর্যায়ে প্ল্যান্ট থেকে বায়োগ্যাস নির্গমন হওয়া প্রতিরোধ করতে বা কমাতে ঘন ঘন মনিটর করা
- ক্ষতিকারক সালফিউরাস, সালফিউরিক এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডস সৃষ্টি প্রতিরোধ করার জন্য এবং হাইড্রোজেন সালফাইড এবং অ্যামোনিয়া দূর করতে প্ল্যান্টে কাঁচা বায়োগ্যাসের প্রক্রিয়া করা
- বর্জ্য অপসারণের উপযুক্ত পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন করা (অপরিশোধিত তরল বর্জ্য নিকটস্থ আবাদি জমি ও জলাশয়ে না ফেলা)
- বড় প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা রাখা

৭২. সৌরশক্তিভিত্তিক মিনি-গ্রিড, মাইক্রো-গ্রিড, বায়ুচালিত শক্তি, মিনি-হাইড্রো, বায়োমাস অথবা বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো পরিবেশগত ছাড়পত্র পাবার জন্য পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ বিষয়ে সরকারি কার্যধারা অনুসরণ করবে। প্রকল্প নির্মাণের অনুমোদন পাবার আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা এবং ছাড়পত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে পাঠানো হবে। এজন্য অনুসরণীয় সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়াটি সংযোজনী-৯ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের ছকটিও দেয়া হয়েছে সংযোজনী-১০ এ। এছাড়া, ইডকল পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব বিষয়ে প্রাথমিক নিরূপণটি অনুসরণ করবে।

৭৩. সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্পের জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থপনা পরিকল্পনাসহ পরিবেশগত যাচাই পরিচালনা করা হবে। সেই ব্যবস্থপনা পরিকল্পনানুযায়ী ইডকল পরিবীক্ষণ করবে এবং পরিবেশগত বাধ্যবাধকতাগুলো মেনে চলা নিশ্চিত করবে। সংযোজনী-১৩ তে সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্পের জন্য পরিবেশগত যাচাইয়ের ছকটি সংযুক্ত করা আছে, যা প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষক পূরণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট ইডকল কর্মকর্তা তার সত্যতা নিশ্চিত করবেন।

৫.২.৩ হাউসহোল্ড এনার্জি

৭৪. ইডকল পরিবেশবান্ধব পরিবেশে উন্নতচুলা (ICS) তৈরি নিশ্চিত করবে। বসতবাড়িতে বর্তমানে কাঠ, গাছের ছোট ডাল, পাতা, ফসল আর লতাপাতার অবশিষ্টাংশ, ধানের তুষ, পাটকাঠি, শুকনো গোবরের মতো সনাতনী জ্বালানি ব্যবহৃত হয় রান্নার জন্য। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এ ধরনের ইন্ধন জ্বালাবার পদ্ধতির উন্নতি ঘটিয়ে চুলার দক্ষতা বাড়ানো হবে, যা ছাইজাতীয় গুড়া ও গ্যাসীয় দূষণকারী উপাদানবাহী ধোঁয়া কমাবে। নির্দিষ্টসংখ্যক উন্নতচুলা নির্মাতা প্ল্যান্টের বাধ্যবাধকতা ও দক্ষতা পরিবীক্ষণ করার জন্য ইডকল একজন পরামর্শক নিয়োগ করবে।

৫.২.৪ সিএফএল

৭৫. বাতিল সিএফএল বাতি বিষয়ে উন্নত ও আঞ্চলিক দেশগুলোতে অনুসৃত ভালো চর্চাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে এ ধরনের বাতিল বাতি সংগ্রহ করার একটি জাতীয় নীতিমালা তৈরি করা হবে। সিএফএল বাতির প্যাকেটে নিরাপত্তাবিষয়ক নির্দেশনা প্রদানসহ, নিরাপদ পদ্ধতিতে মেয়াদোত্তীর্ণ বাতি সংগ্রহ করা ও সেগুলোকে ফেলার ব্যবস্থা করা বিষয়ে সচেতনতা তৈরির উদ্যোগও নেয়া হবে। ধ্বংস করা পুরনো অত্যুজ্জ্বল বাতির কাঁচ রিসাইকেল করার উপায়ও সন্ধান করা হবে প্রকল্প থেকে।

৫.৩ প্রকল্পের জেন্ডার ও সামাজিক দিকসমূহ

৭৬. ইডকল জেন্ডার বা নারী-পুরুষ সমতাবিষয়ক নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবে : (১) উপ-প্রকল্পগুলো সাজানো বা পরিকল্পনা করার সময় নারী-পুরুষ সমতা ও সামাজিক বিভিন্ন দিককে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে তুলে ধরতে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া ও সক্ষমতাকে যাচাই করা; (২) প্রকল্পের অধীনস্ত উপ-প্রকল্পের সকল গ্রহীতা এবং উপ-ঋণগ্রহীতাগণ যাতে সকল ধরনের নির্মাণ কাজ, অবকাঠামোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ও সুযোগ পাবার মাত্রা বাড়াবার প্রমাণভিত্তিক জেন্ডার সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্র গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনায় রাখেন তা নিশ্চিত করা; (৩) সরকারি আইন ও বিধিবিধানে বর্ণিত জাতীয় শ্রম মানের মূল প্রতিপাদ্য এবং জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে অঙ্গীকারসমূহের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার বিষয়টির প্রসার ঘটানো; (৪) এসএইচএস কর্মসূচির সামাজিক ও জেন্ডার প্রভাব এবং বৃহত্তর সামাজিক ও জেন্ডার সমতামূলক উপকার অর্জনের লক্ষ্যে নারীবান্ধব হিসেবে চিহ্নিত অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাব্যতা নিরূপণ করা; (৫) জেন্ডার অ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক বা নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপের কাঠামো শীর্ষক যে দলিলটি প্রকল্পের অধীনস্ত উপ-প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা বা নকশা করার ক্ষেত্রে প্রয়োগের নিমিত্তে তৈরি করা হয়েছে এবং যা সংযোজনী-১২ তে সংযুক্ত হয়েছে, সেটির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৭৭. ইডকল তার উপ-ঋণগ্রহীতার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়ে তথ্য বিতরণ করবে : (১) সরকারের 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা', যা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে প্রতিফলিত হয়েছে; (২) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন অ্যান্ড মার্কেট (DFIM) এর আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ক সার্কুলার নম্বর ২, যা অনুযায়ী ষান্মাসিক ভিত্তিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে জেন্ডার সমতা সংক্রান্ত কর্মকৃতি সূচকগুলোর রিপোর্ট করার প্রয়োজন রয়েছে।

উপজাতি জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন বিষয়ক একটি কাঠামো দলিল অনুসরণ করা হবে। কাঠামো দলিলটি বিস্তারিতভাবে সংযোজনী-২০ তে সংযুক্ত হয়েছে।

৫.৪ সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার মৌলনীতিসমূহ

৭৮. এই ইএসএমএফ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, প্রস্তাবিত কার্যপরিচালনার অধীনে গৃহীত কার্যক্রমগুলো যাতে নিচের বিষয়গুলো নিশ্চিত করে :

- কোনো একক বা সকল প্রকল্পের সম্মিলিত সম্ভাব্য নেতিবাচক পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব এড়ানো বা হ্রাস করা;
- ইতিবাচক পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব বৃদ্ধি করা;
- প্রকল্প পরিচালনার কারণে সৃষ্ট বাড়তি ঝুঁকি থেকে পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকাগুলোকে রক্ষা করা;
- মানবস্বাস্থ্য রক্ষা করা;
- এসএইচএস এ ব্যবহৃত লেড-এসিড ব্যাটারির কারণে সৃষ্ট গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমনের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান;
- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৭ এবং বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা এবং কেএফডব্লুউ'র সুরক্ষা নীতিমালা ও মান সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতাগুলো মেনে চলা নিশ্চিত করা;
- উপ-প্রকল্প নির্মাণ ও পরিচালনার সময় নারী-পুরুষ সমতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা;
- আরইআরইডিপি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল উদ্যোক্তার জন্য শ্রম আইন ২০০৬ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (যেটি প্রযোজ্য) প্রয়োজনীয় বাধ্যবাধকতাগুলো মেনে চলা নিশ্চিত করা;
- উপ-প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমে দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

৭৯. ইএসএমএফ এবং পরিবেশগত প্রভাবের আলোকে, প্রকল্পটি নিম্নলিখিত মৌলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে :

ক. সামাজিক বিষয়

৮০. **অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসন** (involuntary resettlement): অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসনের কারণ ঘটাবে, ইডকল এমন কোনো ভূমি অধিগ্রহণকে অনুমোদন করবে না। উপ-প্রকল্পের জন্য কোনো ধরনের সরকারি জমি ব্যবহার করা যাবে না। কেনার মাধ্যমে বা ইজারার ভিত্তিতে প্রাপ্ত জমির ক্ষেত্রে সেখানে বসতকারী কোনো সামাজিক গোষ্ঠী বা ব্যক্তি অর্থনৈতিক বা শারীরিকভাবে যাতে স্থানচ্যুতির শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করতে যাচাই করে দেখা হবে। কোনো বিতর্কিত ব্যক্তিগত জমি বা কোনোভাবে দখলকৃত

(অবৈধ বসতকারী ও মালিকানার সত্তাহীন) ভূমি এ প্রকল্পে ব্যবহার করা যাবে না। বলা দরকার যে, এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা গোলযোগ গ্রামাঞ্চলে খুব বিরল ঘটনা। অনিচ্ছামূলক পুর্নবাসনের ঘটনা এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিষয়টি যাচাই করতে সামাজিক বাধ্যবাধকতা বিষয়ে একটি সুগঠিত প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হবে (সংযোজনী-২)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বেসরকারি মালিক (এনজিও বা অন্য কোনো সহযোগী সংস্থা) তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধন হিসেবে ভূমির মূল্যকে দেখিয়েছেন। মিনি-গ্রিডের জন্য জমি ক্রয়সহ বর্তমান প্রকল্পের সকল অংশের জন্য একই পন্থা অনুসরণ করা হবে।

৮১. **উপজাতি জনগোষ্ঠী:** প্রকল্প আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় সুবিধাসমূহ সম্প্রসারণ করতে পারে। এসব সুবিধাদি/সেবাসমূহ/পণ্যাদি একেবারেই স্বেচ্ছায় কিনতে ইচ্ছুক গ্রাহকদের (আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ) জন্য লভ্য হবে। মিনি-গ্রিডের ক্ষেত্রেও বিগত পরীক্ষামূলক উপ-প্রকল্পের মতো, বিদ্যুৎ সংযোগ পুরোপুরি বাণিজ্যিকভিত্তিতে প্রদান করা হবে। রান্নার চুলার ক্ষেত্রে গ্রাহকদেরকে (আদিবাসী হোক বা না হোক) তা স্বেচ্ছায় কিনতে হবে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব অনুমিত হয়নি। এসএইচএসগুলোও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায়, আদিবাসীদের ভাষায় পণ্যটির রক্ষণাবেক্ষণ, সুবিধাটির যথাযথ ব্যবহার বিষয়ে পরামর্শ দিতে দক্ষ সহযোগী সংস্থাগুলোর (পিও) মাধ্যমে স্থাপিত হয়েছে। পিওরা টিপিএফ অনুসরণ করবে এবং যথাযথভাবে যাচাই প্রক্রিয়া শেষে উপরে অন্তর্ভুক্ত/বর্ণিত টিপিপি তৈরি ও বাস্তবায়ন করবে।

৮২. **সামাজিক নিরীক্ষা:** ভূমি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উপর জোর দেয়া সহ বার্ষিকভিত্তিতে সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক বাধ্যবাধকতা যাচাই ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি তৃতীয় পক্ষীয় মনিটরিং প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হবে। এ ব্যবস্থাটিকে বার্ষিক নিরীক্ষার সাথে যুক্ত করা যেতে পারে।

৮৩. **নারী-পুরুষ সমতা বা জেন্ডার বিষয় উন্নয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি:** ইডকল সামাজিক সুরক্ষা, কাঙ্ক্ষিতভাবে নারী-পুরুষ সমতা সম্পর্ক বিষয়ে, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যা কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে আরো সন্তোষজনকভাবে নারী-পুরুষ সমতা সম্পর্ককে মোকাবেলা করতে সহায়তা করবে।

খ. পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তাবিষয়ক দিকসমূহ

৮৪. **নতুন ব্যাটারি সরবরাহকারী নির্বাচন :** ইতোমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে যে, লেড এসিড ব্যাটারি তৈরির সাথে পরিবেশগত এবং স্বাস্থা নিরাপত্তার উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব জড়িত আছে। সুতরাং, ব্যাটারি নির্মাতা ও মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারির রিসাইকেলকারী প্রতিষ্ঠানকে আইএসও ১৪০০১: ২০০৪ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১: ২০০৭ সনদধারী হওয়ার প্রয়োজন হবে ইডকলের জন্য। ব্যাটারি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্ত হবার বিস্তারিত শর্তসমূহ সংযোজনী-৩ এ দেয়া হয়েছে, যেখানে স্থানীয় ও আমদানিকারক ব্যাটারি সরবরাহকারীদের জন্য প্রযোজ্য শর্তসমূহও বর্ণিত আছে।

৮৫. **নতুন পিভি প্যানেল সরবরাহকারী নির্বাচন :** আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, পিভি প্যানেল, বিশেষ করে পিভি সেল নির্মাণের সাথে পরিবেশগত এবং স্বাস্থা নিরাপত্তার উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব জড়িত আছে। সুতরাং, ইডকলের জন্য পিভি প্যানেল নির্মাতাকারী প্রতিষ্ঠানকে আইএসও ১৪০০১: ২০০৪ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১: ২০০৭ সনদধারী হওয়ার প্রয়োজন হবে। পিভি প্যানেল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্ত হবার বিস্তারিত শর্তসমূহ সংযোজনী-৪ এ দেয়া হয়েছে, যেখানে স্থানীয় ও আমদানিকারক পিভি প্যানেল সরবরাহকারীদের জন্য প্রযোজ্য শর্তসমূহ আছে। এছাড়াও, দীর্ঘ সময় ব্যবহার উপযোগী এবং কম সময়ে বাতিল হবে না এমন মানসম্পন্ন পিভি প্যানেল পাবার শর্ত নিশ্চিত করতে ইডকল একটি কারিগরি শর্ত তৈরির চেষ্টা করবে।

৮৬. **সিএফএল বাতি বিষয়ে পরিবেশগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তা বিষয়ক পদক্ষেপ :** ইএলআইবি কর্মসূচির (ELIB Program) মাধ্যমে সিএফএল বাতি চালু করার মূল কারণ হচ্ছে শক্তিদক্ষতা অর্জন এবং দূষণ হ্রাস করা। অপর্যাপ্ত ব্যবস্থপনা এবং সচেতনতার ভুলের কারণে সিএফএল বাতি স্বাস্থ্য নিরাপত্তার দিক থেকে গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে পারে, যা তাৎক্ষণিকভাবে দূর করতে নিচের পদক্ষেপগুলো নেয়া দরকার :

- **সিএফএল বাতির ব্যবস্থাপনা নীতি**

৮৭. যথাযথ পরিবেশগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তা বিষয়ক পদক্ষেপগুলো নিশ্চিত করতে একটি জাতীয় সিএফএল বাতি ব্যবস্থাপনা নীতি থাকতে হবে, যা স্পষ্টভাবে কার্যপরিচালনা পর্যায়ে সিএফএল বাতির ব্যবস্থপনা, অকেজো বাতি বাতিল করা এবং সেগুলোকে রিসাইকেল করার (recycling/reuse) বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ বর্ণনা করবে।

- **কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা**

৮৮. সিএফএল বাতি ব্যবস্থাপনা নীতির সুপারিশ এবং নির্দেশনার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাররা কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

৮৯. **যথাযথভাবে পুরনো পিভি প্যানেল বাতিল করার/ফেলার ব্যবস্থা :** ইউরোপিয়ান কমিশন পরিচালিত ২০১১ সালের 'স্টাডি অন দ্য ইমপ্যাক্ট অফ ফটোভোলটাইক প্যানেলস (পিভি প্যানেল)' ('Study on the Impact of Photovoltaic Panels (PV panel)') শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, পিভি প্যানেল থেকে লেড এবং ক্যাডমিয়াম দ্বারা মাটি ও পানি দূষণের সম্ভাব্য ঝুঁকি আছে। এছাড়াও, আছে কাঁচ ও অ্যালুমিনিয়াম নিয়ে ঝুঁকি। সুতরাং, পিভি প্যানেল সঠিকভাবে ফেলার নীতির দরকার জরুরিভাবে। কারণ, সিডর, আয়লা এবং নিয়মিত ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বেশ বড়সংখ্যক প্যানেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায় এবং পরিবেশবান্ধব উপায়ে সেগুলোকে বাতিল করার ব্যবস্থা করা দরকার। এছাড়া, গুণগত মানের কারণে কিছু পিভি প্যানেল ওয়ারেন্টির সময় পর্যন্ত টিকে থাকবে না বলে অনানুষ্ঠানিকভাবে উদ্বেগ বা অভিমত রয়েছে। ফলে, সঠিকভাবে পুরনো বা অকেজো পিভি প্যানেলগুলো বাতিল করা বা ফেলে দেবার পন্থা নির্ধারণের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা দরকার।

৯০. **বিভাগীয় পর্যায়ে ব্যাটারি ভাঙার স্থান :** মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরও লেড এসিড ব্যাটারিতে ব্যবহৃত ইলেকট্রোলাইটের (সালফিউরিক এসিড) ৫০% অব্যবহৃত অবস্থায় থেকে যায়। কিন্তু, বাতিল ব্যাটারি রিসাইকেলের প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত রিসাইক্লেয়ারদের কোনোটিই ইলেকট্রোলাইটসহ ব্যাটারি সংগ্রহ করে না। না করার কারণ হিসেবে তারা ওজন ও আগুনের ঝুঁকির কথা বলেন। সুতরাং, ইলেকট্রোলাইটসহ পুরনো ব্যাটারি সংগ্রহ করে তা বাংলাদেশের সাতটি বিভাগীয় স্থানে ভাঙার ব্যবস্থা করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্মত করাবার উদ্যোগ নিতে হবে।

৯১. **বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে পরিবেশগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তা বিষয়ক পদক্ষেপ :** বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়মাানুযায়ী 'শহরে ১০টি এবং গ্রামে ২৫টি গরুবিশিষ্ট গো-খামার কমলা-ক শ্রেণিভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে এবং যার জন্য পরিবেশগত প্রভাব পরীক্ষার প্রতিবেদনের প্রয়োজন (IEE) হবে। মুরগি খামারের ক্ষেত্রে এ সংখ্যাটি যথাক্রমে ২৫০ এবং ১০০০।' 'কিন্তু শহর এবং গ্রাম এলাকায় যথাক্রমে ১০টি ও ২৫টির বেশি গরুবিশিষ্ট কোনো খামার হলে, তা কমলা-খ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে; যার ফলে এ ধরনের খামারের জন্য বিস্তারিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের প্রয়োজন (EIA) হবে। বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত যেকোনো বায়োগ্যাস প্রকল্পের জন্য, তা যেখানেই অবস্থিত (শহর বা গ্রাম) হোক বা সেখানে যত সংখ্যক গরু/মুরগি ব্যবহৃত হোক না কেন, তার জন্য প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষককর্তৃক পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের প্রয়োজন হবে। পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনটি ইডকলে জমা দিতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদেরকে দেয়া হবে। ইডকলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রকল্প এলাকা সফর করে অবস্থানটির পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব ও সুরক্ষার বিষয়গুলোর যথার্থতা নিরূপণ করবেন এবং সে প্রতিবেদনটিও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদেরকে দেয়া হবে।

৯২. **বায়োগ্যাস এবং বায়োমাসভিত্তিক বিদ্যুত প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তা বিষয়ক পদক্ষেপ :** বায়োগ্যাস এবং বায়োমাসভিত্তিক বিদ্যুত প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়মের পাশাপাশি, ইডকলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রকল্প এলাকা সফর করে অবস্থানটির পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব ও সুরক্ষার বিষয়গুলোর যথার্থতা নিরূপণ করবেন। প্রতিটি নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে যাচাই প্রক্রিয়াকালে যথানিয়মে এ প্রতিবেদনটি প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে জমা দেয়া হবে। কিন্তু পরিচালনা পর্যায়ে হলে, পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণ পরিচালিত হবে।

গ. সক্ষমতা বৃদ্ধি

৯৩. পরিবেশগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তার বুনিয়াদি বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি : ব্যাটারি প্রস্তুতকারী ও রিসাইক্লেয়ার প্রতিষ্ঠানগুলোকে লক্ষ্য রেখে ইডকল ত্রৈমাসিকভিত্তিতে ইএইচএস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির সেশন পরিচালনা করে আসছে। অধিকন্তু, ইডকল বাৎসরিকভাবে

পিওদের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ব্যাটারি প্রস্তুতকারী ও রিসাইক্লেয়ারদের জন্য ইডকল এই ত্রৈমাসিক প্রশিক্ষণটি চালিয়ে যাবে। এ ছাড়া, বুনিয়াদি ইএইচএস বিষয়ে সচেতনতা বিতরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের (ToTs) একটি আলাদা সেশন নেবার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৯৪. **জেন্ডার বা নারী-পুরুষ সমতা উন্নয়ন বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি :** ইডকল সামাজিক সুরক্ষা, অধিকতরভাবে নারী-পুরুষ সমতা সম্পর্ক বিষয়ে, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যা কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে আরো সন্তোষজনকভাবে নারী-পুরুষ সমতা সম্পর্ককে মোকাবেলা করতে সহায়তা করবে।

গ. সমন্বয় কমিটি গঠন করা

৯৫. **পারস্পরিক শক্তিসামর্থ্যকে যুক্ত করা :** স্টেকহোল্ডারদের প্রতিনিধিত্ব সহযোগে একটি সমন্বয় কমিটি গড়া যেতে পারে, যারা সরকার এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নির্মাণ ও রিসাইক্লিংয়ের ক্ষেত্রে পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যনিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আলোচনা করবে।

ঙ. ক্ষতিপূরণ ও ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যবস্থা

৯৬. **ফরমেশন ইউনিটে এয়ার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (এটিপি):** লেড-এসিড ব্যাটারি তৈরির প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2) এবং হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) নির্গত হয়, যার ফলে শ্রমিক ও আশপাশের এলাকার জন্য গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দেয়। এ কারণে ইডকল সকল ব্যাটারি সরবরাহকারীর জন্য বিশেষ করে ফরমেশন ইউনিটের উপযুক্ত নকশাসম্পন্ন এটিপি এবং স্ক্রাবার ফ্যাসিলিটি (scrubber facility) স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার শর্ত প্রদান করেছে। উপরন্তু, সেখানে নিরাপত্তামূলক ধোয়ার ব্যবস্থা এবং চোখ ধোয়ার জরুরি সুবিধা থাকতে হবে।

৯৭. **টু-ট্রি মডেল:** এটা সত্যি যে, বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যনিরাপত্তার উপর আরইআরইডিপি প্রকল্পর কারণে সৃষ্ট সকল ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা করা অসুবিধাজনক। এজন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের একটি ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ ব্যাপারে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হিসেবে 'টু-ট্রি মডেল' একটি উপযুক্ত পন্থা হতে পারে। এই স্কিমের অধীনে প্রতিটি সোলার হোম সিস্টেমের (এসএইচএস) জন্য ক্রেতাকে বিনামূল্যে দুটি গাছ প্রদান করা হবে, যার মধ্যে একটি ফলের গাছ এবং অন্যটি কাঠের গাছ। এ বিষয়ে ইতোমধ্যেই বন অধিদপ্তরসহ একাধিক স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে ইডকলের আলোচনা হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি হতে পারে।

চ. তালিকাভুক্তি বাতিলের শর্ত

৯৮. আইএসও ১৪০০১: ২০০৪ (পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি[২]) এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১: ২০০৭ (পেশাগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি[৩]) তালিকাভুক্তি বাতিলের শর্ত।

৯৯. **সনদ প্রদানকারী সংস্থা :** পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা মান (EMS) এবং পেশাগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তা মান (OHSAS) যথাযতভাবে বাস্তবায়নের উপর বাড়তি নজরদারি নিশ্চিত করতে ইডকল আইএসও ১৪০০১ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১ সনদ অর্জনের শর্ত আরোপ করেছে। সনদপ্রদানকারী সংস্থার কাছ থেকে পর্যাপ্ত সাড়া পাওয়া না গেলে, সংযোজনী-৫ এ যেভাবে উল্লেখিত হয়েছে, সে অনুযায়ী ইডকল সনদ প্রদানকারী সংস্থাকে প্রথমে অস্থায়ী এবং পরে স্থায়ীভাবে তালিকাভুক্তি থেকে বাদ দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

[২] আইএসও ১৪০০১: ২০০৪ একটি প্রতিষ্ঠানকে তার জন্য মান্য আইনি ও অন্যান্য শর্তকে বিবেচনায় নিয়ে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা ও বাস্তবায়নের নীতি ও উদ্দেশ্য ঠিক করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলোকে নির্দেশ করে এবং পরিবেশবিষয়ক তথ্যদি প্রদান করে।

[৩] ওএইচএসওএস ১৮০০১: ২০০৭ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থপনার জন্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাবিষয় নিরূপণের ধারাবাহিক পদ্ধতি। কোনো প্রতিষ্ঠানকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা এর উদ্দেশ্য।

১০০. **ব্যাটারি সরবরাহকারী সংস্থাকে তালিকা থেকে বাদ দেয়া :** ব্যাটারি সরবরাহকারী সংস্থা যদি ত্রৈমাসিক ইএইচএস প্রতিবেদন জমা দিতে এবং ইএইচএস বাধ্যবাধকতা বিষয়ক সভায় উপস্থিত হতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদেরকে দু' সপ্তাহের (১৪ দিন) মধ্যে লিখিতভাবে অপারগতার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। কোনো ব্যাটারি সরবরাহকারী এ শর্ত মানতে ব্যর্থ হলে, তাকে অস্থায়ীভাবে নূন্যতম তিন মাসের জন্য ইডকলের সরবরাহকারীর তালিকা থেকে বাদ দেয়া হবে। ব্যাটারি সরবরাহকারীকে যদি ইএইচএস বিষয়ক বাধ্যবাধকতা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় প্রতিপালনে যথেষ্ট পরিমাণে শিথিল দেখা যায়, তার ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে।

১০১. ইডকলের এসএইচএস কর্মসূচির স্থানীয় বা আমদানিকারক নির্বিশেষে সকল ব্যাটারি সরবরাহকারী সংস্থাকে ২০১৬ সালের ৩০ জুনের মধ্যে নিজস্ব ব্যাটারি রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হবে।

ছ. অভিযোগ জানাবার পন্থা

১০২. এ প্রকল্পে কোনো কিছু নিয়ে অসন্তুষ্টি জানাবার জন্য ইডকল একটি পদ্ধতি চালু করেছে। সকল উপ-প্রকল্পের সকল গ্রাহককে ইডকলের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করার ফোন নম্বর দেয়া হয়েছে, যেখানে গ্রাহকদের অভিযোগ শোনার জন্য পুরুষ ও নারী কর্মী নিয়োজিত আছেন। এখানে জানানো সকল অভিযোগ কম্পিউটার ব্যবহৃত পদ্ধতি দ্বারা নথিভুক্ত করা হয়, যা থেকে কোন অভিযোগটির সুরাহা হয়েছে এবং কোনটির বিষয়ে নজর দিতে হবে তা ঠিকমতো জানা যায়। অভিযোগগুলো পরে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসগুলোতে পাঠানো হয়। এই পর্যায়ে অভিযোগটির কোনো সমাধান না হলে, সেটিকে প্রকল্প মালিকের কাছে তুলে ধরা হয় অপারেশনাল কমিটির মাসিক সভায়, যেখানে প্রকল্প মালিকদের সকল জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদেরকে হাজির থাকতে হয়। এই পর্যায়েও সুরাহা হয়নি এমন বিরল ক্ষেত্রে, গ্রাহক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

জ. নতুন প্রকল্প উৎসাহিতকরণ

১০৩. প্রকল্পের চলতি অংশগুলোর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবগুলোর ভিত্তিতে এই সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ইএসএমএফ'টি বিন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং শক্তিদক্ষ প্রকল্পের ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রবণতার কারণে, নতুন কোনো প্রকল্প বা প্রকল্প অংশের প্রসারের ক্ষেত্রে, ইডকল এর একটি স্বাধীন পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তা (ইএইচএস) প্রভাব নিরূপণ বিষয়ক ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ থাকা দরকার। তা করা হলে, সেটা ইডকলকে ইএইচএস সংক্রান্ত বিষয়াদিকে আরো দক্ষভাবে মোকাবেলা করতে এবং ব্র্যান্ড ইমেজ বাড়াতেও বহুলাংশে সহায়তা করবে। এ সূত্রে সংযোজনী-১১ তে দেয়া নীতিমালাটি ইডকল অনুসরণ করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

ঝ. তথ্যে অভিগমত্য

১০৪. পিও (এনজিও), ব্যাটারি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, নবায়নযোগ্য প্রযুক্তির বর্তমান ও সম্ভাব্য ব্যবহারকারী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ইডকল সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ইএসএমএফ'টি তৈরি করেছে। ইএসএমএফ'টি ইডকল ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরন্তু, ইএসএমএফ'টির বাংলা ও ইংরেজি সারসংক্ষেপও থাকবে এবং তা ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

৬. ইএসএমএফ বাস্তবায়নের মনিটরিং ও রিপোর্টিং

১০৫. বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সুরক্ষামূলক বাধ্যবাধকতাগুলো পূরণের মাধ্যমে ইডকল পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ইডকল নিজস্ব কার্যপরিচালনায় পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার জন্য একটি স্বাধীন পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা ইউনিট (ইএসএমইউ) প্রতিষ্ঠা করেছে। ইডকল এরমধ্যেই একজন সার্বক্ষণিক পরিবেশ বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ দান করেছে।

১০৬. **ব্যাটারি নির্মাতা ও রিসাইক্লেয়ারদের মনিটর করা :** ইএসএমএফ এর বাধ্যবাধকতাগুলো মেনে চলা যাচাই করার জন্য ইডকল ষান্মাসিকভাবে তালিকাভুক্ত সকল রিসাইক্লিং প্ল্যান্টকে মনিটর করবে। ইডকল প্রতি মাসে অন্তত দুটি ব্যাটারি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের দুটি ব্যাটারি তৈরির প্ল্যান্টে ইএসএমএফ এর বাধ্যবাধকতাগুলো অনুসরণ করা যাচাই করার জন্য মনিটর করবে।

১০৭. **সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ প্রকল্পে পরিবেশগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তা মনিটর করা :** ইডকল ষান্মাসিকভাবে অন্তত তিনটি চালু সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ প্রকল্পে ইএসএমএফ এর বাধ্যবাধকতাগুলোর বাস্তবায়ন মনিটর করবে। কিন্তু নতুন সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ প্রকল্পের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ইডকল কর্মকতা প্রকল্পর স্থানটি পরিদর্শন করে মৌলিক পরিবেশগত ও সামাজিক দিক থেকে স্থানটি সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা দেখবেন এবং তা প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষকের প্রস্তুত করা ইএইচএস স্ক্রীনিং প্রতিবেদনের সঙ্গে যুক্ত করে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কাছে জমা দেবেন।

১০৮. **সোলার মিনি-গ্রিড প্রকল্পে পরিবেশগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তা মনিটর করা :** ইডকল ষান্মাসিকভাবে অন্তত দুটি চালু বা নির্মাণাধীন সোলার মিনি-গ্রিড প্রকল্পে ইএমপি এবং পরিবেশগত ও সামাজিক বাধ্যবাধকতাগুলোর বাস্তবায়ন মনিটর করবে। কিন্তু নতুন মিনি-গ্রিড প্রকল্পের ক্ষেত্রে, ইডকল প্রকল্পর স্থানটি পরিদর্শন করে মৌলিক পরিবেশগত ও সামাজিক দিক থেকে স্থানটি সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করে দেখবে এবং তা প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষকের প্রস্তুত করা ইআইএ প্রতিবেদনের সঙ্গে যুক্ত করে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কাছে জমা দেবে।

১০৯. **পিওদের পরিবেশগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তা মনিটর করা :** ইডকল ত্রৈমাসিকভাবে দুটি পৃথক পিও'র অন্তত দুটি শাখা অফিসে লেড-এসিড ব্যাটারি ও অন্যান্য বিষয়সহ পরিবেশগত ও সামাজিক বাধ্যবাধকতাগুলোর বাস্তবায়ন মনিটর করবে।

১১০. **নতুন ব্যাটারি বিতরণ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্যাটারি সংগ্রহ মনিটর করা :** ইডকল নতুন ব্যাটারি বিতরণ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্যাটারির সংগ্রহ মনিটর করা জোরদার করবে। নতুন ব্যাটারি বিতরণ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্যাটারি সংগ্রহ করা মনিটর করতে ইডকল তার সোলার ইন্সপেক্টরকে দায়িত্ব দেবে। ইন্সপেক্টররা মাসিক পরিদর্শন প্রতিবেদনে নতুন ব্যাটারি বিতরণ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্যাটারি সংগ্রহ করার চিত্রটি তুলে ধরবেন। ইডকল ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে নতুন ব্যাটারি বিতরণ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্যাটারি সংগ্রহ করা বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দেবে।

১১১. **ভূমি ক্রয় মনিটর করা :** ইডকল নিয়মিতভাবে ভূমি ক্রয় প্রক্রিয়া এবং জমি থেকে কাউকে স্থানচ্যুত করা এড়ানোর পদ্ধতি প্রয়োগের বিষয়টি মনিটর করবে। এ বিষয়ে ইডকলের কর্মকর্তা সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ এবং মিনি-গ্রিড প্রকল্পের স্থান পরিদর্শন করবেন এবং পুরুষ ও নারী দলের সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করবেন। এছাড়াও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, তাকে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিদের ও সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে জমি নিয়ে কোনো বিবাদ না থাকা, জমির মূল্য এবং নারীদের উপর প্রভাব প্রভৃতি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে।

১১২. **উন্নতচুলা (আইসিএস) তৈরির প্ল্যান্ট মনিটর করা :** ইডকল ষান্মাসিকভাবে অন্তত তিনটি চালু উন্নতচুলা (আইসিএস) তৈরির প্ল্যান্টে মৌলিক পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তা বিষয়ক বাধ্যবাধকতাগুলোর বাস্তবায়ন মনিটর করবে।

১১৩. **বাণিজ্যিক বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট মনিটর করা :** ইডকল ষান্মাসিকভাবে অন্তত দুটি চালু বা নির্মাণাধীন বাণিজ্যিক বায়োগ্যাস প্রকল্পে ইএমপি এবং পরিবেশগত ও সামাজিক বাধ্যবাধকতাগুলোর বাস্তবায়ন মনিটর করবে। কিন্তু নতুন বাণিজ্যিক বায়োগ্যাস প্রকল্পের ক্ষেত্রে (যেখানে বায়োগ্যাস রান্নার জন্য ব্যবহার হয়), ইডকল প্রকল্পর স্থানটি পরিদর্শন করে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার দিক থেকে স্থানটি সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করে দেখবে।

১১৪. বায়োগ্যাস ও বায়োমাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প মনিটর করা : ইডকল ষান্মাসিকভাবে অন্তত দুটি চালু বা নির্মাণাধীন বায়োগ্যাস ও বায়োমাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে ইএমপি এবং প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত ও সামাজিক বাধ্যবাধকতাগুলোর বাস্তবায়ন মনিটর করবে। কিন্তু নতুন বায়োগ্যাস ও বায়োমাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে, ইডকল প্রকল্পর স্থানটি পরিদর্শন করে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার দিক থেকে স্থানটি সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করে দেখবে।

১১৫. ইডকল কর্তৃক রিপোর্ট প্রদান : ইডকল কর্তৃক মনিটর করা ও প্রতিবেদন দেবার সময়সূচি ও সেই প্রতিবেদন কিভাবে প্রকাশ করা হবে তা নিচের সারণি-০২ এ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি-০২ : আরইআরইডিপি প্রকল্পের অধীনে ইডকলের মনিটরিং ও রিপোর্টিং এর সময়সূচি

ক্রমিক	প্রকল্পের অংশ	মনিটরিং ও রিপোর্টিংয়ের বিষয়	কত দিন পর পর মনিটরিং করা হবে	প্রতিবেদনের সময়সূচি	প্রকাশ করার পন্থা
০১	সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস)	ইডকল এর তালিকাভুক্ত সকল ব্যাটারি রিসাইক্লিং প্ল্যান্টের জন্য পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তা (ইএইচএস) বিষয়ক বাধ্যবাধকতা এবং ইএসএমএফ বাস্তবায়নের কার্যকারিতা	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে	**ষান্মাসিক** প্রতিবেদন	ইডকল ওয়েবসাইট
		ইডকলের তালিকাভুক্ত সকল ব্যাটারি সরবরাহকারীর জন্য পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তা (ইএইচএস) বিষয়ক বাধ্যবাধকতা এবং ইএসএমএফ বাস্তবায়নের কার্যকারিতা	**মাসিক** ভিত্তিতে (প্রতি মাসে দুটি সরবরাহকারীর প্ল্যান্ট)	**ত্রৈমাসিক** প্রতিবেদন, মাসিক মনিটরিং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে	ইডকল ওয়েবসাইট
		পিও'দের লেড-এসিড ব্যাটারি, পিভি প্যানেল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণ মজুদ, সংগ্রহ এবং বিতরণকালে বিশেষ যত্নবান হওয়াসহ পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার (ইএইচএস) মৌলিক বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নের কার্যকারিতা	**ত্রৈমাসিক** ভিত্তিতে (অন্তত পক্ষে তিনটি পৃথক পিও'র দুটি শাখা অফিস)	**ত্রৈমাসিক** (নূন্যতমভাবে তিনটি পৃথক পিও'র দুটি শাখা অফিস)	ইডকল ওয়েবসাইট
		মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্যাটারি সংগ্রহ এবং নতুন ব্যাটারি বিতরণ	**ত্রৈমাসিক** ভিত্তিতে (পিও এবং ব্যাটারি রিসাইক্লেয়ারদের কাছ থেকে মাসিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সংকলিত করা)	**ত্রৈমাসিক** ভিত্তিতে	ইডকল ওয়েবসাইট
		ব্যাটারি রিসাইক্লেয়ার ও প্রস্তুতকারকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাদের পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তা (ইএইচএস) বাধ্যবাধকতা মেনে চলার অবস্থা যাচাই করার জন্য ইডকল এ ত্রৈমাসিক সভা।	**ত্রৈমাসিক** ভিত্তিতে (সকল রিসাইক্লেয়ার ও সরবরাহকারী ত্রৈমাসিক সভায় উপস্থিত থাকবে, বাধ্যবাধকতার প্রতিবেদন জমা দেবে, ফলাফল	**ত্রৈমাসিক** (রিসাইক্লেয়ার ও সরবরাহকারীদের জমা দেয়া প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ত্রৈমাসিক সভার ফলাফল)	ইডকল ওয়েবসাইট

সারণি-০২ : আরইআরইডিপি প্রকল্পের অধীনে ইডকলের মনিটরিং ও রিপোর্টিং এর সময়সূচি					
ক্রমিক	প্রকল্পের অংশ	মনিটরিং ও রিপোর্টিংয়ের বিষয়	কত দিন পর পর মনিটরিং করা হবে	প্রতিবেদনের সময়সূচি	প্রকাশ করার পন্থা
			জানাবে, ইডকল সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উপস্থাপনা তৈরি করবে)		
০২	সৌরবিদ্যুত চালিত সেচ	নির্মাণাধীন বা কার্যপরিচালনাধীন সৌরবিদ্যুত চালিত সেচ প্রকল্পর পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতা যাচাই	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে (অন্তত পক্ষে প্রতি ছয় মাসে তিনটি সক্রিয় প্রকল্প)	**ষান্মাসিক** ভাবে (মনিটরিংয়ের ভিত্তিতে)	ইডকল ওয়েবসাইট
		পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতার বিবেচনায় প্রতিটি নির্মিতব্য সৌরবিদ্যুত চালিত সেচ প্রকল্পর স্থানের যথার্থতা যাচাই	**একবার**, প্রতিটি প্রকল্পর যাচাই প্রক্রিয়াকালে	**একবার**, প্রতিটি প্রকল্পর যাচাই প্রক্রিয়াকালে	সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারকে ই-মেইল
০৩	মিনি-গ্রিড	নির্মাণাধীন বা কার্যপরিচালনাধীন সৌরবিদ্যুত চালিত মিনি-গ্রিড প্রকল্পর ইএমপিসহ পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতা যাচাই	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে (অন্তত পক্ষে প্রতি ছয় মাসে দুটি সক্রিয় প্রকল্প)	**ষান্মাসিক** ভাবে (মনিটরিংয়ের ভিত্তিতে)	ইডকল ওয়েবসাইট
		পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতার বিবেচনায় প্রতিটি নির্মিতব্য মিনি-গ্রিড প্রকল্পর স্থানের যথার্থতা যাচাই	**একবার**, প্রতিটি প্রকল্পর যাচাই প্রক্রিয়াকালে	**একবার**, প্রতিটি প্রকল্পর যাচাই প্রক্রিয়াকালে	সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারকে ই-মেইল
০৪	উন্নত চুলা (আইসিএস)	আইসিএস তৈরি, কার্যপরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতা	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে (অন্তত পক্ষে তিনটি পিও'র তিনটি আইসিএস তৈরির প্ল্যান্ট)	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে	ইডকল ওয়েবসাইট
০৫	বায়ো-গ্যাস প্রকল্প	নির্মাণাধীন বা কার্যপরিচালনাধীন বাণিজ্যিক বায়োগ্যাস প্রকল্পর ইএমপিসহ পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতা যাচাই	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে (অন্তত পক্ষে প্রতি ছয় মাসে দুটি সক্রিয় প্রকল্প)	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে	ইডকল ওয়েবসাইট
		পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতার বিবেচনায় প্রতিটি নতুন বাণিজ্যিক বায়োগ্যাস প্রকল্পর স্থানের যথার্থতা যাচাই	**একবার**, প্রতিটি প্রকল্পর যাচাই প্রক্রিয়াকালে	**একবার**, প্রতিটি প্রকল্পর যাচাই প্রক্রিয়াকালে	সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারকে ই-মেইল
০৬	বায়ো-গ্যাস ও বায়োমাস ভিত্তিক	কার্যপরিচালনাধীন বাণিজ্যিক বায়োগ্যাস/ বায়োমাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পর ইএমপি বাস্তবায়নসহ পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতা যাচাই	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে (অন্তত পক্ষে প্রতি ছয় মাসে দুটি সক্রিয় প্রকল্প)	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে	ইডকল ওয়েবসাইট

সারণি-০২ : আরইআরইডিপি প্রকল্পের অধীনে ইডকলের মনিটরিং ও রিপোর্টিং এর সময়সূচি					
ক্রমিক	প্রকল্পের অংশ	মনিটরিং ও রিপোর্টিংয়ের বিষয়	কত দিন পর পর মনিটরিং করা হবে	প্রতিবেদনের সময়সূচি	প্রকাশ করার পন্থা
	বিদ্যুৎ প্রকল্প	পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতার বিবেচনায় প্রতিটি নতুন বাণিজ্যিক বায়োগ্যাস প্রকল্পর স্থানের যথার্থতা যাচাই	**একবার**, প্রতিটি প্রকল্পর যাচাই প্রক্রিয়াকালে	**একবার**, প্রতিটি প্রকল্পর যাচাই প্রক্রিয়াকালে	সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারকে ই-মেইল
০৭		ইএসএমএফ বাস্তবায়ন অবস্থার বার্ষিক বিবরণী	**বার্ষিক প্রতিবেদন**	**বার্ষিক**	ইডকল ওয়েবসাইট

সংযোজনী ১ : এডিবি'র র‍্যাপিড এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট চেকলিস্ট

প্রকল্পের শিরোনাম :	
সেক্টর ডিভিশন :	

বাছাইকারী প্রশ্নসমূহ (স্ক্রিনিং কোশ্চেনস)	হ্যাঁ	না	মন্তব্য
ক. প্রকল্প এলাকা প্রকল্প এলাকা কি পরিবেশগতভাবে নিম্নলিখিত সংবেদনশীল কোনো এলাকার নিকটবর্তী বা তার মধ্যে অবস্থিত			
• সাাংস্কৃতিকভাবে ঐতিহ্যবাহী এলাকা			
• সংরক্ষিত এলাকা			
• জলাভূমি			
• শ্বাসমূল বন (ম্যানগ্রোভ)			
• এস্টুরাইন (মোহনা)			
• সংরক্ষিত এলাকা রক্ষার জন্য (নিরাপত্তামূলক) বাফার জোন			
• জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বিশেষ এলাকা			
খ. সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব প্রকল্পটি কি তৈরি করবে ...			
• ঐতিহাসিক/সাংস্কৃতিক সৌধের এবং অন্য এলাকার ক্ষতি/বিলুপ্তি/হানি সাধন?			
• অমূল্য প্রতিবেশসম্পদ দখল (যেমন, সংরক্ষিত বনাঞ্চল অথবা বন্যপ্রাণীর আবাস)?			
• মানুষকে স্থানচ্যুত করা বা অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসন ঘটানো?			
• দরিদ্র, নারী ও শিশু, আদিবাসী জনগোষ্ঠী অথবা অন্যান্য দুর্বল জনগোষ্ঠীর উপর অনুপাতহীন প্রভাব?			
• প্রকল্প বা তার আনুষঙ্গি স্থাপনার কারণে সম্পত্তির মূল্যহ্রাস বা সৌন্দর্যহানি ঘটানো?			
• প্রকল্প নির্মাণ এবং পরিচালনাকালে ভৌত, রাসায়নিক, জীবগত বা বিকিরণজনিত কারণে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা জন্য ঝুঁকি ও ভঙ্গুরতা সৃষ্টি হওয়া?			
• নির্মাণ কাজের কারণে শব্দ ও ধুলি তৈরি হওয়া?			
• নির্মাণ কাজের কারণে স্বল্পস্থায়ী ভূমিক্ষয় এবং কাদামাটি/পলি সৃষ্টি হওয়া?			
• পরিবহন, খালাস, গুদামজাত বা প্রক্রিয়াজাত করার সময় কয়লা থেকে ক্ষণস্থায়ী গুড়া এবং গুদাম থেকে দূষিত অবশেষ ছড়াবে?			
• তেল গড়িয়ে গিয়ে জমিন, ভূউপরিস্থ বা ভূগর্ভস্থ পানি দূষিত হবার ঝুঁকি আছে?			
• বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনায় গ্যাস পাইপ লাইন পরিচালনা এবং গ্যাস মজুদ করা থেকে ঝুঁকি?			
• শীতলকরণ প্রক্রিয়ার জন্য পানি আহরণের ফলে ভাটির দিকে			

বয়ে যাওয়া পানি প্রবাহে কোনো পরিবর্তন?			
• বয়লার ফিড থেকে নির্গত বর্জ্য পানি প্রক্রিয়াজাত, কুলিং টাওয়ারের পানি, বয়লার অকেজো হওয়া বা ধোয়ার পানি, এবং অ্যাশ পন্ড থেকে নির্গত তরল বর্জ্য দিয়ে জলাশয় ও জলীয় প্রতিবেশের দূষণ?			
• জ্বালানি গ্যাস নির্গত হয়ে বায়ুমণ্ডলের দূষণ?			
• আবর্জনা ফেলার ভাগাড়ে কঠিন বর্জ্য ফেলার কারণে জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঝুঁকি?			
• প্রকল্প নির্মাণ ও পরিচালনাকালে বিপুলসংখ্যক জনসমাগমের কারণে সামাজিক অবকাঠামো ও সেবার উপর (যেমন, পানি সরবরাহ, পয়োনিষ্কাশন) অতিরিক্ত চাপ পড়া?			
• অন্য অঞ্চল বা দেশ থেকে শ্রমিক ভাড়া করে আনার ফলে সামাজিক সংঘাত/সমস্যা সৃষ্টি?			
• প্রকল্প নির্মাণ ও পরিচালনাকালে বিস্ফোরক, শক্তি এবং অন্যান্য রাসায়নিক বস্তু পরিবহন, গুদামজাতকরণ এবং ব্যবহার এবং/অথবা ফেলার কারণে মানুষের নিরাপত্তা ঝুঁকিগ্রস্ত হয়?			
• প্রকল্প নির্মাণ ও পরিচালনাকালে দুর্ঘটনা এবং প্রাকৃতিক ঝুঁকি, বিশেষত যেখানে প্রকল্পের অবকাঠামোগত উপাদান বা অংশ (উদাহরণ, অ্যাশ পন্ড) মানুষের প্রবেশ সুযোগের মধ্যে আছে বা যেখানে প্রবেশ করতে না পারার জন্য মানুষের ক্ষতি হতে পারে, তার জন্য অধিবাসীদের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়ে?			

জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি বিষয়ক প্রশ্নাবলি নিচের প্রশ্নগুলো পরিবেশগত শ্রেণিভুক্ত নয়। সম্ভাব্য জলবায়ু ও দুর্যোগ ঝুঁকিগুলোকে চেনার জন্য এই চেকলিস্টে এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণ।	**হ্যাঁ**	**না**	**মন্তব্য**
• প্রকল্পর স্থানটি কি ভূমিকম্প, বন্যা, ভূমিধস, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি বা আগ্নেয়গিরি উদ্গিরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো ঝুঁকির শিকার হতে পারে?			
• প্রকল্পর জীবনকালে বৃষ্টি-তুষারপাত-শিলাবৃষ্টি, উষ্ণতা, লবণাক্ততা বা অন্য কোনো প্রকট ধরনের বিরূপতা কি প্রকল্পটির স্থায়ীত্ব বা ব্যয়ের উপর প্রভাব ফেলতে পারে?			
• প্রকল্পর স্থানটিতে কি জনসংখ্যাগত অথবা আর্থ-সামাজিক কোনো বিষয় আছে, যা ইতোমধ্যেই ভঙ্গুর (উদাহরণ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য, গ্রাম থেকে শহরে চলে যাবার প্রবণতা, অবৈধ বসতি, সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠীর বাস, নারী ও শিশু)?			
• প্রকল্পটি আশপাশের এলাকার জলবায়ুগত বা দুর্যোগ সংক্রান্ত ভঙ্গুরতাকে বৃদ্ধি করতে পারে (উদাহরণ, এমন স্থানে যান চলাচল বা আবাসিক স্থাপনার সংখ্যা বাড়িয়ে, যা অনেক বেশি বন্যাপ্রবণ হয়ে উঠবে, ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় বসত স্থাপনকে উৎসাহিত করা)?			

সংযোজনী ২ : (বিশ্বব্যাংকের) সামাজিক বাধ্যবাধকতাগুলো সংক্রান্ত বাছাইকারী বিষয়

ক. অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসন বিষয়ক

- প্রকল্পর জন্য কোনো ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হবে কি?
- ভূমির ধরন (সরকারি, ব্যক্তিগত বা ইজারা নেয়া)
- স্থানটির উপর বর্তমানে কোনো বসতি আছে কি?
- স্থানটি নিয়ে কোনো মামলা সংক্রান্ত বিষয় আছে কি?
- এলাকায় প্রকল্পর স্থানটির সাথে সাধারণ জীবন-জীবিকার কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কি?
- প্রকল্পটির জন্য কোনো ব্যক্তির/বসতবাড়ির/কমিউনিটির ভৌত বা অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতির ঘটনা ঘটবে কি?

খ. আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক

- প্রকল্পর স্থানটি কি আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসতি এলাকার মধ্যে অবস্থিত?
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ধর্ম, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং বিশ্বাসের উপর প্রকল্পটির কোনো প্রভাব আছে কি?
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবিকা নির্বাহের পন্থার উপর কোনো প্রভাব আছে কি?
- প্রকল্পর স্থানটিতে কোনো বসতি নথিভুক্ত (বর্তমানে বা নিকট অতীতে) আছে কি?
- প্রকল্পটির জন্য কোনো ব্যক্তির/বসতবাটির/কমিউনিটির ভৌত বা অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতির ঘটনা ঘটবে কি?
- আদিবাসী জনগোষ্ঠী স্থানীয় কোনো ভাষা (গুলো) ব্যবহার করে?
- পিও'র কর্মীরা সেসব ভাষায় দক্ষ কিনা এবং সেবা ক্রয়, যন্ত্রপাতির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি স্থানীয় ভাষায় পাওয়া যায় কি?

সংযোজনী ৩ : নতুন ব্যাটারি সরবরাহকারী নির্বাচনের নীতিমালা[৪]

ক. স্থানীয় ব্যাটারি সরবরাহকারী

যেসব সরবরাহকারী বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত ব্যাটারি সরবরাহ করবেন, তাদেরকে ইডকল এর এসএইচএস কর্মসূচিতে সরবরাহকালে নিচের শর্তাদি মেনে চলতে হবে :

১. **পরিবেশ অধিদপ্তরের বাধ্যবাধকতা :** সংশ্লিষ্ট ব্যাটারি সরবরাহকারীকে পরিবেশ অধিদপ্তরকর্তৃক প্রদত্ত পরিবেশবিষয়ক ছাড়পত্র জমা দিতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের বাধ্যবাধকতা/শর্তাদি ঠিকভাবে পালন করা হয়েছে মর্মে তাদেরকে পর্যাপ্ত প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে।

২. **আইএসও ১৪০০১ : ২০০৪ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১ : ২০০৭ সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা :** ব্যাটারি সরবরাহকারীকে ইন্টারন্যাশনাল এক্রিডিটেশন ফোরাম (IAF) অথবা আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল এক্রিডিটেশন অর্গানাইজেশন (AIAO) অনুমোদিত সনদপ্রদানকারী সংস্থা প্রদত্ত আইএসও ১৪০০১ : ২০০৪ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১ : ২০০৭ সনদপ্রাপ্ত হতে হবে।

৩. **চর্চার অভিজ্ঞতা :** ইডকলের পরিবেশগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তা অডিটকালে যদি দেখা যায় যে, সরবরাহকারী যথাযথ নকশার ইটিপি, এটিপি স্থাপন করতে এবং সর্বোপরি উপরিল্লিখিত দুটি মান রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাহলে তাদেরকে সেসব সীমাবদ্ধতা উত্তরণের এবং মান দুটির জন্য আলাদা আলাদাভাবে ছয় মাস চর্চার রেকর্ড দেখানোর পরে, তাদের তালিকাভুক্তির বিষয়টি বিবেচিত হতে পারে।

৪. **মৌলিক অবকাঠামো :** তরল বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যাট এবং বায়ু পরিশোধন প্ল্যান্টসহ সকল বুনিয়াদি অবকাঠামোকে পূর্ণমাত্রায় চালু থাকতে হবে। ইডকল-এ আবেদনের সময় ইটিপি (তরল বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যাট) ও এটিপি'র (বায়ু পরিশোধন প্ল্যান্ট) বিস্তারিত নকশা জমা দিতে হবে। একজস্ট ফ্যানকে এটিপি হিসেবে বিবেচনা করা হবে না এবং এজন্য ফর্মেশন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে। ইউনিটের মধ্যে কোনো ধোয়া/গ্যাসীয় পদার্থ থাকতে পারবে না। সেগুলোকে অবশ্যই উপযুক্তভাবে বিশুদ্ধ করতে হবে।

৫. **নিরাপত্তার জন্য গোসল** (Safety shower) **এবং চোখ ধোবার জরুরি যন্ত্রপাতি :** সরবরাহকারীকে ব্যাটারি তৈরির প্ল্যান্টে, বিশেষত যেখানে এসিড নিয়ে কাজ করা হয়, পর্যাপ্তসংখ্যক নিরাপত্তার জন্য গোসল (Safety shower) করার ব্যবস্থা এবং চোখ ধোবার জরুরি যন্ত্রপাতি স্থাপন করা নিশ্চিত করতে হবে।

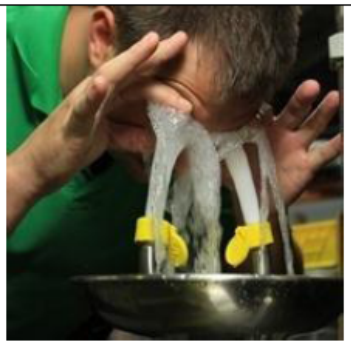

Photographs: A typical emergency shower and safety eye wash equipment

[৪] ব্যাটারি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে উন্নততর ইএইচএস ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে এই নীতিমালাটি ইতোমধ্যেই ইডকল এর আরইআরইডিপি-তে অনুসরণ করা হচ্ছে।

৬. **কারিগরি মান :** ব্যাটারিকে ইডকল এর কারিগরি মান কমিটির (Technical Standard Committee) নির্ধারিত বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে হবে।

৭. **রিসাইকেল করার ব্যবস্থা :** সংশ্লিষ্ট ব্যাটারি সরবরাহকারীকে ইডকল এর তালিকাভুক্ত মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি রিসাইক্লেয়ার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত আইনসিদ্ধ চুক্তি জমা দিতে হবে।

৮. **ইএইচএস বিষয়ক বেজলাইন অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট :** ব্যাটারি সরবরাহকারীকে ইএইচএস বাধ্যবাধকতা মেনে চলার প্রতিবেদন দাখিল করে দেখাতে হবে যে, তারা কিভাবে পরিবেশগত ও পেশাগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তার বিষয়গুলো মেনে চলছে।

৯. **ইএইচএস বিষয়ক অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট প্রকাশ :** ইএইচএস বিষয়ক অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টটি কোনো স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ বা ইডকল প্রতিনিধি যেই করুক না কেন, তা যথাযথভাবে প্রাসঙ্গিক সকল উন্নয়ন সহযোগীর কাছে প্রকাশ করতে হবে।

খ. আমদানিকৃত ব্যাটারি সরবরাহকারী

কোনো সরবরাহকারী ইডকল এর এসএইচএস কর্মসূচিতে আমদানিকৃত ব্যাটারি সরবরাহ করতে চাইলে, তাদেরকে ব্যাটারি বিষয়ে ইডকল এর কারিগরি শর্ত পূরণসহ নিচের শর্তাদি মেনে চলতে হবে :

১. **আইন বিষয়ক শর্ত :** সংশ্লিষ্ট ব্যাটারি সরবরাহকারীকে সংশ্লিষ্ট দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত পরিবেশবিষয়ক ছাড়পত্র জমা দিতে হবে।

২. **আইএসও ১৪০০১ : ২০০৪ এবং ওএইচএসওএস সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা :** সংশ্লিষ্ট ব্যাটারি সরবরাহকারীকে সংশ্লিষ্ট নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের আইএসও ১৪০০১ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১ বাধ্যবাধকতা পূরণের সনদপত্র জমা দিতে হবে।

৩. **ইএইচএস বিষয়ক বেজলাইন অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট :** ব্যাটারি সরবরাহকারীকে ইএইচএস বাধ্যবাধকতা মেনে চলার প্রতিবেদন দাখিল করে দেখাতে হবে যে, তারা কিভাবে পরিবেশগত ও পেশাগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তার বিষয়গুলো মেনে চলছে।

৪. **ইএইচএস বিষয়ক অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট প্রকাশ :** ইএইচএস বিষয়ক অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টটি কোনো স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ বা ইডকল প্রতিনিধি যেই করুক না কেন, তা যথাযথভাবে প্রাসঙ্গিক সকল উন্নয়ন সহযোগীর কাছে প্রকাশ করতে হবে।

৫. **রিসাইকেল করার ব্যবস্থা :** সংশ্লিষ্ট ব্যাটারি সরবরাহকারীকে ইডকল এর তালিকাভুক্ত মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি রিসাইক্লেয়ার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত আইনসিদ্ধ চুক্তি জমা দিতে হবে। ব্যাটারি সরবরাহকারীর স্বতন্ত্র ব্যাটারি রিসাইকেল করার প্ল্যান্ট না থাকলে ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ইডকল তাদেরকে আর তালিকাভুক্ত করবে না।

সংযোজনী ৪ : নতুন পিভি প্যানেল সরবরাহকারী নির্বাচনের নীতিমালা[৫]

ক. স্থানীয় পিভি প্যানেল সরবরাহকারী

যেসব সরবরাহকারী বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত পিভি প্যানেল সরবরাহ করার জন্য আবেদন করবেন, তাদেরকে ইডকল এর এসএইচএস কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে নিচের শর্তাদি মেনে চলতে হবে :

১. **পরিবেশ অধিদপ্তরের বাধ্যবাধকতা :** সংশ্লিষ্ট পিভি প্যানেল সরবরাহকারীকে পরিবেশ অধিদপ্তরকর্তৃক প্রদত্ত পরিবেশবিষয়ক ছাড়পত্র জমা দিতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের বাধ্যবাধকতা/শর্তাদি ঠিকভাবে পালন করা হয়েছে মর্মে তাদেরকে পর্যাপ্ত প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে।

২. **আইএসও ১৪০০১ : ২০০৪ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১ : ২০০৭ সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা :** পিভি প্যানেল সরবরাহকারীকে ইন্টারন্যাশনাল এক্রিডিটেশন ফোরাম (IAF) অথবা আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল এক্রিডিটেশন অর্গানাইজেশন (AIAO) অনুমোদিত সনদপ্রদানকারী সংস্থা প্রদত্ত আইএসও ১৪০০১ : ২০০৪ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১ : ২০০৭ সনদপ্রাপ্ত হতে হবে।

৩. **চর্চার অভিজ্ঞতা :** সরবরাহকারীকে উপরিল্লিখিত দুটি মান আলাদা আলাদাভাবে ছয় মাস চর্চার রেকর্ড দেখাতে হবে। দুটি সনদপত্রের ক্ষেত্রে যেটি শেষে পাওয়া গিয়েছে, সেটি প্রদানের তারিখ থেকে ছয় মাস গণনা শুরু হবে।

৪. **কারিগরি মান :** পিভি প্যানেলকে ইডকল এর কারিগরি মান কমিটির (Technical Standard Committee) নির্ধারিত বাধ্যবাধকতা ও মান পূরণ করতে হবে।

৫. **ইএইচএস বিষয়ক বেজলাইন** অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট **:** পিভি প্যানেল সরবরাহকারীকে ইএইচএস অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট দাখিল করে দেখাতে হবে যে, তারা কিভাবে পরিবেশগত ও পেশাগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তার বিষয়গুলো মেনে চলছে।

৬. **ইএইচএস বিষয়ক অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট প্রকাশ :** ইএইচএস বিষয়ক অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টটি কোনো স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ বা ইডকল প্রতিনিধি যেই করুক না কেন, তা যথাযথভাবে প্রাসঙ্গিক সকল উন্নয়ন সহযোগীর কাছে প্রকাশ করতে হবে।

খ. আমদানিকৃত পিভি প্যানেল সরবরাহকারী

কোনো সরবরাহকারী ইডকল এর এসএইচএস কর্মসূচিতে আমদানিকৃত পিভি প্যানেল সরবরাহ করতে চাইলে, তাদেরকে ইডকল এর কারিগরি শর্ত পূরণসহ নিচের শর্তাদি মেনে চলতে হবে :

১. **আইন বিষয়ক শর্ত :** সংশ্লিষ্ট পিভি প্যানেল সরবরাহকারীকে সংশ্লিষ্ট দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত পরিবেশবিষয়ক ছাড়পত্র জমা দিতে হবে।

২. **আইএসও ১৪০০১ এবং ওএইচএসওএস সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা :** সংশ্লিষ্ট পিভি প্যানেল সরবরাহকারীকে সংশ্লিষ্ট নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের আইএসও ১৪০০১ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১ বাধ্যবাধকতা পূরণের সনদপত্র জমা দিতে হবে।

[৫] উন্নততর ইএইচএস ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে এ নীতিমালাটি এই সামঞ্জস্যপূর্ণ ইএসএমএফ এ চালু করা হয়েছে।

৩. **ইএইচএস বিষয়ক বেজলাইন অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট :** পিভি প্যানেল সরবরাহকারীকে ইএইচএস বাধ্যবাধকতা মেনে চলার প্রতিবেদন দাখিল করে দেখাতে হবে যে, তারা কিভাবে পরিবেশগত ও পেশাগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তার বিষয়গুলো মেনে চলছে।

৪. **ইএইচএস বিষয়ক অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট প্রকাশ :** ইএইচএস বিষয়ক অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টটি কোনো স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ বা ইডকল প্রতিনিধি যেই করুক না কেন, তা যথাযথভাবে প্রাসঙ্গিক সকল উন্নয়ন সহযোগীর কাছে প্রকাশ করতে হবে।

সংযোজনী ৫ : আইএসও ১৪০০১ এবং ওএইচএসওএস সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি বাতিল করার নীতিমালা[৬]

ক. অস্থায়ীভাবে তালিকাভুক্তি বাতিল করার শর্তসমূহ :

ব্যাটারি সরবরাহকারী, রিসাইক্লেয়ার অথবা পিভি প্যানেল সরবরাহকারীদেরকে আইএসও ১৪০০১ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১ সনদ প্রদানকারী কোনো প্রতিষ্ঠানকে নিম্নলিখিত কোনো অনিয়মের জন্য অভিযুক্ত হতে দেখা গেলে, তাদেরকে ইডকল এর অনুমোদিত সনদপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা থেকে অস্থায়ীভাবে ছয় মাসের জন্য বাদ দেয়া হবে :

১. কোম্পানি/কারখানটি পরিবেশ অধিদপ্তরকর্তৃক প্রদত্ত পরিবেশবিষয়ক ছাড়পত্র পাবার আগে তাদেরকে আইএসও ১৪০০১ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১ সনদ প্রদান করা হলে।
২. যেখানে প্রযোজ্য হবে, সেক্ষেত্রে ইটিপি ও এটিপি'র বিস্তারিত নকশা ছাড়া আইএসও ১৪০০১ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১ সনদ প্রদান করা হলে। ইটিপি'র নকশায় স্পষ্টভাবে বিশদ বিবরণ অথবা সকল অংশের ক্ষমতা এবং ডিজাইন ফ্লো রেট, মিক্সিং ট্যাঙ্কের ক্ষমতা, প্রাইমারি ক্লারিফাইয়ার, স্লাজ হোল্ডিং ট্যাঙ্ক ইত্যাদির নকশার উল্লেখ থাকতে হবে।
৩. চলাচল/করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশনামূলক বিজ্ঞপ্তি, অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা এবং সাধারণ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত না করে আইএসও ১৪০০১ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১ সনদ প্রদান করা হলে।
৪. মানসমূহ বিতরণ না করে বা সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং ব্যবস্থাপনার প্রতিনিধিদেরকে মানের শর্তসমূহ সম্পর্কে ধারণা না দিয়ে আইএসও ১৪০০১ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১ সনদ প্রদান করা হলে।
৫. প্রয়োজনীয় শর্তসমূহকে অপর্যাপ্তভাবে পূরণ করে, এমন অসম্পূর্ণ দলিল/কাগজপত্রের ভিত্তিতে আইএসও ১৪০০১ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১ সনদ প্রদান করা হলে।
৬. শব্দদূষণ, তরল বর্জ্যের পিএইচ (pH of effluent), তরল বর্জ্যের রাসায়নিক মানের মতো পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তা বিষয়ক পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর প্রাথমিক মানদণ্ডগুলো বিবেচনা না করে, আইএসও ১৪০০১ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১ সনদ প্রদান করা হলে।

খ. তালিকাভুক্তি থেকে স্থায়ীভাবে বাদ দেবার শর্তসমূহ :

অস্থায়ীভাবে বাদ দেবার পরও কোনো আইএসও ১৪০০১ এবং ওএইচএসওএস ১৮০০১ সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান পুনরায় উপরিল্লিখিত বিষয়াদিতে অভিযুক্ত হলে, তাদেরকে ইডকল এর অনুমোদিত আইএসও এবং ওএইচএসওএস সনদপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা থেকে স্থায়ীভাবে বাদ দেয়া হবে।

[৬] আইএসও এবং ওএইচএসওএস সনদপ্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক উন্নততর নজরদারি নিশ্চিত করতে এ নীতিমালাটি এই সামঞ্জস্যপূর্ণ ইএসএমএফ এ চালু করা হয়েছে।

সংযোজনী-৬ : মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারির তথ্য[৭]

ক্রমিক নম্বর	আই.ডি.	গ্রাহকের নাম	ইউনিট অফিস	জেলা	প্যানেল সিরিয়াল নম্বর	প্যানেল ক্যাপাসিটি	ব্যাটারির মডেল ও সাইজ	নির্মাতা	ফেরত দেবার তারিখ	যার কাছে ফেরত দেয়া হয়েছে (নির্মাতা)

পিওদেরকে মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারির তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং ইডকল সে তথ্য যাচাই করে ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করবে।

[৭] মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারির যথাযথ সংগ্রহ নিশ্চিত করতে এ ছকটি অনুসৃত হয়। সংগ্রহ করার পদ্ধতি হলো :

- ব্যাটারির ওয়ারেন্টি শেষ হবার তিন মাস পূর্বে গ্রাহককে এ বিষয়ে সজাগ করে নতুন ব্যাটারি নেবার পরামর্শ দেবার ও গ্রাহকের কাছ থেকে অকেজো ব্যাটারি সংগ্রহ করে তা ব্যাটারি নির্মাতা/রিসাইকেলকারীর আঞ্চলিক কেন্দ্রে নিরাপদে পৌঁছে দেবার জন্য পিও'রা দায়িত্বশীল।
- আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে সেগুলোকে পরিবেশবান্ধবভাবে রিসাইকেলের জন্য তৈরি করা বা বাতিল করার স্থানে নিয়ে যাবার জন্য দায়িত্ব হচ্ছে ব্যাটারি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের।

সংযোজনী-৭ : মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি কিনে নেবার চুক্তি[৮]

ওয়ারেন্টির মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি ক্রয় করার চুক্তি

ওয়ারেন্টির মেয়াদোত্তীর্ণ/অকেজো (ওয়ারেন্টি পলিসির অধীনে পুনঃপ্রদান করার জন্য প্রযোজ্য নয়) সৌর ব্যাটারি নিরাপদে বাতিল করা বা ফেলে দেবার জন্য কিনে নেবার অত্র চুক্তি ('চুক্তি') অদ্য ... [তারিখ] ..., [ব্যাটারি নির্মাতার নাম] ... যার নিবন্ধীকৃত অফিস .. [অফিসের ঠিকানা] এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর (ইডকল) সহযোগী সংস্থা [এরপর থেকে 'পিও'] .. .. [পিও'র নাম, অফিসের ঠিকানা] সম্পাদিত হলো।

যেহেতু :

১. ইডকল এবং পিওদের মধ্যে সম্পাদিত পার্টিসিপেটরি অ্যাগ্রিমেন্টের ধারা ৯.১৪ অনুযায়ী, ইডকলের শর্ত রয়েছে যে, ইডকল এর সোলার এনার্জি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত সকল ব্যাটারি পরিবেশবান্ধব উপায়ে রিসাইকেল করার জন্য পিওদেরকে ব্যাটারি নির্মাতাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে;

২. বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানোন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধকল্পে ব্যবহৃত/অকেজো ব্যাটারি সংগ্রহ ও রিসাইকেল করার জন্য ২৯ অগাস্ট ২০০৬ এ এস.আর.ও. নম্বর ১৭৫-অ্যাক্ট/২০০৬ জারি করেছে;

৩. বাংলাদেশ সরকারের ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ এ জারিকৃত এ এস.আর.ও. নম্বর ২৯-অ্যাক্ট/২০০৮ ব্যবহৃত/অকেজো ব্যাটারি ফেরত দেবার কালে মূল্য পরিশোধ করা অনুমোদন করে; এবং

৪. সকল মহল এই চুক্তির ধারানুযায়ী ইডকল এর সোলার এনার্জি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত সমুদয় ওয়ারেন্টির মেয়াদোত্তীর্ণ/অকেজো ব্যাটারি (ওয়ারেন্টি নীতি অনুযায়ী রিপ্লেসকৃত ব্যাটারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়) পরিবেশবান্ধব উপায়ে সংগ্রহ ও রিসাইকেল করার প্রয়োজন অনুধাবন করে।

বর্তমানে তাই, ..., [ব্যাটারি নির্মাতার নাম] এবং পিওরা নিম্নোক্ত বিষয়াবলিতে একমত পোষণ করছে :

১. গ্রাহকের জন্য অবহিতকরণ :

ব্যাটারির ওয়ারেন্টির মেয়াদ শেষ হবার তিন মাস পূর্বে পিও গ্রাহককে অবহিত করবে এবং ব্যাটারিটি পাল্টাবার জন্য পরামর্শ দেবে। ওয়ারেন্টির মেয়াদ শেষ হবার পরও ব্যাটারিটি ব্যবহার করে যাওয়ার ব্যাপারে ক্রেতা নিজের ইচ্ছা মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যাই হোক, ওয়ারেন্টির মেয়াদ শেষ হবার পর ক্রেতা কখন সে ব্যাটারিটি ব্যবহার করা বন্ধ করবেন, তা পিওর প্রতিনিধিকে জানাতে হবে। পিও প্রাসঙ্গিক ধারাগুলো সোলার হোম সিস্টেম বিক্রি/ইজারা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করবে যেজন্য ক্রেতাকে (ক) ওয়ারেন্টির মেয়াদোত্তীর্ণ/অকেজো ব্যাটারি (ওয়ারেন্টি নীতি অনুযায়ী রিপ্লেসকৃত ব্যাটারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়) পিও'র কাছে জমা দিতে হবে, (খ) মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি নিজের কাছে রাখতে পারবেন না; এবং (গ) তা অন্য কোনো দ্বিতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি করতে পারবেন না।

২. পিও কর্তৃক ব্যাটারি সংগ্রহ :

[৮] ইডকল ও পিও'র মধ্যে স্বাক্ষরিত এ চুক্তিটি দিয়ে নিশ্চিত করা হয় যে সংশ্লিষ্ট পিও মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি ব্যবহারকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করবে।

পিওর প্রতিনিধি ক্রেতা বা গ্রাহকের কাছ থেকে ব্যাটারি সংগ্রহ করে তা স্থানীয় অফিসে মজুদ করবেন। পিও সংগৃহীত ব্যাটারির নিরাপদ মজুদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। গ্রাহক ব্যাটারি ব্যবহার বন্ধ করার ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই তা সংগ্রহ করতে হবে। ব্যাটারির কোনো অংশ যেন থেকে না যায় বা ব্যাটারি পরিবহনকালে যাতে তা থেকে এসিড গড়িয়ে না পড়ে, পিওর প্রতিনিধিকে তা নিশ্চিত করতে হবে। পিওরা ওয়ারেন্টির মেয়াদোত্তীর্ণ/অকেজো ব্যাটারি (ওয়ারেন্টি নীতি অনুযায়ী রিপ্লেসকৃত ব্যাটারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়) কিনে নেবার শর্ত ব্যতিরেকে ক্রেতার কাছে কোনো ব্যাটারি বিক্রি করবেন না। পিও ওয়ারেন্টির মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি ৩০ দিনের মধ্যে ব্যাটারি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকর্তৃক নির্ধারিত -- ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, ফরিদপুর, বগুড়া, সিলেট, বরিশাল, বরগুনা, রংপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ -- ১০টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে পাঠাবেন।

৩. ... [ব্যাটারি নির্মাতার নাম] ...কর্তৃক ব্যাটারি সংগ্রহ

..., [ব্যাটারি নির্মাতার নাম] ... আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে ব্যাটারিগুলো সংগ্রহ করে তা পরিবেশবান্ধব উপায়ে রিসাইকেল করার স্থানে নিরাপদে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে।

৪. মূল্য ও তা পরিশোধ করা :

৪.১ ব্যাটারি নির্মাতারা আঞ্চলিক সংগ্রহ কেন্দ্রে ওয়ারেন্টির মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি ফেরত দেয়া বাবদ সম-আকারের নতুন ব্যাটারির চলতি বাজার দরের (ভ্যাটসহ) ২৪% পিওকে পরিশোধ করবে। পুরোনো ব্যাটারি ফিরিয়ে আনা বাবদ এই মূল্য (salvage value) প্রতি ছয় মাসে পর্যালোচনার যোগ্য। এই স্যালভেজ ভ্যালু পিওরা ব্যাটারির আগাম মূল্য হিসেবে রেখে দেবেএবং নতুন ব্যাটারির অবশিষ্ট মূল্য পিওরা ক্রেতাকে ঋণ হিসেবে প্রদান করবে। এই প্রদেয় ঋণের টাকা ইডকল পুনঃঅর্থায়ন করবে, যার পরিমাণ প্রতিটি ব্যাটারি বাবদ ১০০ মার্কিন ডলারের সমতুল্য টাকা অতিক্রম করবে না।

৪.২ গ্রাহকের বাড়ি থেকে প্রতিটি ওয়ারেন্টির মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি সংগ্রহ করার জন্য ইডকল পিওকে পাঁচ মার্কিন ডলারের সমতুল্য টাকা, যা তহবিলের লভ্যতার উপর নির্ভর করছে, প্রদান করবে।

৪.৩ ব্যাটারি ক্রয় করা বাবদ ক্রেতার প্রাপ্য অর্থের অংশ ব্যাটারি সংগ্রহ করার সময় দিয়ে দেয়া হবে।

৪.৪ ..., [ব্যাটারি নির্মাতার নাম] ... আঞ্চলিক কেন্দ্রে ব্যবহৃত ব্যাটারি কিনে নেবার দিন থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে এ বাবদ সম্পূর্ণ অর্থ পিওদের অনুকূলে অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করবে।

৪.৫ প্রতিটি ব্যাটারি যথাযথভাবে রিসাইকেল করার জন্য জন্য ইডকল রিসাইক্লেয়ারকে পাঁচ মার্কিন ডলারের সমতুল্য টাকা, যা তহবিলের লভ্যতার উপর নির্ভর করছে, প্রদান করবে।

৫. মূল্য পর্যালোচনা :

মেয়াদোত্তীর্ণ/অকেজো ব্যাটারি কিনে নেয়ার মূল্য পর্যালোচনা করার জন্য উভয় পক্ষ প্রতি ছয় মাস অন্তর নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসবে। এই চুক্তিটি ..., [ব্যাটারি নির্মাতার নাম] ... এবং পিওদের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের দ্বারা স্বাক্ষরিত ও সিলমোহর করাসহ উপলিল্লিখিত প্রথম তারিখে প্রদান করা হলো।

সহযোগী সংস্থাসমূহ (পিওরা)

.. .. [পিও'র নাম]	.. .. [পিও'র নাম]
দ্বারা ----------	দ্বারা ----------
নাম	নাম
পদ	পদ
ঠিকানা	ঠিকানা

সংযোজনী-৮ : নবায়নযোগ্য শক্তিবিষয়ক অন্যান্য অংশের জন্য সুরক্ষা সংক্রান্ত (বিশ্বব্যাংকের) বাছাই করার ছক (SAFEGURDS SCREENING FORMAT)

প্রভাবের ধরন	কাজ	সামাজিক প্রভাব নির্ধারক	বিরূপ প্রভাবের মাত্রা			মন্তব্য
			তাৎপর্যপূর্ণ নয়	মাঝারি	চরম	
সামাজিক প্রভাব	পানি উত্তোলন	• ভূমি অধিগ্রহণ • আদিবাসী জনগোষ্ঠী • অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসন • জেন্ডার • পেশাগত • ভূমি ব্যবহারের ধরন				
	উত্তোলনকৃত পানি সংগ্রহ	• ভূমি অধিগ্রহণ • আদিবাসী জনগোষ্ঠী • অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসন • জেন্ডার • পেশাগত • ভূমি ব্যবহারের ধরন				
	পানি সরবরাহ	• ভূমি অধিগ্রহণ • আদিবাসী জনগোষ্ঠী • অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসন • জেন্ডার • পেশাগত • ভূমি ব্যবহারের ধরন				
পরিবেশগত প্রভাব	পানি উত্তোলন	• শব্দ • ধুলো ওড়া • মবিল, লুব অয়েল গড়ানো • ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড • দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রভাব • প্রাণী বসতির পরিবর্তন ঘটা • পানি দূষণ • পানির স্তর নেমে যাওয়া				
	উত্তোলনকৃত পানি সংগ্রহ	• শব্দ • ধুলো ওড়া • মবিল, লুব অয়েল গড়ানো • ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড • দৃষ্টিগোচর বিষয়ের উপর প্রভাব • বসতির পরিবর্তন ঘটা • পানি দূষণ • পানির স্তর নেমে যাওয়া				
	পানি সরবরাহ	• শব্দ • ধুলো ওড়া • মবিল, লুব অয়েল গড়ানো • ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড • দৃষ্টিগোচর বিষয়ের উপর প্রভাব • বসতির পরিবর্তন ঘটা • পানি দূষণ • পানির স্তর নেমে যাওয়া				

নোট : প্রকল্প মালিক প্রাথমিকভাবে বাছাই করার ছকটি পূরণ করবেন এবং ইডকল মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে তা পর্যালোচনা করবে।

সংযোজনী-৯ : পরিবেশ অধিদফতরের পরিবেশ ছাড়পত্রর প্রক্রিয়া

পদক্ষেপ	প্রকল্প বা তার বড় কোনো উপ-প্রকল্পর জন্য পরিবেশ ছাড়পত্র নেবার নিয়মাবলি
১.	পরিবেশ অধিদপ্তর এবং ইডকল এর কাছে সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন জমা দেয়া
২.	আইইই প্রতিবেদন তৈরি ও ইডকল এর কাছে জমা দেয়া
৩.	আইইই প্রতিবেদনের পর্যাপ্ততা সন্তোষজনকভাবে যাচাইয়ের পর তা পরিবেশ অধিদপ্তর এবং আইডিএ এর কাছে জমা দেয়া
৪.	আইইই প্রতিবেদনই যথেষ্ট, নাকি ইআইএ (পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন) এর প্রয়োজন আছে, সে বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া
৫.	যদি আইইই প্রতিবেদন (পরিবেশগতভাবে গুরুতর কোনো বিষয় নেই) যথেষ্ট হয়, তাহলে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে
৬.	প্রকল্প উদ্যোক্তা স্থানীয় কর্তৃপক্ষর কাছ থেকে প্রকল্পর স্থান সম্পর্কে 'অনাপত্তি'সূচক চিঠি পেয়ে থাকে
৭.	আইইই প্রতিবেদন যদি যথেষ্ট না হয় (পরিবেশগত বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রয়োজনী হলে), তাহলে পরিবেশ অধিদপ্তর ইআইএ স্টাডি করার খসড়া টিওআর এর উপর মন্তব্য করে থাকে
৮.	ইআইএ এর উপর সর্বসাধারণের সঙ্গে পরামর্শ পরিচালনা
৯.	পরিবেশ অধিদপ্তর এবং আইডিএ কর্তৃক ইআইএ এর পর্যালোচনা
১০.	পরিবেশ অধিদপ্তর এবং আইডিএ এর মন্তব্য/শর্তর ভিত্তিতে পরিবেশগত ব্যবস্থপনা পরিকল্পনার (এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান) চূড়ান্তকরণ
১১.	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশ ছাড়পত্র এবং আইডিএ এর অনাপত্তি জ্ঞাপন

সংযোজনী-১০ : পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের কাঠামো

পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (EA) প্রতিবেদনে নিচের বিষযগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে :

নীতি, আইনগত এবং প্রশাসনিক কাঠামো :
যেসব নীতি, আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

প্রকল্পর বিবরণ :
প্রস্তাবিত প্রকল্পটির ধরন ও উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং প্রস্তাবিত স্থান ও কেন সে জায়গাটি বেছে নেয়া হয়েছেসহ প্রকল্পটি কিভাবে কাজ করে বা পরিচালিত হয়।

বেইজলাইন ডাটা :
এ অংশটিতে প্রকল্প এলাকার বর্তমান পরিবেশগত পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত হবে। এ অংশের বর্ণনায় স্থানটির বায়ুমণ্ডল, জলীজ এবং ভূ পরিবেশসহ বিদ্যমান পরিবেশগত পরিস্থিতির গুণগত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

পরিবেশগত প্রভাব :
প্রস্তাবিত প্রকল্পটির কারণে সম্ভাব্য যেসব পরিবেশগত প্রভাব দেখা দিতে পারে তা চিহ্নিত করতে হবে এ অংশে। সকল প্রভাবের, ইতিবাচক ও নেতিবাচক, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি -- সম্মিলিত বিবরণ বিবেচনা করতে হবে।

বিকল্পের বিশ্লেষণ :
প্রস্তাবিত পদক্ষেপ বা কাজের বিকল্প কী হতে পারে তা বর্ণিত হবে এ অংশে, যার মধ্যে থাকবে 'কোনো প্রকল্প' না থাকার বিকল্পসহ নির্বাচিত পদক্ষেপগুলো নেবার আগে যেসব বিকল্প বিবেচনা করা হয়েছিল সেগুলো।

সামাজিক প্রভাব :
এ প্রকল্পের অধীনে সরকারি বা ব্যক্তিগত কোনো ধরনের জমি অধিগ্রহণ করা বা সেখান থেকে বসতকারীদের (মালিকানার দলিলসহ বা দলিলবিহীন) উচ্ছেদ করা গ্রহণযোগ্য নয়। যেসব অঞ্চলে সাধারণত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস আছে, সেখানে প্রাসঙ্গিক জনগোষ্ঠী ও কমিউনিটিকে চিহ্নিত করতে যাচাই প্রক্রিয়া চালানো হবে। সাধারণভাবে প্রকল্প এলাকা, সেখানকার সামাজিক অবস্থা, প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যাগত দিক, স্থানীয় অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও আয়ের প্রাথমিক উৎস ইত্যাদি তুলে ধরার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সামাজিক অবস্থা নিরূপণ কাজ পরিচালিত করা হবে। অধিবাসীদের সঙ্গে পরামর্শ ও সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি পরামর্শ ও যোগাযোগ পরিকল্পনা তৈরি করা ও বাস্তবায়ন করা হবে (প্রকল্পের বিগত পর্যায়ে যা ব্যবহৃত হয়েছে), যাতে করে স্পষ্টভাবে প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদান করা ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর চাহিদাগুলোর অগ্রাধিকার সম্পর্কে অভিমত গ্রহণ করা যায় এবং তার ভিত্তিতে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিকে তার চাহিদার আলোকে সংগঠিত করা যায়। প্রকল্প উদ্যোক্তা বা মালিককে জনসংযোগ ও যোগাযোগের প্রক্রিয়াটি অবশ্যই ভালোভাবে দালিলিকরূপে (ডকুমেন্টেশন), আলোকচিত্র ও অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকাসহ, ধারণ করে রাখতে হবে। সকল সেশন পরিচালনার ভাষা অবশ্যই স্থানীয় ভাষাতে হতে হবে এবং এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় কমিউনিটির প্রথা, রীতিনীতিকে অনুসরণ করতে হবে। বার্ষিকভাবে তৃতীয় পক্ষ দ্বারা সুরক্ষাবিষয়ক বাধ্যবাধকতাগুলোর মনিটরিং করবার পদ্ধতি বিষয়গুলো যাচাই করবে।

ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যবস্থা :
উপরে চিহ্নিত পরিবেশগত প্রভাবের সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো কিভাবে প্রশমন করা হবে, সে বিষয়ক ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত হবে এ অংশে।

মনিটরিং পরিকল্পনা :
প্রকল্পর কারণে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না, তা নিশ্চিত করতে প্রণীত একটি দীর্ঘমেয়াদি মনিটরিং পরিকল্পনা এই অংশে অন্তর্ভুক্ত হবে।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা :

উপ-প্রকল্পর ধরন ও জটিলতা এবং ঋণের মাধ্যমে দেয়া কারিগরি সহায়তার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে, এক্ষেত্রে পরিবেশের উপর গুরুতর বা অপরিবর্তনীয় কোনো প্রভাবের মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা খুব বিরল। সুতরাং, ইএ'র সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হবে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পন (ইএমপি) বিষয়ে। পরিবেশ অধিদপ্তর এবং আইডিএ এর মন্তব্যকে ধর্তব্যে রেখে এবং ছাড়পত্র বিষয়ে অন্যকোনো শর্ত থাকলে, তা বিবেচনা করার পর ইএমপি প্রণয়ন করা উচিত। এর আলোকে, ইএমপি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিচে দেয়া হলো। প্রকল্পর কার্যপরিচালনা থেকে পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ে সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অনুমান করাই পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রক্রিয়ার মূলকথা। উপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করার মাধ্যমে, প্রকল্পর অধীনে যে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে তা উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কোনো পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ে প্রভাবকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে। প্রভাবকে চিহ্নিত করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এ প্রক্রিয়াতে সমভাবে প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে বিরূপ প্রভাবকে দূর করে সেজন্য পাল্টা ব্যবস্থা নিয়ে বা তাকে প্রশমিত করে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনাকালে তাকে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নিয়ে আসা।

ইএমপি'র মধ্যে পরিবেশগত প্রয়োজনীয় শর্তাদি সম্পর্কে পরিষ্কার বর্ণনা থেকে এ ধরনের পদক্ষেপগুলোকে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিচালনাকালে একীভূত করার বিষয়টি সহায়তা পায়। অনুমিত প্রভাব এবং তা হ্রাসকরণে জন্য ইআইএ-তে চিহ্নিত পদক্ষেপগুলো ও বাস্তবায়ন ও পরিচালনার কাজসমূহের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় যোগসূত্রটি আসে ইএমপি থেকে। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমিত পরিবেশগত প্রভাবসমূহ, সেসব প্রভাব কমিয়ে আনতে পদক্ষেপসমূহ, হ্রাসকরণের জন্য দায়িত্বসমূহ, সময়সূচি, হ্রাসকরণের ব্যয় এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের উৎস সম্পর্কে ছক বা নকশা তৈরি করে।

বিশ্বব্যাংকের নীতিমালায় বলা হয়েছে যে, ক্যাটেগরি-এ প্রকল্পগুলোর জন্য ইএমপি একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, কিন্তু অনেক ক্যাটেগরি-বি প্রকল্পর জন্য সাধারণগোছের ইএমপি পর্যাপ্ত। ইএমপি'র জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট ছক না থাকলেও, বলা হয় যে অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য এটি প্রণীত হচ্ছে এবং যে শর্তসমূহ পূরণ করতে এটিকে সাজানো হচ্ছে, ছকটিকে সে প্রয়োজনকে মেটাতে সক্ষম হতে হবে। ইএমপি'কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে স্পর্শ করতে হবে :

- প্রভাবের সংক্ষিপ্তসার
- ঝুঁকি হ্রাস করতে গৃহীত পদক্ষেপের বর্ণনা
- মনিটরিং কর্মসূচির বর্ণনা
- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি
- বাস্তবায়নের সময়সূচি এবং রিপোর্টিংয়ের নিয়মাবলি
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের হিসাব এবং তহবিলের উৎস

সংযোজনী-১১ : নতুন প্রকল্প অংশ চালু করা বিষয়ক গাইডলাইন[৯]

এই সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ইএসএমএফ'টি ইডকল এর আরইআরইডিপি কর্মসূচির অধীনে বর্তমান প্রকল্পের অংশের জন্য গঠিত হয়েছে। কিন্তু নবায়নযোগ্য শক্তি, শক্তি দক্ষতা অর্জন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোনো নতুন পণ্য/অংশ গ্রহণ করা/তার প্রসার ঘটানো/স্থাপন করার সময়, প্রকল্পর যেকোনো পর্যায়ে পণ্যটির সঙ্গে জড়িত পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার (EHS) বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে ইডকল নিম্নলিখিত গাইডলাইন অনুসরণ করবে।

১. **ইএইচএস প্রভাব নিরূপণ পরিচালনা করা :** প্রকল্পর সঙ্গে সম্পর্কিত ইএইচএস প্রভাব নিরূপণ করার জন্য ইডকল একজন দক্ষ কনসালট্যান্টকে নিয়োজিত করবে।

২. **পরোক্ষ বা দ্বিতীয় স্তরের তথ্য সংগ্রহ করা :** প্রকল্পর সঙ্গে সম্পর্কিত ইএইচএস প্রভাব নিরূপণ করার জন্য ইডকল এর কর্মকর্তা পরোক্ষ বা দ্বিতীয় স্তরের তথ্য আহরণ করবেন।

৩. **সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ করা :** ইএইচএস বিশেষজ্ঞ এবং ইডকল এর অভ্যন্তরীণ বিশেষজ্ঞদের দেয়া মতামতের (feedback) ভিত্তিতে ইডকল তার পর্যবেক্ষণগুলোকে সংকলিত করবে। তারপর সংকলিত পর্যবেক্ষণগুলোর ভিত্তিতে ইডকল নিম্নলিখিত স্টেকহোল্ডারদের (শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না) সঙ্গে আলোচনা করবে।

   - **শিক্ষাবিদ :** পণ্যটির প্রযুক্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতিমান সংশ্লিষ্ট অ্যাকাডেমিশিয়ানদের (শিক্ষক-গবেষক-বিজ্ঞানী) সঙ্গে ইডকল আলোচনা করবে। উপরন্তু, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের অভিজ্ঞতাসম্পন সুনামসম্পন্ন অ্যাকাডেমিশিয়ানদের সঙ্গেও আলোচনা করা হবে।
   - **পরিবেশ অধিদপ্তর :** পরিবেশগত প্রভাব বিষয়ে দায়িত্বশীল প্রধানতম সরকারি প্রতিষ্ঠান হবার কারণে, ইডকল পরিবেশ অধিদপ্তরের জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করবে।
   - **উন্নয়ন সহযোগী :** বিশ্বব্যাংক, জাইকা, এডিবি এবং কেএফডব্লুউসহ প্রধান প্রধান উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ইডকল আলোচনা করবে।

৪. **তথ্য প্রকাশ করা :** সাধারণভাবে তথ্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে, অন্তত দুটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি দেবার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে, ইডকল সকল সংগৃহীত তথ্য ও মতামত নিজস্ব ওয়েবসাইটে ৩০ দিন পর্যন্ত রাখবে।

৫. **সংগৃহীত মতামত সংকলিত করা এবং ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যবস্থা গঠন করা :** সকল মতামত (feedback) ও তার উত্তর সংকলিত করার পর, ঝুঁকি হ্রাস করার প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা ঠিক করা হবে। ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যবস্থাসমূহকে অনতিবিলম্বে করণীয়, দীর্ঘ মেয়াদে করণীয়, হিসেবে পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। অনতিবিলম্বে করণীয়র মধ্যে রয়েছে জরুরি স্বাস্থ্যনিরাপত্তা বিষয়ক পদক্ষেপ, যেমন, গণমাধ্যম, হ্যান্ডবিল বা জনসমাবেশ দ্বারা সচেতনতা বৃদ্ধি করা। দীর্ঘ মেয়াদে করণীয়র মধ্যে রয়েছে কারিগরি দিকসমূহ।

[৯] আগামীতে ইডকল এর আরইআরইডিপি কর্মসূচির অধীনে উপ-প্রকল্প /প্রকল্প অংশে ভালো ইএইচএস ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে গাইডলাইনটি বর্তমান ইএসএমএফ এ চালু করা হয়েছে।

সংযোজনী-১২ : জেন্ডার অ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্ক[১০] (এডিবি)

কাজ	সূচক	দায়িত্ব
পরিকল্পনা এবং/অথবা নকশা গঠন পর্যায়ে		
উপ-প্রকল্প অর্থায়িত অবকাঠামোতে নির্মাণ এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ, শক্তি/শক্তি খাতে, নারীদের সম্পৃক্ততার বর্তমান ধরন সম্পর্কিত তথ্য ও ডাটা দিয়ে ফ্যাসিলিটি-ফাইন্যান্সড উপ-প্রকল্পর বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) চূড়ান্ত করার জন্য জেন্ডার ও সামাজিক বিশ্লেষণ পরিচালনা করা। জেন্ডার-সম্পর্কিত এবং স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন একনিষ্ঠ সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞকে অন্তর্ভুক্ত করা (৩-৬ ব্যক্তি মাস (person months), ফ্যাসিলিটি-ফাইন্যান্সড উপ-প্রকল্পর জটিলতার উপর নির্ভর করছে)।	সামাজিক কাঠামো এবং/অথবা দল, প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত উপকারভোগী (% লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে)	ইডকল
নির্মাণ পর্যায়ে		
নির্মাণ স্থলে, নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় পৃথক সুবিধাদি, যেমন শৌচাগার এবং অবকাঠামো প্রকল্প নির্মাণ কাজ ও পরিচালনা চলাকালে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুসহ মায়েদের জন্য বাচ্চা রাখার ব্যবস্থা করা। সমমূল্যের কাজের জন্য নারী ও পুরুষকে সমহারে মজুরি দেয়া। বৃহদাকারের অবকাঠামো তৈরির সাথে সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ও সামাজিক প্রভাব মোকাবেলা (যৌনবাহিত সংক্রমণ ও মানব পাচারসহ) করাসহ জেন্ডার-সংবেদনশীল ঝুঁকি হ্রাসকরণ ব্যবস্থা চিহ্নিত করা। যদি ঝুঁকি হ্রাসে পর্যাপ্ত উদ্যোগ (সরকার, এনজিও, এবং/অথবা সিবিওদের সমর্থিত) না থাকে, তাহলে অনতিবিলম্বে ঝুঁকি হ্রাস করার উদ্যোগ চিহ্নিত ও বাজেট বরাদ্দ করা। নারীদেরকে সকল সচেতনতামূলক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা উন্নয়ন	নারীদের (% লক্ষ্যমাত্র গঠিত হয়েছে) মজুরি সংক্রান্ত নথি দেখায় যে, সমমূল্যের কাজের জন্য মজুরি দেবার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে কোনো বৈষম্য হয়নি। নারী-পুরুষ বৈষম্য নিরসনমূলক কাজে (জেন্ডার) বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। জেন্ডার-সমন্বিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ ব্যবস্থাদি বাস্তবায়িত হয়েছে।	ইডকল

[১০] এডিবি প্রদত্ত এই জেন্ডার অ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্কটির লক্ষ্য হচ্ছে ফ্যাসিলিটি-ফাইন্যান্সড প্রকল্পের গঠনে সামাজিক এবং/অথবা জেন্ডার-সম্পর্কিত পন্থা এবং বিবেচনাসমূহের অন্তর্ভুক্তির প্রসার ঘটানো। এটি, প্রয়োজন মোতাবেক, প্রকল্প-নির্দিষ্ট জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান তৈরিকে পরিচালিত করবে; এবং প্রয়োজন দেখা দিলে বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরির সময়ে। ফ্রেমওয়ার্কটি কক্তি খাতসহ জেন্ডার বিষয়ে সরকারের বৃহত্তর অঙ্গীকার, এবং কক্তি খাতে সহায়তা দেয়ার মাধ্যমে এডিবি উত্থাপিত প্রতিশ্রুতিময় চর্চাগুলোর উপর গঠিত হয়েছে। জেন্ডার অ্যাকশন ফ্রেমওয়ার্কটি অন্য কোনো সুরক্ষা ফ্রেমওয়ার্কের (অর্থাৎ, পুনর্বাসন, পরিবেশ, এবং/অথবা আদিবাসী জনগোষ্ঠী ফ্রেমওয়র্ক) বিকল্প নয়, সেগুলো নিজ ধরনেই, প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত।

কাজ	সূচক	দায়িত্ব
কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।		
পরিচালনা পর্যায়ে		
অবকাঠামোর পরিচালনা কালে নারীদের কর্মসংস্থানকল্পে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা -- ইতোপূর্বে পরিচালিত জেন্ডার ও সামাজিক বিশ্লেষণ, সংগৃহীত বেইজলাইন ডাটা, এবং এ বিষয়ক সরকারি আইন ও বিধি, এবং অন্যান্য প্রতিশ্রুতিশীল চর্চার ভিত্তিতে -- সম্ভব হলে, জেন্ডার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা। জেন্ডার-সংবেদনশীল মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা, যেখানে : (১) পরিসংখ্যান নারী-পুরুষ ভিত্তিতে পৃথক, (২) বাস্তবায়নের শুরুতেই সূচকগুলো নির্ধারিত, বেইজলাইন অবস্থার প্রেক্ষাপটে মনিটর করা হয় এবং জীবনযাত্রা উন্নয়নের মাপকাঠিতে নিয়মিতভাবে রিপোর্টিং হয়।	পরামর্শ পরিচালিত হয়েছে (নারীদের অংশগ্রহণের % লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে)	ইডকল
সক্ষমতা উন্নয়ন পর্যায়ে		
আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ভালো চর্চাগুলো অনুসারে, উপ-প্রকল্পর সামাজিক ও জেন্ডারবিষয়ক প্রভাব মনিটর করার সক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ মেয়াদি অবদান রাখা। জেন্ডারবিষয়ক নীতি, কৌশল ও চর্চা বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প মনিটরিং ইউনিট এবং/অথবা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিট, কর্পোরেশন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠান যেসব সুনির্দিষ্ট চাহিদা ও সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়, সেগুলোকে লক্ষ্য রেখে প্রশিক্ষণ মডিউল এবং জেন্ডার সংবেদনশীলতার প্রশিক্ষণ তৈরি করা।	কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়েছে (নারীদের অংশগ্রহণের % লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে জেন্ডারবিষয়ক সেশন অন্তর্ভুক্ত তা সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।	এডিবি

সিবিও = কমিউনিটি-বেইজড অর্গানাইজেশন, ইডকল = ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, এনজিও = নন গভর্মেন্ট অর্গানাইজেশন

সংযোজনী-১৩ : সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্পের ইএসআইএ নিরূপণ (বিশ্বব্যাংক)

(সাধারণ নির্দেশনা : এই বাছাই প্রতিবেদনটি প্রকল্প প্রসারকারী (পৃষ্ঠপোষক) তৈরি করবেন এবং ইডকল মাঠ পরিদর্শনসহ সেটি পর্যালোচনা করবে। প্রকল্প মালিকদের জন্য প্রতিবেদনটির সফ্‌ট কপি লভ্য হবে, যেখানে বিভিন্ন অংশ পূরণের জন্য ফাঁকা স্থান থাকবে। সেচকৃত পানির গুণের সাধারণ মান বিষয়ে জানতে অনুগ্রহ করে সংযোজনী-১৪ দেখুন)

ক) উপ-প্রকল্পর শিরোনাম/অবস্থান :
খ) প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষক (গণ) :
গ) প্রকল্পর বর্ণনা :

(সাধারণ নোট : সৌরবিদ্যুত চালিত সেচ পাম্প সাধারণত সেসব অঞ্চলে স্থাপিত হবে, যেখানে বিদ্যমান সেচ সুবিধাগলো ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত হয়। পিভি সিস্টেমসহ সৌরশক্তি সনাতনী শক্তির চেয়ে তুলনামূলকভাবে পরিবেশের উপর কম ছাপ/পদচিহ্ন রাখে। যাই হোক, সেচ ও পানিবাহী নালা পরিবেশের উপর কিছু নেতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে। এই প্রভাব, সেচ প্রকল্প এলাকার উজান ও ভাটি, উভয় দিকেই, হতে পারে। প্রভাবের ঝুঁকি হ্রাস করা/ক্ষতিপূরণ করার জন্য এ প্রভাব নিরূপণ করা প্রয়োজন।)

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

- প্রকল্পর প্রধান উদ্দেশ্য
- পানির উৎস -- ভূগর্ভস্থ অথবা ভূপৃষ্ঠস্থ
- প্রকল্পর অংশ (অনুগ্রহ করে ভৌত নকশা সংযোজনীতে সংযুক্ত করুন)
- কতটুকু এলাকা (হেক্টর) সেচের আওতায় আসবে
- কন্ট্রোল বিল্ডিংয়ের আকার (স্কোয়ার মিটার)
- সোলার সিস্টেমের ক্ষমতা (ওয়াট)
- পাম্পের উত্তোলন ক্ষমতা (কিউবিক মিটার/সেকেন্ড। *cu. m/s)*)
- জলাধারের আয়তন (মিটারে লম্বা, চওড়া, গভীরতা)
- পানির সর্বোচ্চ পরিমাণ (কিউবিক মিটার প্রতিদিন), যা গ্রীষ্ম মৌসুমের একটি সময়ে প্রয়োজন হয়।

ঘ) বিদ্যমান পরিবেশ

প্রকল্পর জায়গা এবং আশপাশের এলাকা সম্পর্কে যেভাবে নিচে নির্দেশ করা হয়েছে, সেভাবে পরিবেশগত অংশগুলোর বিবরণ :

- শুষ্ক মৌসুমে সন্নিহিত এলাকায় সর্বনিম্ন পানির স্তর (ডিপিএইচই/এলজিইডি থেকে তথ্য। ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহৃত হলেই কেবল এ তথ্যটি প্রয়োজন হবে।)
- ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাবার হার (সম্ভব হলে ডিপিএইচই/এলজিইডি বা অন্য কোনো সূত্র থেকে তথ্য। সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহৃত হলেই কেবল এ তথ্যটি প্রয়োজন হবে।)
- শুষ্ক মৌসুমে ভূপৃষ্ঠস্থ উৎস (সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহৃত হলেই কেবল এ তথ্যটি প্রয়োজন হবে।) থেকে পানির লভ্যতা (কিউবিক মিটার /সেকেন্ডে প্রবাহ এবং/অথবা গভীরতা)
- পানির লভ্য উৎসের গুণগত মান (মূলত আর্সেনিক)। (নিকটস্থ নলকূপের পানি পরীক্ষার ফল। সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহৃত হলেই কেবল এ তথ্যটি প্রয়োজন হবে।)

প্রকল্পর অবস্থান	২০০ মিটার ব্যাসার্ধ/নিকটস্থ গ্রামের মধ্যে নলকূপের সংখ্যা	আর্সেনিকের মাত্রা নির্ধারণের জন্য নলকূপ পরীক্ষা করা হয়েছে		চিহ্নিত লাল/সবুজ	লাল রঙে চিহ্নিত নলকূপে আর্সেনিকের মাত্রা
		হ্যাঁ	না		(mg/L)

- আশপাশের পরিবেশ : প্রকল্পর সেচ এলাকার ২০০ মিটারের মধ্যে বন, জলাভূমি, খাঁড়ি, ঝর্ণা, অনুন্নত এলাকা, আবাসিক এলাকা, শিল্প এলাকা, পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা, স্বীকৃত বা সংরক্ষিত এলাকা ইত্যাদি।
- প্রকল্প এলাকায় ফসলের বিদ্যমান ধরন
- বিদ্যমান নালার সুবিধা

ঙ) পরিবেশগত বাছাইয়ের জন্য প্রশ্নমালা :

(সাধারণ নোট : প্রস্তাবিত প্রকল্পর পরিবেশগত প্রভাব এবং তার ঝুঁকি হ্রাস, অপসারণ, ক্ষতিপূরণ দান অথবা নিয়ন্ত্রণ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা চিহ্নিত করতে পরিবেশগত বাছাই পরিচালনা করা হবে।)

প্রকল্প প্রভাব ফেলে কি?	হ্যাঁ/না	হ্যাঁ হলে কিভাবে
প্রস্তাবিত প্রকল্প কি বর্তমান ফসলের ক্ষেতগুলোকে সহায়তা করবে?		
প্রস্তাবিত প্রকল্পর নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো, জলাধার এবং সৌর প্যানেল লাগাবার জন্য কি কোনো জমি ভরাট করার প্রয়োজন হবে?		
প্রকল্পটি বিদ্যমান সেচনালা ব্যবহার করবে?		
উপরের প্রশ্নর উত্তর না হলে, নতুন সেচনালা (অর্থায়নের বিষয়ে যাই হোক না কেন) তৈরি করা হবে কি?		
সেচনালা কি কোনো রাস্তা পার হয়ে যাবে?		
সেচের ফলে কি কোনো জলাবদ্ধতা দেখা দেবে?		
প্রস্তাবিত কাজগুলো কি প্রাকৃতিক বসতি এবং পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকার উপর কোনো প্রভাব ফেলবে?		
প্রস্তাবিত নির্মাণ কাজ, স্থাপনা, কার্যক্রম পরিচালনা *(operation)*, পরিবর্তন, পানির পাইপের প্রতিস্থাপন, জলধারা (stream line), কোনো ভৌত সাংস্কৃতিক স্থানের পাশাপাশি বা নিচে অবস্থান করবে?		
ভবিষ্যতে সেচের পানি স্থানীয় বাসিন্দাদের পানীয়জল হিসেবে ব্যবহারের কোনো সম্ভাবনা আছে কি?		
যদি থাকে, তাহলে এ উৎসের পানির মান কি জাতীয় পানীয়জলের মানদণ্ডর সমান হবে?		
প্রকল্পটি কি সে স্থানের ভূ-সংস্থান (topography), ভূমির ব্যবহার, জলাশয় এবং ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন সাধন করবে?		
প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি আশপাশের পানি, বায়ু বা শব্দ গুণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে?		
কমিউনিটি বা স্থানীয় অধিবাসীদের কি সৌরশক্তি প্ল্যান্টের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে কোনো সচেতনতা বা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রয়োজনা আছে?		

চ) পরিবেশগত বাছাইয়ের জন্য প্রশ্নমালা :

(সাধারণ নোট : অনুগ্রহ করে পরিবেশগত বাছাই পর্যালোচনা করুন এবং পরিবেশগত প্রভাবকে সারসংক্ষেপ করুন। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে বলুন)

ছ) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা :

(সাধারণ নোট : পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার দুটি অংশ রয়েছে : পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা এবং পরিবেশগত মনিটরিং পরিকল্পনা)

১. পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা

উপ-প্রকল্পর কাজ	সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাবসমূহ	ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যবস্থাদি	স্থান	ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যয়	দায়িত্ব	
					বাস্তবায়ন	তত্ত্বাবধান
প্রাক-নির্মাণ পর্যায়						
নির্মাণ পর্যায়						
কার্যক্রম পরিচালনা পর্যায়						

২. পরিবেশগত মনিটরিং পরিকল্পনা (ঝুঁকি হ্রাস মনিটরিং)

ঝুঁকি হ্রাস মনিটরিং							
পরিবেশগত সূচক	বিচার্য নির্ধারক (প্যারামিটার/ ইউনিট)	স্থান	মনিটরিংয়ের উপায়/মাপকাঠি	কত দিন পর পর/সময় আদর্শ	দায়িত্ব		প্রাক্কলিত ব্যয়
					বাস্তবায়ন	তত্ত্বাবধান	

জ) পরিবেশগত মনিটরিং পরিকল্পনা

নিচের সারণিতে বর্ণিত বিষয়গুলোর জন্য মনিটরিং করা হবে :

মনিটরিংয়ের বিষয়	কত দিন পর পর	যার দ্বারা মনিটরিং করা হয়েছে	যার দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হয়েছে
পানি কি পান করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে			
সেচ ব্যবস্থাটি ভুলভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ফলে কি কোনো জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে?			

ঝ) গণপরামর্শ

(নির্দেশনা : সৌরবিদ্যুত চালিত সেচ ব্যবস্থা এবং এই প্রযুক্তি গ্রহণার্থে তাদের সম্মতি ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিষয়ে কৃষকদের সঙ্গে পূর্বে পরিচালিত পরামর্শসভার নোটগুলো বাছাই প্রতিবেদনের সংযোজনী হিসেবে যুক্ত করুন। পরামর্শসভার নোটগুলো অবশ্যই অংশগ্রহণকারীদের সই/ বুড়ো আঙুলের ছাপ দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। এ সভার ছবি সংযুক্ত হওয়া বাঞ্চনীয়।

ক) সামাজিক বাছাইয়ের **জন্য প্রশ্নমালা :**

প্রকল্পটি কি প্রভাব ফেলে?	হ্যাঁ/না
অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসন বিষয়ক	
প্রকল্পর জন্য কোনো ভূমি অধিগ্রহণ করা প্রয়োজন কি?	
ভূমির ধরন (সরকারি, ব্যক্তিগত, ইজারা)	

প্রকল্পটি কি প্রভাব ফেলে?	হ্যাঁ/না
স্থানটিতে বর্তমানে কোনো বসতি আছে কি?	
স্থানটি নিয়ে কোনো নথিভুক্ত মোকদ্দমা আছে কি?	
প্রকল্প এলাকাটিতে সাধারণ জীবিকার ধরন আর প্রকল্পর স্থানটির মধ্যে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কি?	
প্রকল্পটির কারণে কোনো ব্যক্তির/খানার/কমিউনিটির কোনো ধরনের ভৌত বা অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি ঘটবে কি?	
আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক	
প্রকল্পটি কি আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত?	
আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিশ্বাসের উপর প্রকল্পটির কোনো প্রভাব আছে কি?	
আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবিকার উপর প্রকল্পটির কোনো প্রভাব আছে কি?	
স্থানটিতে কোনো বসতি থাকার প্রমাণ (বর্তমানে বা অতীতে) আছে কি?	
কোনো ব্যক্তির/খানার/কমিউনিটির (ভৌত বা অর্থনৈতিক) স্থানচ্যুতি ঘটার প্রয়োজন হবে কি?	
আদিবাসী জনগোষ্ঠী কোন ভাষা/গুলো ব্যবহার করে?	

(সামাজিক বাছাইয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে ঝুঁকি হ্রাস করার উপযুক্ত পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।)

বাছাই প্রতিবেদনটি তৈরি হয়েছে (মালিক কর্মকর্তা/কনসালট্যান্টের নাম) কর্তৃক :

………………………………………………………………
পদবী :
………
………
তারিখ : ……………………………
বাছাই প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা ও অনুমোদিত হয়েছে (ইডকল কর্মকর্তা/কনসালট্যান্টের নাম) কর্তৃক
……………………………………………
পদবী :
………
………………………………………
তারিখ : ……………………………

সংযোজনী-১৪ : সেচের পানির সাধারণ মান (বিশ্বব্যাংক)
(ফসলের ধরন অনুযায়ী পাল্টায়)

১. লবণাক্ততা (লবণ উপাদান)
স্পেসিফিক কনডাক্টিভিটি : ৩ mmhos/cm এর নিচে থাকতে হবে
মোট ডিজলবড সলিড পদার্থ : ২০০০ mg/l এর নিচে থাকতে হবে

২. লবণাক্ততা (ক্যাশনস এবং অ্যানিওনস)
সোডিয়াম : ৪০ me/l এর নিচে থাকতে হবে
বাইকার্বোনেট : ১০ me/l এর নিচে থাকতে হবে
ক্লোরাইড : ৩০ me/l এর নিচে থাকতে হবে
সালফেট : ২০ me/l এর নিচে থাকতে হবে

৩. পুষ্টি
No_3-N: ১০ mg/l এর নিচে থাকতে হবে
অ্যামোনিয়াম-নাইট্রোজেন : ৫ mg/l এর নিচে থাকতে হবে
ফসফেট-ফসফরাস : ২ mg/l এর নিচে থাকতে হবে

৪. বিবিধ
বোরোন : ০.২ mg/l এর নিচে থাকতে হবে
pH: ৬.৫ থেকে ৮.৪ সীমার মধ্যে থাকতে হবে

---
mg/l = milligram per liter = parts per million (ppm)
me/l = milliequivalent per liter (mg/l ÷ equivalent weight = me/l)

সংযোজনী-১৫ : প্রকল্পর পৃষ্ঠপোষক বাছাইয়ের শর্ত ও তাদের দায়িত্ব (জাইকা)

যথাযথ উপ-প্রকল্প নির্বাচন করার বাছাইয়ের শর্ত

- উপ-প্রকল্প 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫', 'পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি, ১৯৯৭' এবং 'লেড এসিড রিসাইক্লিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট রুল'সহ (এসআরও নম্বর ১৭৫-অ্যাক্ট/২০০৮) পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা মেনে চলবে।
- 'জাইকা নীতিমালা' মোতাবেক 'ক্যাটেগরি-এ'ভুক্ত উপ-প্রকল্প জাইকা-আরইডিপি থেকে বাদ যাবে।
- লাল ক্যাটেগরিভুক্ত উপ-প্রকল্পসহ যেগুলোর 'পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি, ১৯৯৭' অনুযায়ী ইআইএ প্রয়োজন হবে, সেসব উপ-প্রকল্প জাইকা-আরইডিপি থেকে বাদ যাবে।
- উপ-প্রকল্পর কারণে কোনো কিছুর ভৌত স্থানান্তর (physical relocation) দরকার হবে না।
- উপ-প্রকল্পর কারণে কোনো বন কাটার দরকার হবে না।
- বায়োমাস থেকে গ্যাস উৎপাদনকারী উপ-প্রকল্পকে ধোঁয়া, ধুলা, ছাই, আলকাতরার মতো উপজাত তৈরির মাধ্যমে স্বাস্থ্যর জন্য ঝুঁকি প্রতিরোধ করার উপযুক্ত পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইডকল এর ভূমিকা

- মূল্যায়ন পর্যায়ে কোনো উপ-প্রকল্প 'জাইকা নীতিমালা' মোতাবেক 'ক্যাটেগরি-এ'ভুক্ত কিনা তা চিহ্নিত করতে এবং পিও অথবা পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত পরিবেশগত বাছাই ফর্ম (পরে সংযুক্ত করা আছে) এবং ফিল্ড সার্ভের ভিত্তিতে সম্ভাব্য ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য ইডকল পরিবেশগত বাছাইকাজ পরিচালনা করে।
- ইডকল বাছাই ফর্ম এবং বাছাই কাজ এবং পরিবেশবিষয়ক ফলাফল, প্রকল্পটি মূল্যায়ন পর্যায়ে কোনো ক্যাটেগরিভুক্ত ছিল, সেসবসহ কার্যপরিচালনাকালের পরিবেশগত মনিটরিং বিষয়ক প্রতিবেদনসমূহ জাইকা'র কাছে জমা দেয়।
- ইডকল পিও অথবা পৃষ্ঠপোষকদের আইনি পরিবেশগত পদ্ধতি বিষয়গুলোর তত্ত্বাবধান করে ও সহায়তা দেয়।

পিও অথবা পৃষ্ঠপোষকদের দায়িত্ব

- পিও অথবা পৃষ্ঠপোষকরা পরিবেশগত বাছাই ফর্ম (পরে সংযুক্ত করা আছে) প্রস্তুত করে এবং সেটি ইডকল এর কাছে জমা দেয়।
- পিও অথবা পৃষ্ঠপোষকরা সংশ্লিষ্ট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশগত প্রক্রিয়াসমূহ পরিচালনা করে এবং সে বিষয়ক অগ্রগতি ও ফলাফল ইডকল এর কাছে জমা দেয়।
- পিও অথবা পৃষ্ঠপোষকরা পরিবেশগত মনিটরিং করে এবং তার ফলাফল ইডকল এর কাছে জমা দেয়।

সংযোজনী-১৬ : সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব এবং ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যবস্থা (জাইকা)

সাধারণ ও বিশেষ অবস্থার ভিত্তিতে এসব সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহ বিচার করা হয়েছে।

ক) এসএইচএস কর্মসূচি

প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদান	প্রভাব	ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যবস্থা
বর্জ্য	কার্যক্রম পরিচালনা পর্যায় : পুরনো ব্যাটারি সংগ্রহ করে রিসাইকেল করা হবে। তৎসত্ত্বেও, যেহেতু অনানুষ্ঠানিক খাত সংগ্রহ করার দায়িত্বে আছে, সেজন্য পুরনো ব্যাটারি অনুপযুক্ত স্থানে রয়ে যেতে পারে।	ইডকল 'ওয়ারেন্টির মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি বাতিল করা বিষয়ক নীতিমালা' তৈরি করেছে। ক্রেতা, পিও, এবং নির্মাতাদেরকে সে নীতিমালা পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে। ব্যাটারি সংগ্রহ করার অবস্থা চিহ্নিত করতে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর মনিটরিং পরিচালিত হবে।
দুর্ঘটনা	কার্যক্রম পরিচালনা পর্যায় : দুর্ঘটনাবশত বৈদ্যুতিক শকের ঝুঁকি।	পিওরা গ্রাহকদেরকে বিদ্যুত সম্পর্কিত প্রাথমিক নির্দেশনা প্রদান করবে।
গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন (জিএইচজি)	কার্যপরিচালনা পর্যায় : কার্যপরিচালনা পর্যায়ে, জিএইচজি নির্গমন হয়।	ঝুঁকি হ্রাস করার ও ক্ষতিপূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজন রয়েছে।

খ) সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প অংশ

প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদান	প্রভাব	ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যবস্থা
প্রতিবেশ (Ecosystem)	নির্মাণ পর্যায় : সাধারণ অবস্থায় প্রতিবেশ বা ইকোসিস্টেমের উপর প্রভাব পড়বে না। তৎসত্ত্বেও, প্রকল্পর স্থানের উপর ভিত্তি করে, হয়তো গাছ কাটার প্রয়োজন হতে পারে।	কোনো উপ-প্রকল্পে প্রাকৃতিক বন পরিষ্কার করার প্রয়োজন হলে, সেটিকে মূল্যায়ন পর্যায়েই বাদ দিতে হবে।
হাইড্রোলজি / পানির ব্যবহার	কার্যক্রম পরিচালনা পর্যায় : অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের ফলে হাইড্রোলজি বা জলব্যবস্থাতে প্রভাব পড়তে পারে।	প্রকল্প মালিক বা কৃষক দলগুলো আশপাশের এলাকার অভিজ্ঞতা এবং জলব্যবস্থা সম্পর্কিত জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে, পানি তোলা ও ব্যবহারের একটি সঠিক পরিকল্পনা তৈরি করবে।
পুনর্বাসন/ভূমি অধিগ্রহণ	সাধারণ অবস্থায় প্রাক-পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তার সম্ভাবনা নেই। তৎসত্ত্বেও, প্রকল্পর অবস্থানের কারণে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে।	কোনো উপ-প্রকল্পে বলপূর্বক পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা থাকলে, সেটিকে মূল্যায়ন পর্যায়েই বাদ দিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে হারানো জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
দরিদ্র মানুষ	কার্যক্রম পরিচালনা পর্যায় : প্রকল্পর অবস্থান ও পানির দামের উপর নির্ভর করে. দরিদ্র মানুষের উপর প্রভাব পড়তে পারে।	প্রকল্প মালিক বা কৃষক দলগুলো আশপাশের এলাকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, পানির দাম নির্ধারণের উপযুক্ত পদ্ধতি ঠিক করতে পারে। দাম নির্ধারণের পদ্ধতিটি

প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদান	প্রভাব	ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যবস্থা
		মূল্যায়ন পর্যায়েই পর্যালোচনা করতে হবে।
ভূমি ব্যবহার	নির্মাণ পর্যায় : প্রকল্পর স্থানের কারণে, কৃষি জমির সৌরশক্তি উৎপাদন (পিভি জেনারেশন) কাজে ব্যবহৃত হবার প্রয়োজন হতে পারে।	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে হারানো জমির জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
সামাজিক প্রতিষ্ঠান/অন্যায্য বন্টন/স্থানীয় সংঘাত	কার্যক্রম পরিচালনা পর্যায় : ভালো ধারাসম্পন্ন কৃষক দল এবং ঠিকভাবে পানি বরাদ্দ অথবা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, স্থানীয় সিদ্ধান্ত-প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ও সেচ ব্যবস্থার মূল্য নিয়ে সংঘাত হতে পারে।	প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষক বা কৃষক দলগুলো আশপাশের এলাকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, পানি বরাদ্দ এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গঠন করতে পারে। এই পরিকল্পনা এবং দায়িত্বশীল দলটির সেচ প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ করার সক্ষমতা মূল্যায়ন পর্যায়েই পর্যালোচনা করতে হবে। কোনো সেচ প্রকল্পর নতুন স্থাপনার ক্ষেত্রে, তার কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়গুলো নিয়মিত বিরতিতে মনিটর করতে হবে। ডিজেল পাম্প প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে, বিদ্যমান ব্যবহারকারীদের মধ্যকার প্রাথমিক বন্দোবস্ত মূল্যায়ন পর্যায়েই প্রদান করতে হবে।

গ) সৌরশক্তিচালিত মিনি-গ্রিড অংশ

প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদান	প্রভাব	ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যবস্থা
প্রতিবেশ (Ecosystem)	নির্মাণ পর্যায় : সাধারণ অবস্থায় প্রতিবেশ বা ইকোসিস্টেমের উপর প্রভাব পড়বে না। তা সত্ত্বেও, প্রকল্পর স্থানের উপর ভিত্তি করে, হয়তো গাছ কাটার প্রয়োজন হতে পারে।	কোনো উপ-প্রকল্পে প্রাকৃতিক বন পরিষ্কার করার প্রয়োজন হলে, সেটিকে মূল্যায়ন পর্যায়েই বাদ দিতে হবে।
পুনর্বাসন/ভূমি অধিগ্রহণ	প্রাক- নির্মাণ পর্যায় : বাজার সংলগ্ন এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে। প্রকল্পর অবস্থানের ভিত্তিতে অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসনের প্রয়োজন হতে পারে।	কোনো উপ-প্রকল্পে অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা থাকলে, সেটিকে মূল্যায়ন পর্যায়েই বাদ দিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে হারানো জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
অন্যায্য বন্টন/স্থানীয় সংঘাত	নির্মাণ পর্যায় : চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকলে, অন্যায্য বন্টন হতে পারে। বর্তমান বিদ্যুতের মূল্য আর সোলার মিনি-গ্রিড উৎপাদিত বিদ্যুতের মূল্যের মধ্যে বড় আকারের তফাত দেখা দিলে, ব্যবহারকারীদের মধ্যে সংঘাত দেখা দিতে পারে।	প্রকল্প মালিক পর্যাপ্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবস্থা স্থাপন করবেন এবং যথাযথ মূল্য নির্ধারণ করবেন। মূল্যায়ন পর্যায়েই সক্ষমতা ও মূল্যর পর্যালোচনা হতে হবে। প্রকল্পটির কার্যপরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিত বিরতিতে মনিটর হতে হবে।

ঘ) বায়োমাস দ্বারা গ্যাস উৎপাদন অংশ

প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদান	প্রভাব	ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যবস্থা
বায়ু দূষণ কাজ করার পরিবেশ (পেশাগত নিরাপত্তাসহ)	কার্যক্রম পরিচালনা পর্যায় : বায়োমাস দ্বারা গ্যাস উৎপাদনের ফলে বায়ু দূষণ হতে পারে। ধোঁয়া ও ধুলার মধ্যে ক্ষতিকর উপাদান থাকতে পারে এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি করতে পারে।	প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষককে খুব কার্যকর বায়ু শোধনকারী (ধোঁয়া শোধনের জন্য) যন্ত্রপাতি (precipitation equipment) এবং/অথবা ফিল্টার সিস্টেম স্থাপন করতে হবে। যন্ত্রপাতির ক্ষমতা ও বিবরণ মূল্যায়ন পর্যায়েই পর্যালোচনা করতে হবে। ধোঁয়া ও ধুলার মাত্রা, precipitation equipment, ফিল্টার সিস্টেম এবং শ্রমিক ও স্থানীয় অধিবাসীদের স্বাস্থ্যর অবস্থা নিয়মিত বিরতিতে মনিটর হতে হবে।
প্রতিবেশ (Ecosystem)	নির্মাণ পর্যায় : সাধারণ অবস্থায় প্রতিবেশ বা ইকোসিস্টেমের উপর প্রভাব পড়বে না। তা সত্ত্বেও, প্রকল্পর স্থানের উপর ভিত্তি করে, হয়তো গাছ কাটার প্রয়োজন হতে পারে।	কোনো উপ-প্রকল্পে প্রাকৃতিক বন পরিষ্কার করার প্রয়োজন হলে, সেটিকে মূল্যায়ন পর্যায়েই বাদ দিতে হবে।
স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার স্থানীয় স্বার্থের সংঘাত	কার্যক্রম পরিচালনা পর্যায় : ধানের কুড়া যেহেতু শক্তি, কমপোস্ট, গোখাদ্য, এবং মুরগি খামারে ব্যবহৃত হয়; তাই ধানের কুড়া দিয়ে গ্যাস উৎপাদনের ফলে এ ধরনের ব্যবহারের উপর প্রভাব পড়তে পারে এবং ধানের কুড়ার স্থানীয় ব্যবহারকারীদের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত উদ্ভব হতে পারে।	ধানের কুড়ার বিদ্যমান ব্যবহারের উপর প্রভাব না ফেলে কুড়া সংগ্রহ করার একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা নিতে হবে প্রকল্প মালিককে। মূল্যায়ন পর্যায়েই সংগ্রহ পরিকল্পনাটির পর্যালোচনা হতে হবে।

ঙ) বায়োগ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদন অংশ

প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদান	প্রভাব	ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যবস্থা
পানি দূষণ	কার্যক্রম পরিচালনা পর্যায় : যেহেতু বর্জ্য পানি ব্যবস্থাটির মধ্যেই শোষিত হয়ে যাবে, তাতে করে পরিবেশের উপর চাপ কমবে। তা সত্ত্বেও, গাদজাতীয় উপাদানের যথাযথ ব্যবস্থপনার অভাবে পানি দূষণ ঘটতে পারে।	প্রকল্প মালিককে পর্যাপ্ত সুবিধাদি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
দুর্ঘটনা	কার্যক্রম পরিচালনা পর্যায় : অকিঞ্চিত সুবিধা অথবা অপর্যাপ্ত ব্যবহারের কারণে দুর্ঘটনাবশত গ্যাস বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।	প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষককে পর্যাপ্ত সুবিধাদি স্থাপন করতে হবে। ব্যবস্থপনা কর্মীদের অপারেটরদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে। মূল্যায়ন পর্যায়েই প্রকল্পটির নকশা পর্যালোচনা হতে হবে।

সংযোজনী-১৭ : পরিবেশগত বাছাই ফর্ম (জাইকা)

(সূত্র : http://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/guideline/ref.html)

প্রস্তাবিত প্রকল্পর নাম :

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংগঠন, প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষক অথবা বিনিয়োগকারী কোম্পানি :

নাম, ঠিকানা, সংগঠন, এবং দায়িত্বশীল কার্যালয়ে কনটাক্ট পয়েন্ট (যোগাযোগের জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তি) :

নাম :

ঠিকানা :

সংগঠন :

টেলিফোন : ফ্যাক্স : ই-মেইল :

তারিখ : স্বাক্ষর :

নিচের বিষয়গুলোর উত্তর দিন *(প্রকল্প সংক্রান্ত বিস্তারিত যেখানে এখনও নির্ধারিত হয়নি, সেখানে 'পরবর্তী সময়ে জানানো হবে' লিখুন।)*

প্রশ্ন ১ : প্রকল্প স্থানের ঠিকানা

প্রশ্ন ২ : প্রকল্পর আকার এবং বিষয় (আনুমানিক এলাকা, ফ্যাসিলিটিজ এরিয়া, উৎপাদন, উৎপাদিত বিদ্যুত, প্রভৃতি)

২-১. প্রকল্পর বিবরণ (আকার এং বিষয়)

২-২. প্রকল্পর জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো কিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে?
প্রকল্পটি কি উচ্চতর কর্মসূচি/নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
[ ] হ্যাঁ : অনুগ্রহ করে উচ্চতর কর্মসূচি/নীতি বর্ণনা করুন।
( )

[ ] না

২-৩. এই আবেদনের আগে প্রকল্প উদ্যোক্তা কি কোনো বিকল্প ভেবেছিলেন?
[ ] হ্যাঁ : অনুগ্রহ করে বিকল্পর রূপরেখা দিন।
( )

[ ] না

২-৪. এই আবেদনের আগে প্রকল্প উদ্যোক্তা কি প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কোনো সভার আয়োজন করেছিলেন?

[ ] বাস্তবায়িত হয়েছিল [ ] বাস্তবায়িত হয়নি

বাস্তবায়িত হয়ে থাকলে, অনুগ্রহ করে স্টেকহোল্ডারদের খোপে টিক দিন :

[ ] প্রশাসনিক সংস্থা [ ] স্থানীয় বাসিন্দা [ ] এনজিও [ ] অন্য

( )

প্রশ্ন ৩ :
প্রকল্পটি নতুন, নাকি চলমান? চলমান প্রকল্পর ক্ষেত্রে, আপনি কি স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে জোরালো কোনো অভিযোগ অথবা অন্য কোনো মন্তব্য পেয়েছেন?

[ ] নতুন [ ] চলমান (অভিযোগসহ) [ ] চলমান (অভিযোগহীন)

[ ] অন্য ( )

প্রশ্ন ৪ :
প্রকল্পটির জন্য আইন বা হোস্ট কান্ট্রির নীতিমালানুযায়ী কোনো পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ), প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা (আইইই) প্রয়োজন হবে কি? প্রয়োজন হলে, ইআইএ বাস্তবায়িত হয়েছে, না হবে? ইআইএ প্রয়োজন হলে, নিচের খোপে টিক দিয়ে, তার কারণ নির্দেশ করুন।

[ ] প্রয়োজনীয়তা [ ] বাস্তবায়িত [ ] চলমান/পরিকল্পনা করা হয়েছে)

(কেন ইআইএ করা প্রয়োজন :)

[ ] প্রয়োজন নেই [ ] অন্য (ব্যাখ্যা করুন)

প্রশ্ন ৫ :
প্রকল্পটির জন্য পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) করা হয়ে থাকলে, ইআইএ'টি হোস্ট কান্ট্রির সংশ্লিষ্ট আইন দ্বারা অনুমোদিত কি? অনুমোদিত হলে, অনুমোদনের তারিখ এবং উপযুক্ত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নাম দিন.

[ ] অনুমোদিত, কোনো সম্পূরক শর্ত ছাড়া	[ ] অনুমোদিত, সম্পূরক শর্তসহ	[ ] যাচাই প্রক্রিয়াধীন

(অনুমোদনের তারিখ : উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ :)

[ ] বাস্তবায়নাধীন

[ ] বাছাই প্রক্রিয়াধীন, এখনও শুরু হয়নি

[ ] অন্য ( )

প্রশ্ন ৬ : প্রকল্পটির জন্য ইআইএ ব্যতীত, পরিবেশ এবং সমাজবিষয়ক অন্য কোনো সনদ প্রয়োজন হলে, সেই সনদপত্রের নাম উল্লেখ করুন অনুগ্রহ করে। সেটি কি অনুমোদিত হয়েছে?

[ ] ইতোমধ্যে সনদপ্রাপ্ত
সনদপত্রের না ( )

[ ] সনদপত্রের প্রয়োজন, কিন্তু এখনও অনুমোদন হয়নি

[ ] প্রয়োজন নেই

[ ] অন্য ( )

প্রশ্ন ৭ :
নিচে উল্লেখিত এলাকাগুলোর কোনোটি কি প্রকল্প স্থানের ভেতরে বা আশপাশে?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

উত্তর হ্যাঁ হলে, প্রযোজ্য উত্তরে টিক চিহ্ন দিন।

[ ] জাতীয় উদ্যান, সরকার ঘোষিত সংরক্ষিত এলাকা (তটরেখা, জলাভূমি, নৃ অথবা আদিবাসীগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত এলাকা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য)

[ ] সুপ্রাচীন বন, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্য

[ ] প্রতিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বসতি (কোরাল রীফ, ম্যানগ্রোভ জলাভূমি, প্লাবনভূমি. প্রভৃতি)

[ ] স্থানীয় আইনে এবং অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে এমন বিপন্ন প্রাণীদের আবাসভূমি

[ ] বিপুল আকারে ভূমিক্ষয় বা লবণাক্ততা বৃদ্ধির ঝুঁকিতে আছে এমন এলাকা

[ ] উল্লেখযোগ্যভাবে মরুময়তাপ্রবণ এলাকা

[ ] প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং/অথবা সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন এলাকা

[ ] সংখ্যালঘু, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, অথবা সনাতনী জীবনধারাসম্পন্ন যাযাবর জনগোষ্ঠীর মানুষ; অথবা বিশেষ মূল্যসম্পন্ন এলাকা

প্রশ্ন ৮ : প্রকল্পটি কি নিচে উল্লেখিত কোনোটিকে অন্তর্ভুক্ত করে?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

উত্তর হ্যাঁ হলে, প্রযোজ্য উত্তরে টিক চিহ্ন দিন।

[ ] অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসন (আকার : ঘরবাড়ি, ব্যক্তি)

[ ] ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন (আকার : কিউবিক মিটার/বছর)
[ ] ভূমি উদ্ধার, ভূমি উন্নয়ন, এবং/অথবা ভূমি-সাফকরণ (আকার : হেক্টর)

[ ] গাছ কাটা (আকার : হেক্টর)

প্রশ্ন ৯ : অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত এবং সামাজিক বিরূপ প্রভাব চিহ্নিত করুন এবং তার রূপরেখা বর্ণনা করুন

[ ] বায়ুদূষণ	[ ] অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসন
[ ] পানিদূষণ	[ ] স্থানীয় অর্থনীতি, যেমন, কর্মসংস্থান, জীবিকা, ইত্যাদি
[ ] মাটিদূষণ	[ ] ভূমি ব্যবহার এবং স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার
[ ] বর্জ্য	[ ] সামাজিক কাঠামো এবং স্থানীয় সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রতিষ্ঠানের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠান
[ ] শব্দ ও কম্পন	[ ] বিদ্যমান সামাজিক অবকাঠামো এবং সেবাসমূহ
[ ] ভূউপরিস্থ বস্তু/উপাদান	[ ] দরিদ্র, আদিবাসী, বা নৃগোষ্ঠী
[ ] আপত্তিকর দুর্গন্ধ	[ ] উপকার ও ক্ষতির অন্যায্য বন্টন
[ ] ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য	[ ] নিচে পলি পড়া
[ ] বায়োটা এবং প্রতিবেশ	[ ] স্থানীয় স্বার্থের সংঘাত
[ ] পানির ব্যবহার	[ ] জেন্ডার
[ ] দুর্ঘটনা	[ ] শিশু অধিকার
[ ] বৈশ্বিক উষ্ণায়ন	[ ] সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
[ ] সংক্রামক ব্যাধি, যেমন, এইচআইভি/এআইডিএস	[ ] অন্যান্য ( )

সংশ্লিষ্ট প্রভাবের রূপরেখা ( )

প্রশ্ন ১০ : প্রকল্পটির ক্ষেত্রে ঋণ প্রযোজ্য হলে, যেমন, দুই-ধাপের ঋণ অথবা খাতভিত্তিক ঋণ, তাহলে কি উপ-প্রকল্প বর্তমান সময়ে নির্দিষ্ট থাকতে পারবে?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

উত্তর হ্যাঁ হলে, প্রযোজ্য উত্তরে টিক চিহ্ন দিন।

প্রশ্ন ১১ : তথ্য প্রকাশ করা এবং স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সভা প্রসঙ্গে, যদি জাইকা'র পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচনাসমূহের শর্ত থাকে, তাহলে প্রকল্প মালিক কি এ নীতিমালা অনুসরণ করে তথ্য প্রকাশ করা এবং স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সভা করতে ইচ্ছুক?

বাছাই পর্যায়ে ক্যাটেগরির ধরন : ☐এ ☐বি ☐সি
(এই ক্যাটেগরির ধরন পরবর্তী পর্যায়ে পর্যালোচনা করা হবে)

নোট : পিও অথবা পৃষ্ঠপোষক প্রাথমিকভাবে এই বাছাই ফর্মটি পূরণ করবে এবং ইডকল মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে সেটি পর্যালোচনা করবে।

সংযোজনী-১৮ : পরিবেশগত নমুনা স্কোপিং ফর্ম (জাইকা)

(উপ-প্রকল্পর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এ ছকটিকে প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করা যেতে পারে)

নম্বর	প্রভাবের বিষয়	মূল্যায়ন		কারণ/মন্তব্য
		প্রাক-নির্মাণ ও নির্মাণ পর্যায়	কার্যপরিচালনার পর্যায়	
দূষণ				
১	বায়ুদূষণ			
২	পানিদূষণ			
৩	বর্জ্য			
৪	মাটিদূষণ			
৫	শব্দ ও কম্পন			
৬	ভূউপরিস্থ বস্তু/উপাদান			
৭	আপত্তিকর দুর্গন্ধ			
৮	নিচে পলি পড়া			
প্রাকৃতিক পরিবেশ				
৯	সংরক্ষিত এলাকা			
১০	প্রতিবেশ			
১১	হাইড্রোলজি /পানির ব্যবহার			
১২	ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য			
সামাজিক পরিবেশ				
১৩	পুনর্বাসন/ভূমি অধিগ্রহণ			
১৪	দরিদ্র মানুষ			
১৫	সংখ্যালঘু নৃগোষ্ঠী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী			
১৬	স্থানীয় অর্থনীতি, যেমন, কর্মসংস্থান, জীবিকা, ইত্যাদি			
১৭	ভূমি ব্যবহার এবং স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার			
১৮	পানির ব্যবহার			
১৯	বিদ্যমান সামাজিক অবকাঠামো এবং সেবাসমূহ			
২০	সামাজিক প্রতিষ্ঠান			
২১	উপকার ও ক্ষতির অন্যায্য বন্টন			
২২	স্থানীয় স্বার্থের সংঘাত			
২৩	সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য			
২৪	ল্যান্ডস্কেপ			
২৫	জেন্ডার			
২৬	শিশু অধিকার			
২৭	সংক্রামক ব্যধি, যেমন, এইচআইভি/এআইডিএস			
২৮	কাজের পরিবেশ			
২৯	দুর্ঘটনা			

নম্বর	প্রভাবের বিষয়	মূল্যায়ন		কারণ/মন্তব্য
		প্রাক-নির্মাণ ও নির্মাণ পর্যায়	কার্যপরিচালনার পর্যায়	
অন্যান্য				
৩০	আন্তঃদেশীয় সীমান্তের প্রভাব অথবা জলবায়ু পরিবর্তন			

এ+/-: তাৎপর্যপূর্ণ ইতিবাচক/নেতিবাচক প্রভাব প্রত্যাশিত
বি+/-: কিছু মাত্রায় ইতিবাচক/নেতিবাচক প্রভাব প্রত্যাশিত
সি+/-: ইতিবাচক/নেতিবাচক প্রভাবের মাত্রা অজ্ঞাত। (আরো পরীক্ষা প্রয়োজন এবং স্টাডি অগ্রসর হবার মাধ্যমে প্রভাব ব্যাখ্যা করা যাবে।)
ডি /-: কোনো প্রভাব প্রত্যাশিত নয়।

সংযোজনী-১৯ : উপ-প্রকল্প 'আদার রিনিউয়েবল এনার্জি কমপোন্টেস' এর পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য (ইএইচ সম্পর্কিত কিছু নির্বাচিত বিষয় (কেএফডব্লউ)

মিনি-গ্রিড প্রকল্পসমূহ :

- ইডকল এর জন্য পৃষ্ঠপোষকের একটি রিসাইক্লিং পরিকল্পনা থাকতে হবে, যার মধ্যে ব্যাটারি রিসাইকেল করার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। রিসাইক্লিং চাহিদার বাস্তবায়ন ইডকল কর্তৃক মনিটর করা হবে।

সোলার ইরিগেশন প্রকল্পসমূহ :

- ইডকল অবশ্যই পানির গুণগত মান বিষয়ক তথ্য (লবণাক্ততা, আর্সেনিকদূষণ, ইত্যাদিসহ) প্রকল্প যাচাই সংক্রান্ত নথিতে অন্তর্ভুক্ত করবে; মনিটরিংয়ের জন্য পরিদর্শনকালে লবণাক্ততা/দূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং পানি লবণাক্ত অথবা ব্যবহারের জন্য নিরাপদ নয় এমন স্থানের প্রকল্পকে নাকচ করবে।
- প্রকল্প যাচাই প্রক্রিয়াকালে এবং সেচপাম্পের আকার চূড়ান্ত করার আগে, ইডকলকে মূল্যায়ন করে দেখতে হবে যে, ভূগর্ভ থেকে কী পরিমাণ পানি টেকসইভাবে উত্তোলন করা যেতে পারে। সে অনুযায়ী পিভি প্যানেলের আকার ঠিক করা দরকার হবে।
- স্থানীয় পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করার জন্য যেহেতু যথেষ্টভাবে দক্ষতার দরকার হবে, তাই পরিবেশগত বিশ্লেষণের জন্য শুধুমাত্র স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সাক্ষাতকারের উপর নির্ভর করা যাবে না।

বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প :

- ইডকল একটি সামগ্রিক স্লারি ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা (slurry management plant) চাইবে। এর বাস্তবায়ন নিয়মিতভাবে মনিটর করা হবে (উদাহরণ, প্ল্যান্ট চালু হবার পর, ছয় মাস পর, দুই বছর পর, চার বছর পর, ইত্যাদি)।
- অধিকন্তু, নির্মাণের সময়ই অথবা পরিচালনা শুরুর ছয় মাসের মধ্যে সেখানে একটি সার প্ল্যান্ট থাকতে হবে। বিকল্প হিসেবে, যাচাই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, কোনো সার কোম্পানির সঙ্গে স্লারি কিনে নেবার চুক্তি থাকার প্রয়োজন হবে।
- যেসব এলাকায় জৈব সার ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানকার মাটির মান মনিটর করা।
- বাংলাদেশে মুরগি খামারের পরিবেশগত পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা। স্থানীয় পরিবেশের উপর বড় আকারের মুরগি খামারের প্রভাবের ঝুঁকি হ্রাস করতে, এ কর্মসূচির অধীনে শুধুমাত্র ছোট আকারের খামার (উদাহরণ, ৫০,০০০ মুরগির) অন্তর্ভুক্ত করার এবং যাচাই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মুরগির জন্য জায়গা ও থাকার ব্যবস্থা পরীক্ষার সুপারিশ করা হয়েছে।

সংযোজনী-২০ : উপজাতি জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কাঠামো

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর (ইডকল) রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আরইআরইডিপি) এর প্রধান লক্ষ্য হলো নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব কক্তিতে গ্রামীণ এলাকার অভিগমত্য বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটি নিম্নলিখিত বিষয়ে সহায়তা প্রদান করে :

- নবায়নযোগ্য শক্তি, সোলার হোম সিস্টেমস এবং অন্যান্য পন্থার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতে অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে,
- রান্নার জন্য আরো বেশি পরিমাণে শক্তি সাশ্রয়ী চুলা ও শক্তি বিতরণে,
- বিদ্যুৎ খাতের কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির উন্নয়নে।

বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইনের (grid electricity) মাধ্যমে বিদ্যুত সরবরাহ করা অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় বা উপযুক্ত নয়, সেরকম প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতে মানুষের অভিগম্যতা বাড়াতে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত অর্থায়ন (AF) অবদান রাখবে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাহীন প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে আলো ও অন্যান্য মৌলিক সুবিধাদির প্রয়োজন মেটাতে বিদ্যুতের উৎস হিসেবে বিশ্বব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট বাংলাদেশের সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস) কর্মসূচিটি একটি উপযুক্ত উপায় হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। চলতি নবায়যোগ্য শক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে এসএইচএস স্থাপিত হয়েছে এবং প্রস্তাবিত রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বা আরইআরইডিপি–২ প্রকল্পের অতিরিক্ত অর্থায়ন (এএফ) এ কাজে সহায়তা অব্যাহত রাখবে। উপরন্তু, রুরাল এরিয়া পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমস (আরএপিএসএস) গাইডলাইনস ২০০৭-এর অধীনে গ্রামীণ বাজার ও ছোট ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলোর বিদ্যুতের বাণিজ্যিক চাহিদা নবায়নযোগ্য শক্তিভিত্তিক মিনিগ্রীড স্থাপনের মাধ্যমে মেটানো হবে। আরইআরইডি–২ এএফ গৃস্থালি রান্নার কাজে পরিবেশবান্ধব উপায় হিসেবে শক্ত সাশ্রয়ী উন্নতচুলা (ICS), অ্যাডভান্সড কমবাশন স্টোভ (advanced combustion stoves), এবং বায়োগ্যাসের জন্য সহায়তা প্রদান করবে। অধিকন্তু, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইডকল সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প, সৌরশক্তিভিত্তিক মিনি-গ্রিড, পরিবেশবান্ধব শক্তির উৎসে অভিগমত্য বাড়াতে, সৌরশক্তিভিত্তিক ক্ষুদ্রাকার বিদ্যুত সরবরাহ ব্যবস্থা, বায়োগ্যাস এবং বায়োমাসভিত্তিক বিদ্যুত প্রকল্পগুলোকে সহায়তা করছে।

সারণি-১: লক্ষ্যমাত্রাসহ ইডকল এর আরইআরইডিপি'র সেবাসমূহ	
প্রকল্প/কর্মসূচি	**লক্ষ্যমাত্রা (বছরসহ সংখ্যা)**
এসএইচএস কর্মসূচি	৬০ লাখ। ২০১৬ সালের মধ্যে
গার্হস্থ্য বায়োগ্যাস কর্মসূচি	১০০,০০০। ২০১৬ সালের মধ্যে
উন্নতচুলা (আইসিএস) কর্মসূচি	১০ লাখ। ২০১৬ সালের মধ্যে
সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচযন্ত্র কর্মসূচি	১,৫৫০। ২০১৬ সালের মধ্যে
সৌরশক্তিভিত্তিক মিনি-গ্রিড	৫০। ২০১৬ সালের মধ্যে
বায়োমাসভিত্তিক গ্যাস উৎপাদন প্রকল্প	৩০। ২০১৬ সালের মধ্যে
বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুত প্রকল্প	৪৫০। ২০১৬ সালের মধ্যে

বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষাসমূহ : প্রাসঙ্গিক নীতিমালাসমূহ

ইডকল এবং আরইআরইডিপি'তে অংশগ্রহণকারী সকল প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন সহযোগী ও স্টেকহোল্ডাররা একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ইএসএমএফ গ্রহণ করতে একমত হয়েছে, যা বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশগত ও সামাজিক সকল প্রযোজ্য আইনকে মেনে এ প্রকল্পের প্রতিটি উপ-অংশের প্রয়োজনীয় অর্থায়ন প্রক্রিয়াজাত করতে সহায়ক পরিবেশগত এবং সামাজিক দিকসমূহকে নির্ধারণ করে।

বিশ্বব্যাংকের ওপি/বিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি ক্যাটেগরি-বি পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। যেহেতু প্রকল্পটির সকল অংশ সবুজ ক্যাটেগরির এবং শুধুমাত্র মিনি-গ্রিড কমলা-খ ক্যাটেগরির হবে, তাই পরিবেশগত সুরক্ষা নীতিমালা ওপি/বিপি ৪.০১ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে। এ প্রকল্পতে কোনো ধরনের অনিচ্ছামূলক পুনর্বাসন অথবা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ প্রভাবকে অনুমোদন করা হবে না। সুতরাং ওপি ৪.১২ প্রকল্পটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

প্রকল্পর পূর্ববর্তী পর্যায়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত নীতি ওপি ৪.১০ প্রযোজ্য না হলেও, বর্তমানে প্রকল্প এলাকার মধ্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপকারভোগী অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে বর্তমান পর্যায়ে এটি প্রযোজ্য হবে। নিজস্ব কার্যপরিচালনায় পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার উদ্দেশ্যে ইডকল সাংগঠনিক রূপরেখার (organogram) মধ্যে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইডকল'কে ওপি ৪.১০ (OP 4.10) অনুসরণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সচেতনতা বৃদ্ধি, সমাবেশিকরণ এবং প্রশিক্ষণগুলোকে সংগঠিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে যাতে করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আইনগত অধিকার ও সুবিধাদি এবং প্রথা ও রীতিনীতি ক্ষতিগ্রস্ত বা বিঘ্নিত না করে বরং সেগুলোকে পর্যাপ্তভাবে মেনে চলা হয়। সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সচেতনতা বৃদ্ধি, সমাবেশিকরণ এবং প্রশিক্ষণগুলোকে অবশ্যই সংগঠিত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় অথবা মূল জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদিবাসী মানুষদের বাছাই করতে এবং প্রকল্পভিত্তিক সুনির্দিষ্ট সামাজিক প্রভাব নিরূপণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করা প্রয়োজন।

বিশ্বব্যাংক নীতির ফলাফল : উপ-প্রকল্প-নির্দিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক যাচাই, এবং দরকার মতো উপযুক্ত ঝুঁকি হ্রাস করার পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হবে। ইডকল প্রতিটি যাচাই/নিরূপণ কাজ পর্যালোচনা করবে এবং নিয়মিতভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন মনিটর করবে।

২. বাংলাদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠী/ উপজাতি জনগোষ্ঠী :

বর্তমান আদিবাসী জনগোষ্ঠী নীতিতে (মে ২০০৫) স্বীকৃত দেয়া হয়েছে যে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিশিষ্ট পরিচয় এবং সংস্কৃতি তারা যে ভূমিতে বাস করে এবং যে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের জীবন নির্বাহ হয়, তার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। এ নীতি অনুযায়ী, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনকে প্রভাবিত করে এমন কোনো উন্নয়ন প্রকল্প নেবার আগে গ্রহীতা-সরকারকে (client governments) খোলাখুলি ও বিস্তারিতভাবে তথ্য জ্ঞাপনমূলক প্রাক-আলোচনার মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের বৃহত্তর অংশের সমর্থন নেয়া প্রয়োজন

বাংলাদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোকে প্রায়শই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, উপজাতি, পাহাড়ি এবং বনে বাসকারী মানুষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সরকারি সংজ্ঞা অনুযায়ী এই ডকুমেন্টটিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে উপজাতি জনগোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করা হবে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার প্রায় ৮৫% মুসলমান এবং অন্যদের মধ্যে রয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। ৯৯% এর বেশি মানুষ বাংলাতে কথা বলে। বাঙালি জাতি হিসেবে পরিচিত মানুষদের এই মিল থাকা সত্ত্বেও, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রামে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক (বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ০.৪৫%) সংখ্যালঘু নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ, নৃতাত্ত্বিকভাবে যারা 'মঙ্গোলয়েড' গোষ্ঠীভুক্ত, ভৌগলিকভাবে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরের জায়গাতে বসবাস করে। এ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের মধ্যে বড় তিনটি উপজাতি হচ্ছে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা, যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি মোট জনসংখ্যার ৮৮ ভাগের বেশি। অন্য উপজাতি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রয়েছে তঞ্চঙ্গা, ম্রো, বম, পাংখু, চাক, খেয়াং, লুসাই এবং খুমি। ২০১১ সালের প্রাথমিক আদমশুমারি অনুযায়ী নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জনসংখ্যানুযায়ী প্রথমে রয়েছে চাকমা জনগোষ্ঠীর৪,৪৪৭৪৮ জন, তারপর দ্বিতীয় স্থানে আছে মারমা উপজাতি গোষ্ঠীর ২,০২,৯৭৪ জন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া আরো কিছু নৃগোষ্ঠীর মানুষ আছেন দেশের উত্তর-পশ্চিমের ময়মনসিংহ এবং সিলেট অঞ্চলে। এ অঞ্চলে উপজাতিগুলোর মানুষরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন এবং মূল জনসংখ্যার বাঙালিদের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। উত্তর-পূর্বে আছেন মিয়ানমার বংশোদ্ভূত রাখাইনরা, যারা বর্তমানে কক্সবাজারে বসবাস করেন।

সারণি-২ : বাংলাদেশে উপজাতি জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকাসমূহ				
	উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাসমূহ	**প্রধান উপজাতিসমূহ**	**মোট জনসংখ্যার % ভাগ**	**জেলার জনসংখ্যার % ভাগ**
ক্রমিক	সমতলভূমি			
১.	রাজশাহী বিভাগ : নওগাঁ, দিনাজপুর, রাজশাহী এবং জয়পুরহাট জেলা	সাঁওতাল, মুণ্ডা এবং ওঁরাও	৩৬	৪
২.	সিলেট বিভাগ : মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জ জেলা	খাসিয়া, মনিপুরি, পাত্র, গারো এবং ত্রিপুরা	৮	৩
৩.	ঢাকা বিভাগের মধুপুর অঞ্চল	গারো ও মান্দি	৭	২
৪.	বরিশাল বিভাগের পটুয়ালি এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার	রাখাইন	৬	
৫.	খুলনা বিভাগের সুন্দরবন	মুণ্ডা	২	
	পার্বত্য অঞ্চল			
৬.		চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও অন্যান্য	৪১	৪৪
		মোট	**১০০**	

সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ২০০১

Figure 1: Distribution of IPs in Bangladesh

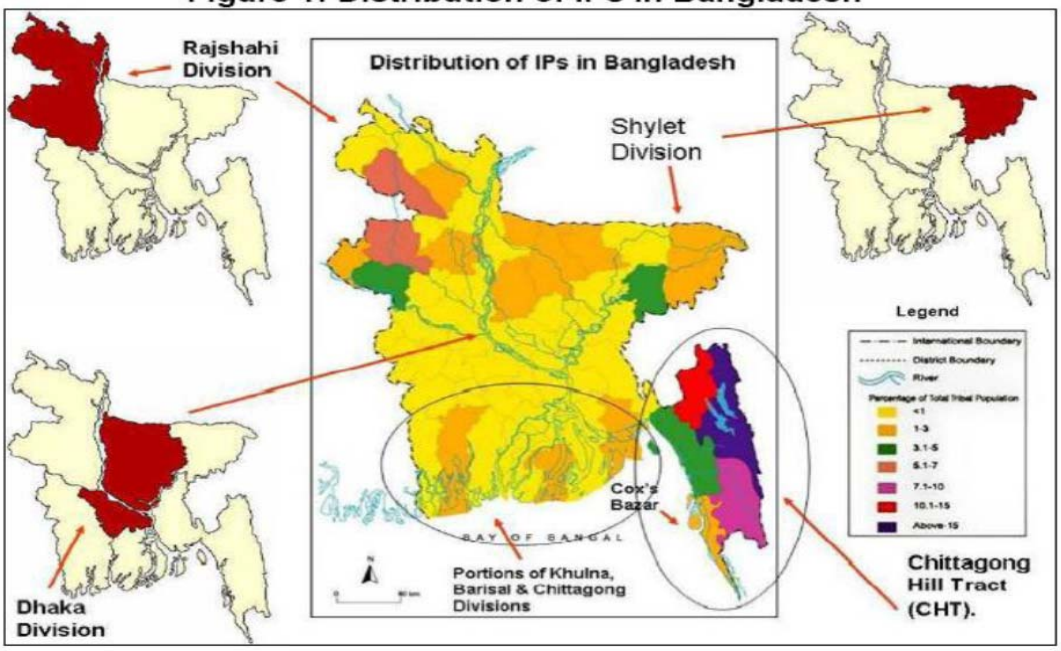

৩. আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নীতিকাঠামো :

আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা :

স্থানীয়ভাবে উপজাতীয়রা সুপরিচিত হলেও, ইডকল এবং পিও'রা আনুষ্ঠানিক পরিচিতির জন্য নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পরীক্ষা করে দেখবে :

- কোনো বিশিষ্ট গোত্র-সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হিসেবে নিজের পরিচয় দেয়া এবং অন্যদের দ্বারা সে পরিচয়ের স্বীকৃতি;
- প্রকল্প এলাকাতে নির্দিষ্ট ভৌগলিক বসতি অথবা পূর্ব-পুরুষের জায়গায় এবং সে বসতি এবং জায়গার প্রাকৃতিক সম্পদে যৌথ সম্পৃক্ততা (Collective attachment) ।
- প্রথাগত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যেগুলো প্রাধান্যকারী সমাজ এবং সংস্কৃতি থেকে আলাদা; এবং
- উপাজাতীয় ভাষা, সচারচর যা দেশ বা অঞ্চলের ভাষা থেকে আলাদা।

ঝুঁকি হ্রাস করা এবং উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাদি :
পরামর্শ করার কৌশল

পূর্ববতী প্রকল্পর অভিজ্ঞতা পিওসহ সকল ক্রেতার জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে উপকারি বলে প্রতিভাত হয়েছে। প্রকল্পর সেবাসমূহ সকল ইচ্ছুক-ক্রেতার জন্য সম্পূর্ণ বাণিজ্যিকভিত্তিতে পাওয়া যায়।

নিজেদের বাজারের আকার বাড়াবার জন্য সর্বোচ্চসংখ্যক খরিদ্দার বা গ্রাহকের কাছে পৌঁছানো যেহেতু পিও'দের লক্ষ্য, তাই কাউকে বাদ দেবার কোনো সুযোগ এখানে নেই। প্রকৃতপক্ষে, বিক্রির কৌশল হিসেবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পিও'রা এগিয়ে যায়। কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে এড়াতে বা কমাতে, এবং একই সঙ্গে উপজাতীয়দের জন্য উপকার নিশ্চিত করার জন্য, ইডকল'কে নির্দিষ্ট কিছু কর্মকাণ্ডের নির্বাচন ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নিচের মৌলিক নীতিগুলো প্রয়োগ করতে হবে :

- সাধারণভাবে উপজাতীয় কমিউনিটি এবং তাদের সংগঠন যেন কোনোভাবে কোনো কার্যপরিচালনা নির্বাচন, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াতে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করা।
- উপজাতীয় কমিউনিটির সঙ্গে মিলিতভাবে সযত্নে সম্ভাব্য প্রভাবের প্রকৃতি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা যাচাই করে দেখা এবং কোনো ধরনের বিরূপ প্রভাব এড়ানো বা কমানোর বিকল্প খুঁজে দেখা।
- উপজাতি কমিউনিটি, কমিউনিটির বয়োজ্যেষ্ঠ/নেতা, প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন, এনজিও/সিবিও/ভিও'দের মতো সিভিল সোসাইটি সংগঠন এবং উপজাতীয় বিষয়ে আগ্রহী বা জ্ঞানসম্পন্ন অন্য যারা আছে; তাদেরকে নিয়ে একটি নিবিড় পরামর্শ প্রক্রিয়া এবং যোগাযোগ কৌশল গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে ইডকল।

পরামর্শ প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য ও পরিধি; উপজাতি কমিউনিটির উপর সম্ভাব্য প্রধান বিরূপ প্রভাব (এবং তাদের জন্য কী উপকার হতে পারে); প্রভাবের উপর উপজাতি কমিউনিটির নিজস্ব ধারণা এবং তাদের অভিমত; বিরূপ প্রভাবের ঝুঁকি হ্রাস করাসহ ইডকল যেসব সুযোগের প্রসার ঘটাতে পারে সেগুলো সম্পর্কে প্রাথমিক মূল্যায়ন।

সাধারণ মানুষের উপকারের লক্ষ্যে প্রকল্পর সকল কাজ নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয়, কিন্তু স্থানীয় বা নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় পরিচালিত সচেতনতামূলক প্রচারণা (পোস্টার, কর্মশালা, ইত্যাদি) উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষভাবে ইতিবাচক ফল দিতে পারে।

পূর্ণাঙ্গভাবে জ্ঞাত থাকার পরিবেশের মধ্যে পরিচালিত পরামর্শ এবং তথ্য বিতরণের জন্য যা প্রয়োজন, ইডকল এবং সংশ্লিষ্ট পিও'রা উপজাতি জনগোষ্ঠীকে সেজন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবার সম্ভাবনা থাকলে তা সহ সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য তাদেরকে দেবে। পরামর্শ প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার জন্য ইডকল ও পিও'রা নিচের যে পদক্ষেপগুলো নিতে পারে :

- কাজ নির্বাচন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সময় সংলাপ চালাবার জন্য একটি সময়সূচি ঠিক করা এবং কোনো কাজের ফলে সর্বজনীন সম্পত্তি বা সম্পদে তাদের অভিগম্যতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে, সে বিষয়ে তাদের অভিমত ও চাওয়া খোলাখুলিভাবে বলতে পারে, সেভাবে পরামর্শ করা।
- সাধারণভাবে পুরো কমিউনিটির সাথে আলোচনার পাশাপাশি উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংগঠনগুলো, বিভিন্ন প্রজন্ম ও নারীদের প্রতিনিধিত্বকারীসহ অন্যান্য ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ; এবং সেবাগুলো উপজাতীয় স্বার্থে কিভাবে প্রভাব ফেলতে পারে সে জ্ঞানসম্পন্ন এনজিওদের মতো সিভিল সোসাইটির সঙ্গে পরামর্শ করা।

উপরিল্লিখিত নীতিগুলো মেনে চলা নিশ্চিত করতে ইডকল প্রকল্পর কার্যক্রমকে যাচাই করে দেখবে। স্থান-নির্দিষ্ট যে উপ-প্রকল্পর জন্য ওপি ৪.১০ প্রযোজ্য হবে; সেগুলোর ক্ষেত্রে উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐকমত্য গড়া, তাদের অনন্য চাহিদা এবং জীবনধারার আলোকে আত্মপরিচয়; তাদের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যবস্থাগুলোর বাস্তবায়ন নিয়ে উপযুক্ত ও যথেষ্টভাবে পরামর্শ করার পন্থা গ্রহণ করতে হবে।

অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির ইস্যু : সোলার হোম সিস্টেমস (এসএইচএস) ও হাউসহোল্ড এনার্জি অংশদুটি ব্যক্তিগত ধরনের স্কিম, যা বাজার থেকে কেনা যেতে পারে। প্রকল্পর এ দুটি অংশ উপজাতি জনগোষ্ঠীসহ সকল বাসাবাড়ির জন্য সেবা প্রদান ও শক্তির বিকল্প উৎসে সম-অভিগম্যতা নিশ্চিত করছে। সুতরাং, এখানে উপজাতি জনগোষ্ঠীর উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সুযোগ নেই। বরং, জাতীয় গ্রীড থেকে বিদ্যুৎ সুবিধা না পাবার পরিস্থিতিতে, বিকল্প শক্তি উৎসে অভিগম্যতা পেয়ে তারা খুবই উপকৃত হয়েছেন।

মিনি-গ্রিড এবং সেচ প্রকল্পর ক্ষেত্রে কমিউনিটির অংশগ্রহণ দরকার হবে এবং এই অংশগ্রহণ স্বেচ্ছাভিত্তিক হবার ফলে, এখানে কোনো বিরূপ প্রভাব বা বৈষম্যের সম্ভাবনা নেই। তা সত্ত্বেও, এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন হবার আগে প্রাক-পরামর্শ এবং তথ্য সরবরাহসহ সযত্ন পর্যবেক্ষণ দরকার হবে, যাতে করে উপজাতি জনগোষ্ঠীর জনসাধারণ সার্বজনীন সম্পত্তি ও সম্পদে অভিগমত্য না হারান।

আগেই বলা হয়েছে যে, কোনো আদিবাসী ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে না এবং অনিচ্ছামূলক কোনো পুনর্বাসনের প্রয়োজন হবে না; আদিবাসী ভূমি মালিকদের উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। জমি কেনার কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে, জমির মালিকানার অবস্থা জানার জন্য ইডকল সতর্কভাবে তা যাচাই করবে।

ভবিষ্যতে বাছাই এবং মনিটরিং

প্রকল্পর সকল অংশের ক্ষেত্রে সংযুক্ত সামাজিক বাছাই ছকটি প্রাসঙ্গিক হবে। এই প্রকল্প এমন কোনো উপ-প্রকল্প চালু করবে না, যার জন্য কোনো জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে বা মালিকানা নির্বিশেষে সরকারি বা ব্যক্তিগত জমি থেকে (ভৌত বা অর্থনৈতিক) কোনো স্থানচ্যুতির কারণ ঘটবে। এ প্রকল্পর অধীনে জমি অথবা জীবিকার উপর প্রভাব দ্বারা, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর কোনো বিরূপ প্রভাব ঘটবে না।

উপজাতি জনগোষ্ঠীর কাছে ইতিবাচক উপকার পৌঁছানো ব্যতীত, অন্য সকল ধরনের বিরূপ প্রভাব যাতে এড়ানো যায়, সেজন্য সকল প্রকল্পর ক্ষেত্রে যাচাই এবং মূল্যায়ন পরিচালনা করা হবে। এতদ্ব্যতীত, যেহেতু তথ্যে সবার অবাধ সুযোগ থাকবে এবং উপজাতি জনগোষ্ঠীর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে তেমন কোনো কার্যক্রম নেয় হয়নি, সকল কার্যক্রম যেহেতু বিশ্বব্যাংক এবং প্রাসঙ্গিক সরকারি নীতির সাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ; তাই সকল প্রকল্পর জন্য প্রয়োজনীয় বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে ইডকল'কে প্রকল্প-নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত এসএমএফ তৈরি করতে হবে।

মিনি-গ্রিড প্ল্যান্ট কমলা-খ হিসেবে চিহ্নিত থাকার কারণে, পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যনিরাপত্তা ইস্যু বাছাই করতে মিনি-গ্রিড প্ল্যান্টের সঙ্গে সভার ব্যবস্থা রয়েছে। বাকি সকল অংশ সবুজ হিসেবে প্রত্যাশা করা হচ্ছে এবং এগুলোর কোনো ধরনের পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যনিরাপত্তা প্রভাব নেই। একইভাবে, সামাজিক সুরক্ষার বাধ্যবাধকতাগুলো যাচাই করতে ইডকল কর্মকর্তারা ষান্মাসিকভাবে পিও'দের সঙ্গে সভায় বসবেন এবং পিও'রা সামাজিক সুরক্ষার বাধ্যবাধকতাবিষয়ক প্রতিবেদন ইডকলের কাছে জমা দেবে। ইডকল সে প্রতিবেদন তার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তিন সপ্তাহের জন্য প্রকাশ করবে এবং তা উন্নয়ন সহযোগীদেরকে জানাবে।

বর্তমানে যে ৪৭টি পিও আছে, তার থেকে প্রতি ছয় মাসে ২টি পিও'কে পরিদর্শন করার জন্য ইডকল কর্মকর্তাদের জন্য বিধান রয়েছে। এই কাঠামো অনুযায়ী সকল পিও'র ২৫% পূরণ করতে কর্মকর্তরা ত্রৈমাসিকভিত্তিতে ৩টি পিও'কে পরিদর্শন করবেন। ইডকল কর্মকর্তারা অংশগ্রহণমূলক করা এবং তথ্য প্রদান ও পরামর্শ নিশ্চিত করতে প্রকল্পর উপকারভোগীসহ স্থানীয়দের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

ইডকল একমত পোষণকৃত বিষয়গুলো নিশ্চিত করবে।

পূর্ববর্তী আরইআরইডি প্রকল্প এবং চলমান আরইআরইডি-২ প্রকল্পর অধীনস্ত এসএইচএস, রান্নার জন্য বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এবং আইসিএস সেবাগুলো গ্রামঞ্চল এবং গ্রীডহীন প্রত্যন্ত এলাকাগুলোয় বসবাসকারী উপকারভোগীদের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। প্রকল্পটি যেহেতু সকল গ্রীডহীন এলাকায় সেবাদান করে, সেজন্য অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ পিও'দের দেয়া সেবাগুলো নিতে পারেন। এসএইচএস বিপুলভাবে মহিলাদের নিরাপত্তা, চলাচল এবং উদ্যোগী আকাঙ্ক্ষাকে বৃদ্ধি করেছে। এটা হাজার হাজার শিশুকে রাতে পড়ার ও স্কুলে ভালো করার সুযোগ করে দিয়েছে। একইভাবে, রান্নার জন্য বায়োগ্যাস প্ল্যান্টগুলো গ্রামীণ নারীদের জন্য পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়ে তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং সনাতনী চুলা ব্যবহার থেকে সৃষ্ট কার্বন নির্গমন কমিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ করছে। তৃতীয় পণ্যটি, আইসিএস কম ধোঁয়া উৎপাদন করে ও শক্তি দক্ষ এবং একটি প্রশংসনীয় পরিবর্তন আনয়নকারী। ইডকল ছয়টি মিনি-গ্রিড প্রকল্পে অর্থায়ন করার ক্ষেত্রে শেষ পর্যায়ে আছে। এর একটি মিনি-গ্রিড প্রকল্পর স্থান হচ্ছে কক্সবাজারের কুতুবদিয়া, যেখানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস রয়েছে। কোনো নেতিবাচক প্রভাব না থাকা নিশ্চিত করতে ইডকল আদিবাসী কমিউনিটির সাথে ব্যাপক পরামর্শ পরিচালনা করেছে। আদিবাসী কমিউনিটি যাতে প্রকল্প থেকে উপকৃত হয় তা নিশ্চিত করতে ইডকল একটি বিস্তারিত চেকলিস্ট বা যাচাইতালিকা অনুসরণ করে। এছাড়াও ইডকল ৩৫টি সৌরবিদ্যুত চালিত সেচ প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় আদিবাসী নারীরা কৃষিকাজে নিয়োজিত হয়। সোলার ইরিগেশন প্রকল্পগুলো আদিবাসী নারী-পুরুষদেরকে তাদের ক্ষেতের সেচকাজকে সহজতর করবে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর যেহেতু কোনো নেতিবাচক প্রভাব হবে বলে মনে হচ্ছে না এবং জীবিকার উপর কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া পড়বে না অথবা কোনো জমি অধিগ্রহণ করা অনুমোদিত নয়; সেজন্য উপজাতি জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত কাঠামোটি এবং এ সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলো অন্তর্ভুক্তি, পরামর্শ, এবং যোগাযোগের উপর মনোযোগ দেবে। একটি পরামর্শ এবং যোগাযোগ পরিকল্পনা তৈরি করে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য প্রদান এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও অগ্রাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে ফিডব্যাক নেবার জন্য বাস্তবায়িত করতে হবে, যাতে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কাজ যথাযথভাবে গ্রহণ করা যায়।

বাছাই ফরম্যাট অনুযায়ী, কোনো উপ-প্রকল্প এলাকায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস থাকলে, সংশ্লিষ্ট পিও তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ কাজের জন্য সংগঠনের অভ্যন্তর থেকে একজনকে নিয়োজিত করবে, যিনি স্থানীয় অধিবাসী (আদিবাসী কমিউনিটির হলে ভালো) এবং সেখানকার ভাষায় দক্ষ হবেন, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আচার, প্রথা এবং জীবনধারা সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। অন্তর্ভুক্তি এবং যোগাযোগ কৌশল নিয়ে পিও একটি টিপিপি তৈরি করবে। পরামর্শ এবং যোগাযোগ পরিকল্পনা নিচের বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেবে:

- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, সেখানকার বাজারে অবস্থা, জীবিকার প্রবণতা সম্পর্কে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে পিওকর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ কিভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন করতে পারে তা চিহ্নিত করা।
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাবার এবং সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত ও নারী সংবেদনশীলভাবে তথ্য প্রদানের সেরা উপায় চিহ্নিত করা।
- নারীদের কাছে পৌঁছানো এবং তারা যাতে পণ্যগুলোর উপকারিতা অনুধাবন করেন এবং সেগুলোর নিরাপত্তা বিষয়ক গুরুত্বগুলো বোঝেন (বিশেষত রান্নার চুলার) তা নিশ্চিত করা।
- প্রকল্প সম্পর্কিত এবং পিও কর্তৃক প্রদেয় বিশেষ সেবা সম্পর্কিত সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য যাতে দেয়া হয়, এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে শর্ত ও নিয়মাবলি বিস্তারিতভাবে বলার প্রতি মনোযোগ প্রদান করা হয়, তা নিশ্চিত করা।
- শুধু পণ্য/সেবার উপকারিতা বিষয়ে না বলে; কিভাবে যথাযথা ও নিরাপদে সেটি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়, পণ্য/সেবাটির জন্য রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়, যদি কখনো পণ্য/সেবা ঠিকমতো কাজ না করে তবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোথায় যেতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গভাবে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা।
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্রেতাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক পাওয়া এবং যদি তাদের কোনো অভিযোগ থেকে থাকে, সে বিষয়ে সহায়তা দেবার জন্য তাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা।
- কোনো অভিযোগ থেকে থাকলে, সেটি অভিযোগ ও তা নিরাময় করার পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রহণ করতে অথবা সম্ভব হলে অনেক বেশি অনানুষ্ঠানিকভাবে পিও'র সাথে সুরাহা করতে সহায়তা করা।

যোগাযোগ, ডকুমেন্টেশন এবং তথ্য প্রদান করা : আলোকচিত্র ও অংশগ্রহণকারীদের তালিকাসহ যোগাযোগ বিষয়ক প্রক্রিয়াটিকে অবশ্যই সযত্নে প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক ধারণ করে (ডকুমেন্টেশন) রাখতে হবে। সকল সেশন এবং যোগাযোগ পদ্ধতিকে স্থানীয় কমিউনিটির প্রথা ও রীতিনীতি অনুসরণ করে পরিচালিত হতে হবে। তৃতীয় কোনো পক্ষ দ্বারা সুরক্ষা বিষয়ক বাধ্যবাধকতাগুলোর বাস্তবায়ন বার্ষিকভাবে মনিটর করা হবে।

আরইআরইডিপি'র অধীনে পরিচালিত অংশগুলোর পরিচালনা সামাজিক ও পরিবেশগত ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে আসবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এ প্রকল্পর অধীনে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জমি অধিগ্রহণ অথবা জীবিকা অথবা নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবন সংরক্ষণ বিষয়ে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। সামাজিক বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি মনে হয় যে কোনো উপ-প্রকল্প থেকে এমন প্রভাব উদ্ভূত হতে পারে, তবে সেটিকে এই প্রকল্পর অধীনে বিবেচনা করা হবে না।

কোনো নেতিবাচক প্রভাব জমে না ওঠাকে নিশ্চিত করতে প্রকল্পটি :

- ইডকল এর পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করবে;
- উপযুক্ত সচেতনতা এবং সিএফএল বাতির ভুল ব্যবস্থাপনা ও ফেলার কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত ও স্বাস্থ্য ঝুঁকিকে হ্রাস করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে;
- হালনাগাদকৃত ইএসএমএফ ইডকল এর ওয়েবসাইটে এবং প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রকাশ করবে;
- হালনাগাদকৃত ইএসএমএফ এর বাংলা সারসংক্ষেপ ইডকল এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে;
- আইপিপিএফ ইডকল এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

অভিযোগ সুরাহার পদ্ধতি :

ইডকল এ প্রকল্পে আসা কোনো অভিযোগ নিরসন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সকল উপ-প্রকল্পের সকল গ্রাহককে ইডকলের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করার ফোন নম্বর দেয়া হয়েছে, যেখানে গ্রাহকদের অভিযোগ শোনার জন্য পুরুষ ও নারী কর্মী নিয়োজিত আছেন। এখানে করা সকল অভিযোগ কম্পিউটার ব্যবহৃত পদ্ধতি দ্বারা নথিভুক্ত করা হয়, যা থেকে কোন অভিযোগটির সুরাহা হয়েছে এবং কোনটির বিষয়ে নজর দিতে হবে তা ঠিকমতো জানা যায়। অভিযোগগুলো পরে সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসগুলোতে পাঠানো হয়, যেখানে সেগুলোর সুরাহা করা হয়। এই পর্যায়ে অভিযোগটির কোনো সমাধান না হলে, সেটিকে অপারেশনাল কমিটির মাসিক সভায় প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষকের কাছে তুলে ধরা হয়, যেখানে প্রকল্প প্রসারকারী/পৃষ্ঠপোষকদের সকল জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদেরকে হাজির থাকতে হয়। এই পর্যায়েও সুরাহা হয়নি এমন বিরল ক্ষেত্রে, গ্রাহক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকাগুলোর জন্যও একই পদ্ধতি অনুসরণ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনায় পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার উদ্দেশ্যে ইডকল একটি স্বাধীন পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা ইউনিট (ESMU) প্রতিষ্ঠা করেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা :

সেবা/পণ্য বাজারজাত বা বিক্রি করার জন্য পিও'কে কোনো অনুমতি বা লাইসেন্স দেবার আগে, পিও সামাজিক বাছাই (social screening) পরিচালনা করে তার ফলাফল ইডকল এর কাছ পেশ করবে। ইডকল সামাজিক বাছাইয়ের ফলাফল পরীক্ষা করে পিও'কে কাজ শুরু করার অনুমতি দেবার পর, পিও অন্তর্ভুক্তি এবং কমিউনিকেশন কৌশলসহ একটি টিপিপি প্রস্তুত করবে। পূর্বে বর্ণিত যোগাযোগ পদ্ধতিটি পিও বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পর পূর্ববর্তী পর্যায়ে এবং পিও'দের বাজারজাতকরণের অংশ হিসেবে এটি বৃহদাংশে অনুসরিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আরো সুবিন্যস্ত এবং ভালোভাবে ধারণ করার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে উপরে বর্ণিত সকল বিষয় এবং পরামর্শ প্রক্রিয়াকালে পাওয়া নতুন ইস্যুগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। মনিটরিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইডকল সকল পিও'র ২৫% কে পরিদর্শন করবে এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে কর্মরত সকল পিও'কে মনিটরিংয়ের আওতায় আনা নিশ্চিত করবে। টিপিপি'র জন্য ব্যবহৃত যোগাযোগ উপকরণ, আলোকচিত্র, পরামর্শ প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণকারীদের তালিকা ইত্যাদিসহ সকল প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্টেশন ইডকল পরীক্ষা করবে।

তথ্যে অভিগম্যতা : আইপিপিএফ'টি ইডকল এর ওয়েবসাইটে এবং প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রকাশ লভ্য করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। অধিকন্তু, বাংলায় লেখা একটি আইপিপিএফ পাওয়া যাবে এবং ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

সংযোজনী-২১ : ইএসএমএফ বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা

ক. পরিবেশগত ক্যাটেগরি

কার্যক্রমের ভিত্তিতে আরইআরইডিপি-২ 'বি' ক্যাটেগরিভুক্ত হয়েছিল, যা ওপি/বিপি ৪.০১ বিধানের সঙ্গে যথোযুক্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। প্রকল্পর লক্ষ্য, নকশা এবং প্রত্যাশিত প্রভাব অপরিবর্তিত থাকার কারণে, সুরক্ষা 'বি' ক্যাটেগরিও প্রস্তাবিত অতিরিক্ত অর্থায়নকালে (এএফ) অপরিবর্তিত থাকবে। প্রকল্পটিতে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকাতে, এক্ষেত্রে ওপি/বিপি ৪.১২ র উদ্ভব/প্রযোজ্য হবে না। গ্রীড বিদ্যুৎ সরবরাহহীন অনেক এলাকায় প্রকল্পটির যেসব অংশ বাস্তবায়িত হবে সেখানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস থাকতে পারে; এবং সকল কার্যক্রম বাণিজ্যিক ইচ্ছুক ক্রেতা-ইচ্ছুক বিক্রেতা ভিত্তিতে পরিচালিত হবার কারণে, আদিবাসী জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত নীতি (ওপি/বিপি ৪.১০) মূল আরইআরইডিপি-২ প্রকল্পে প্রযোজ্য হয়নি। **'পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫'** (ECA'95) এবং **'পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭'** (ECR'97), 'বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য শক্তি নীতিমালা (২০০৮)', 'বাংলাদেশ শ্রম আইন (২০০৬)' এর মতো বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিক জাতীয় নীতিসমূহ এ প্রকল্পে মেনে চলা হবে।

খ. আরইআরইডিপি-২ প্রকল্পে সুরক্ষাবিষয়ক বাধ্যবাধকতাগুলো অনুসরণের পদ্ধতি

পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজনীয় বাধ্যবাধকতাগুলোর সন্তোষজনক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে একটি সামগ্রিক পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএমএফ) গৃহীত হয়েছিল ২০১২ সালের জুন মাসে। একটি বাংলা সংস্করণসহ ইএসএমএফ'টি বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর ওয়েবসাইটগুলোতে (http://www.idcol.org. and http://www.reb.gov.bd) এবং বিশ্বব্যাংকের ইনফোশপে প্রকাশ করা হয়েছিল ২০১২ সালের জুলাইয়ে। ফ্রেমওয়ার্ক দলিলটির মুদ্রিত কপি পাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ইডকল, আরইবি, পাওয়ার সেল এবং ইডকল এর সহযোগী সংস্থাগুলোর অফিসগুলোতে। ফ্রেমওয়ার্কগুলো পৃথকভাবে প্রকল্প অংশগুলোর পরিবেশগত ও সামাজিক যাচাই করেছিল এবং প্রকল্পর যেসব উপ-প্রকল্পের সঠিক ধরন ও আকার পূর্ব থেকে জানা নেই এমন ক্ষেত্রে একটি গাইডলাইন বা দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। পরিবেশগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে সর্বোচ্চ প্রকল্প কার্যক্রম নির্বাচন করা, প্রকল্পর প্রাথমিক নকশা তৈরি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক কার্যক্রমের নকশা বা পরিকল্পনা করার সময় পরিবেশগত ও সামাজিক বিবেচ্য বিষয়গুলোর পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় নিশ্চিত করার হাতিয়ার হিসেবে দিকনির্দেশনাগুলো কাজ।

সাধারণভাবে ফ্রেমওয়ার্ক বা কাঠামোটি একগুচ্ছ নীতিমালা, আইন, নিয়ম, পদ্ধতি, কর্মসূচি এবং প্রতিষ্ঠানের কথা বলে, যেগুলো সম্মিলিতভাবে পরিবেশ ও ব্যক্তির অবদান, যা প্রকল্পকর্তৃক নেয়া কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, রক্ষা ও তুলে ধরার জন্য কাজ করে। কাঠামোটিতে পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থার রূপরেখা এবং এড়ানো সম্ভব নয় এমন ধরনের রয়ে যাওয়া ক্ষতি পূরণের ন্যায্য পদ্ধতি তুলে ধরেছে। উপরন্তু, যেকোনো বর্তমান বা ভবিষ্যত প্রভাব যাতে চিহ্নিত ও তার দ্রুত সমাধান করা যায়, সেজন্য কাঠামোটি বাছাই, মনিটরিং, এবং মূল্যায়নোত্তর পন্থা সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়।

গ. আরইআরইডিপি-২ প্রকল্পের পরিবেশগত মূল্যায়নের সারসংক্ষেপ

চলমান আরইআরইডিপি-২ প্রকল্পর অধীনে অর্জিত প্রধান সাফল্যগুলো নিচে দেয়া হলো :

- ইডকল এর এসএইচএস কর্মসূচিতে ১৭টি তালিকাভুক্ত ব্যাটারি সরবরাহকারী রয়েছে, যারা আইএসও ১৪০০১:২০০৪ (পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা মান) এবং ওএইচএসএএস ১৮০০১:২০০৭ (পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা মান) সনদপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে শেষ করেছে। এই ১৭টি ব্যাটারি সরবরাহকারীর মধ্যে মাত্র ৩টির নিজস্ব রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট রয়েছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো এ ৩টি রিসাইক্লিং প্ল্যান্টের সুবিধা ব্যবহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কর্মসূচির প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ব্যাটারি রিসাইকেল করার বিদ্যমান সুবিধা নিকট ভবিষ্যতে অপ্রতুল হয়ে উঠবে এবং বর্তমানের সব ব্যাটারি প্রস্তুতকারীর নিজস্ব রিসাইক্লিং প্ল্যান্টের প্রয়োজন হবে। স্থানীয় ব্যাটারি প্রস্তুতকারী বা আমদানিকারক নির্বিশেষে সকলের জন্য ২০১৬ সালের জুন মাসের মধ্যে নিজস্ব রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট থাকার প্রয়োজনীতার শর্ত নিতে উদ্যোগ নেবে ইডকল।
- অনুমোদিত রিসাইক্লিং কেন্দ্রগুলোতে মেয়াদোত্তীর্ণ (৫-বছরের ওয়ারেন্টি সময়) ব্যাটারি ফেরত দেবার মাধ্যমে মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি নিরাপদে বাতিল করা বা ফেলে দেয়া নিশ্চিত করা হয়েছে বাড়তি প্রণোদনার মাধ্যমে। নিরাপদে ব্যাটারি রিসাইকেল নিশ্চিত করতে, দেশের সকল ব্যাটারি প্রস্তুতকারী ও রিসাইকেলকারীর জন্য আইএসও ওএইচএসএএস এর বাধ্যবাধকতা

মানার শর্ত দেয়া হয়েছে কর্মসূচি থেকে। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাটারিগুলো (ব্যাটারি ভাঙা/গলানোর ছোট দোকানদারদের পরিবর্তে) অনুমোদিত রিসাইক্লিং কেন্দ্রগুলোতে ফেরত আসবে, আইএসও ওএইচএসএএস এর কারণে সেগুলো পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ পদ্ধতিতে রিসাইকেল হবে। যেসব পিভি প্যানেলের ২০ বছর মেয়াদি ওয়ারেন্টি রয়েছে, সেগুলোকে বাতিল করা বা ফেলে দেবার পদ্ধতি বর্তমানে নির্ধারণ করা হয়েছে।

- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতির অংশটি প্রকল্প থেকে বাদ দেয়া হলেও, দেশব্যাপী সিএফএল বাতির নিরাপদ সংগ্রহ ও বাতিল করা বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা তৈরির কাজ কনসালট্যান্ট নিয়োগের মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবং ইনসেপশন রিপোর্ট জমা দেয়া হয়েছে।
- সকল অনুমোদিত সেচ পাম্পের জন্য স্থান-নির্দিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ (ইএসএমপি) সামাজিক বাছাই প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে।
- যথাযথভাবে ব্যাটারি রিসাইকেল করার পন্থার পর্যাপ্ততা যাচাই করতে পরিবেশগত নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য নিরীক্ষা পরামর্শক (Audit Consultant) (পরিবেশগত নিরীক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং যন্ত্রপ্রকৌশল বিশেষজ্ঞ) (Environment Audit specialist and Mechanical Engineering Specialists) নিয়োগ করা হয়েছে।

ঘ. ইএসএমএফ এর পূর্বে ব্যাটারি খাতের অবস্থা

ব্যাটারি রিসাইকেলকারীরা পরিবেশসম্মত বা স্বাস্থ্যনিরাপত্তার বিষয়গুলো মেনে রিসাইকেল করত না। কেননা, পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যনিরাপত্তা (ইএইচএস) বিষয়ে সচেতনতার অভাব ছিল। পিপিই'র কোনো প্রয়োগ, ধুলাজাতীয় পদার্থ এবং তাপ ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি প্রাথমিক চিকিৎসার সামগ্রী বা কর্ম এলাকা রক্ষণাবেক্ষণের নূন্যতম কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মেয়াদোত্তীর্ণ সংগৃহীত ব্যাটারি কায়িকভাবে ভাঙা হতো। কোনোভাবে নিষ্ক্রিয় না করেই ব্যাটারির অবশিষ্ট ইলেকট্রোলাইট সরাসরি মাটিতে ফেলা হতো। এরপর, ব্যাটারির খোল (কেসিং), পৃথককারী (সেপারেটর), লেড বারগুলোকে কোনো ধরনের পিপিই ব্যবহার না করেই পৃথক করা হতো। কোনো রকমের স্বাস্থ্যনিরাপত্তার ব্যবস্থা না নিয়েই তারা ব্যাটারির খোলকে হাতুড়ি দিয়ে কায়িকভাবে ভাঙতো। সংগৃহীত লেড বারগুলোকে রোটারি ফার্নেসে গলিয়ে কেটলিতে নেয়া হতো। ফার্নেস ও কেটলির কার্যকারিতা ও দক্ষতা যথেষ্টভাবে অদক্ষ ছিল। রোটারি ফার্নেসের গরম আশপাশের বাতাসের তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে শ্রমিকদের জন্য যথেষ্ট অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি করত।

ঙ. ইএসএমএফ এর পরে বাধ্যবাধকতার অবস্থা

আইএসও ১৪০০১:২০০৪ এবং ওএইচএসএএস ১৮০০১:২০০৭ গ্রহণ করা এবং নিয়মিত মনিটর নিশ্চিত করার পর ব্যাটারি রিসাইক্লিং প্ল্যান্টের পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যনিরাপত্তার অবস্থা তাৎপর্যপূর্ণভাবে উন্নীত হয়েছে এবং রিসাইকেলকারীরা সুগঠিত পন্থা ব্যবহার করছে রিসাইকেল করার জন্য। ইএসএমএফ এর বাধ্যকতার কারণে, রিসাইকেলকারীদেরকে হয় নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হয়েছে, নতুবা বিদ্যমান ব্যবস্থার সংস্কার করতে হয়েছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সংযোজন করে। শেষোক্তটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক পরিবর্তন ইএসএমএফ এর জন্য। রিসাইক্লিং প্ল্যান্টগুলো নির্বাচিত শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের জন্য প্রাথমিক ইএইচএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং শ্রমিকদের জন্য নিয়মিত ডাক্তারি পরীক্ষা নিশ্চিত করছে।

মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি এখন যথাযথভাবে ভাঙা হয় এবং এসিডকে নিষ্ক্রিয় করতে অবশিষ্ট ইলেকট্রোলাইট একটি পানির ট্যাঙ্কে ফেলা হয়। যথাযথভাবে শোধন এবং pH মাত্রা যথেষ্টভাবে নিষ্ক্রিয় হয়েছে তা নিশ্চিত হবার পর এসিড একটি পাইপের মাধ্যমে নিকটস্থ তৃতীয় স্তরের সংগ্রহ স্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। লেড বার ও পৃথককারীসহ ব্যাটারির খোল একটি বিশেষ ধরনের টেবিলে নিয়ে গিয়ে লেড বার আলাদা করা হয়। এরপর খোলটি গুড়ো করা হয় নতুন ব্যাটারির খোল বানাবার জন্য প্রয়োজনীয় প্লাস্টিক চূর্ণর জন্য এবং লেড বারগুলোকে গলাবার জন্য নেয়া হয় উন্নত কারিগরি বিভাগে।

চ. প্রকল্পর বিবিধ কার্যক্রমের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা

আরইআরইডিপি-২ প্রকল্পর অধীনস্থ প্রকল্পর অংশগুলোর সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব এবং তার জন্য গৃহীত ঝুঁকি হ্রাস করতে ইডকল এর নেয়া পদক্ষেপগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

পরিবেশগত প্রভাব এবং তার ঝুঁকি হ্রাস করতে ইডকল গৃহীত পদক্ষেপসমূহ		
প্রকল্পর অংশ	**প্রভাব**	**ঝুঁকি হ্রাস করার পদক্ষেপ**
এসএইচএস	**কার্যপরিচালনার পর্যায়ে :** মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটরির ভুল ব্যবস্থাপনা থেকে পরিবেশ দূষণ এবং স্বাস্থ্যনিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ দেখা দিতে পারে।	• ইডকল 'ওয়ারেন্টির মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি বাতিল করা বিষয়ক নীতিমালা' তৈরি করেছে। ক্রেতা, পিও, এবং নির্মাতাদেরকে সে নীতিমালা পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে। • মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি ঠিকভাবে বাতিল করা হচ্ছে কিনা, তার খোঁজ রাখার পদ্ধতি তৈরি করেছে ইডকল। • শুধুমাত্র মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারির ব্যবস্থাপনা মনিটর করার জন্য ইডকল সারা দেশে বিস্তৃত ১২টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য ১২ জন পরিদর্শক নিয়োগ করেছে ইডকল। • মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি ঠিকভাবে বাতিল করার জন্য পিও ও রিসাইক্লেয়ারদে জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা রয়েছে।
	নির্মাণ পর্যায়ে : লেড-এসিড ব্যাটারি প্রস্তুত করার সময় পরিবেশগত এবং স্বাস্থ্যনিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুতর ঝুঁকি রয়েছে।	• এসএইচএস কর্মসূচির অধীনস্থ সকল ব্যাটারি সরবরাহকারী এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি রিসাইক্লেয়ারের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের বাধ্যবাধকতাসহ আইএসও ১৪০০১:২০০৪ এবং ওএইচএসএএস ১৮০০১:২০০৭ সনদের বাধ্যবাধকতা পূরণের শর্ত রয়েছে ইডকল এর। বর্তমানে ১৭টি ব্যাটারি সরবরাহকারী এবং ৩টি মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি রিসাইক্লেয়ার এ শর্ত মেনে চলছে। • ব্যাটারি নির্মাতা ও রিসাইক্লিং প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পরিবেশগত স্বাস্থ্যনিরাপত্তার (ইএইচএস) গুরুত্ব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ইডকল ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা আয়োজন এবং প্রয়োজনীয় ইএইচএস মানের বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করে থাকে । • সকল ব্যাটারি সরবরাহকারী এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারি রিসাইক্লেয়ারের জন্য তরল বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যাট (ইটিপি) এবং বায়ু পরিশোধন প্ল্যাট (এটিপি) স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ	**নির্মাণ পর্যায়ে :** সাধারণ অবস্থায় প্রতিবেশ বা ইকোসিস্টেমের উপর প্রভাব পড়বে না। তৎসত্ত্বেও, প্রকল্পর স্থানের উপর ভিত্তি করে, ভূমি ব্যবহাওে মাঝারি ধরনের পরিবর্তনসহ হয়তো গাছ কাটার প্রয়োজন হতে পারে।	• সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচের কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাবের ঝুঁকির ব্যাপকতা হ্রাস করতে, ইডকল একটি বিশেস বাছাই ছক চালু করেছে, যা অধিকাংশ প্রাসঙ্গিক দিকগুলোকে ধারণ করে।
	কার্যপরিচালনার পর্যায়ে : অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের ফলে জলব্যবস্থা বা হাইড্রোলজিতে প্রভাব পড়তে পারে।	• প্রকল্প মালিকরা আশপাশের এলাকার অভিজ্ঞতা এবং জলব্যবস্থা সম্পর্কিত জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে, পানি তোলা ও ব্যবহারের একটি সঠিক পরিকল্পনা তৈরি করবে। • উপরন্তু, ইডকল একজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা বিভিন্ন সম্ভাব্য এলাকায় পানির লভ্যতা বিষয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করেছে ।
মিনি-গ্রিড	**নির্মাণ পর্যায়ে :** মিনি-গ্রীডের জন্য যথেষ্ট জমির প্রয়োজন হওয়াতে, প্রকল্প এলাকায় প্রতিবেশ বা ইকোসিস্টেমের	সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য প্রকল্প মালিকদের জন্য একটি বিস্তারিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) তৈরি করা ইডকল বাধ্যতামূলক করেছে। এজন্য ইডকল ইআইএ এর একটি

পরিবেশগত প্রভাব এবং তার ঝুঁকি হ্রাস করতে ইডকল গৃহীত পদক্ষেপসমূহ		
প্রকল্পর অংশ	**প্রভাব**	**ঝুঁকি হ্রাস করার পদক্ষেপ**
	উপর স্থান-নির্দিষ্ট প্রভাব পড়ার সুযোগ আছে।	সুগঠিত কার্যপরিধি (টিওআর) চালু করেছে।
	কার্যপরিচালনার পর্যায়ে : বিকল্প জেনারেটর চালাবার কারণে সাময়িকভাবে শব্দদূষণ নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিতে পারে।	
	কার্যপরিচালনার পর্যায়ে : ডিজেলচালিত ব্যাক-আপ জেনারেটর চালাবার কারণে সাময়িকভাবে SOx নির্গমন নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিতে পারে।	
বায়োমাস দ্বারা গ্যাস উৎপাদন অংশ	**কার্যপরিচালনা পর্যায় :** বায়োমাস দ্বারা গ্যাস উৎপাদন প্ল্যান্ট বায়ুদূষণ ঘটাতে পারে। ধোঁয়া ও ধুলার মধ্যে ক্ষতিকর উপাদান থাকতে পারে এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি করতে পারে।	• ইডকল একটি বিস্তারিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) তৈরি করা এবং ইএমপি'র বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করেছে।
	নির্মাণ পর্যায় : সাধারণ অবস্থায় প্রতিবেশ বা ইকোসিস্টেমের উপর প্রভাব পড়বে না। তা সত্ত্বেও, প্রকল্পর স্থানের উপর ভিত্তি করে, হয়তো গাছ কাটার প্রয়োজন হতে পারে।	
বায়োগ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদন	**কার্যপরিচালনা পর্যায় :** যেহেতু বর্জ্য পানি ব্যবস্থাটির মধ্যেই শোষিত হয়ে যাবে, তাতে করে পরিবেশের উপর চাপ কমবে। তা সত্ত্বেও, গাদজাতীয় উপাদানের যথাযত ব্যবস্থপনার অভাবে পানি দূষণ ঘটতে পারে।	• প্রকল্প মালিককে পর্যাপ্ত সুবিধাদি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

ছ. সামাজিক ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পর অংশগুলোর মধ্যে, এসএইচএস এর জন্য কোনো আলাদা জমি দরকার নেই। কেননা এটি গ্রাহক বা ক্রেতার ছাদ বা কোনো উঁচু জায়গায় স্থাপন করা যায়। অধিকন্তু, আইসিএস তৈরির প্ল্যান্টের জন্য প্রয়োজনীয় জমি কোনো ইচ্ছুক বিক্রেতার কাছ থেকে সরাসরি কিনে মেটানো যেতে পারে। একইভাবে, মিনি-গ্রিড, সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ, বায়োগ্যাস এবং বায়োমাসভিত্তিক প্রকল্পর জন্য প্রয়োজনীয় জমি বাজার থেকে কেনা হবে। সুতরাং, অতিরিক্ত অর্থায়ন (এএফ) পর্যায়ে ওপি ৪.১২ প্রযোজ্য হবে না। প্রকল্পটি সারা বাংলাদেশব্যাপী পরিচালিত হবার ফলে, আদিবাসী জনগোষ্ঠী এর আওতায় আসতে পারে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে লেনদেন ইচ্ছুক ক্রেতা-ইচ্ছুক বিক্রেতার মতো বাণিজ্যিকভিত্তিতে পরিচালিত হবার কারণে মূল প্রকল্পর (parent project) ক্ষেত্রে ওপি ৪.১০ প্রযোজ্য হবে না। প্রকল্প যেসব পণ্য/সেবাকে সহায়তা করছে, সেগুলো কিনতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য পরামর্শ প্রক্রিয়াগুলো তাদের স্থানীয় ভাষায় পরিচালিত হয়। সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে ইডকল অনুসৃত সাধারণ নীতিগুলো নিচে দেয়া হলো :

- ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হবে এমন প্রকল্পকে অর্থায়ন করা হবে না

- প্রকল্পর জন্য কোনো সরকারি জমি ব্যবহৃত হবে না
- প্রকল্পে ব্যবহারের সরাসরি কিনে বা ইজারা নিয়ে যেভাবেই জমি সংগ্রহ করা হোক না কেন, সেখান থেকে কোনো ব্যক্তি বা কমিউনিটির ভৌত স্থানচ্যুতি যাতে না ঘটে তা যাচাই করে দেখা হবে।

ঝুঁকি হ্রাস করার পদক্ষেপ হিসেবে সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইডকল যে সামাজিক বাধ্যবধাকতা যাচাই করার চেকলিস্ট চালু করেছে সেটি নিচে দেয়া হলো।

সামাজিক বাধ্যবধাকতা যাচাই করার চেকলিস্ট

১. জোরপূর্বক পুনর্বাসনের বিষয়াদি

- প্রকল্পর জন্য কোনো ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে কি?
- ভূমির ধরন (সরকারি, ব্যক্তিগত অথবা ইজারা)
- স্থানটিতে কোনো বসতি আছে কি?
- জায়টি নিয়ে কোনো মামলা আছে কি?
- প্রকল্প এলাকাটিতে সাধারণ জীবিকার ধরন আর প্রকল্পর স্থানটির মধ্যে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কি?
- প্রকল্পটির কারণে কোনো ব্যক্তির/খানার/কমিউনিটির কোনো ধরনের ভৌত বা অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি ঘটবে কি?

২. আদিবাসী জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত বিষয়াদি

- প্রকল্পটি কি আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত?
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিশ্বাসের উপর প্রকল্পটির কোনো প্রভাব আছে কি?
- আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবিকার উপর প্রকল্পটির কোনো প্রভাব আছে কি?
- স্থানটিতে কোনো বসতি থাকার প্রমাণ (বর্তমানে বা অতীতে) আছে কি?
- কোনো ব্যক্তির/খানার/কমিউনিটির (ভৌত বা অর্থনৈতিক) স্থানচ্যুতি ঘটার প্রয়োজন হবে কি?
- আদিবাসী জনগোষ্ঠী কোন ভাষা/গুলো ব্যবহার করে?
- প্রকল্প এলাকাটিতে সাধারণ জীবিকার ধরন আর প্রকল্পর স্থানটির মধ্যে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কি?
- পিও'র কর্মীরা স্থানীয় ভাষায় পারঙ্গম কি এবং ক্রয়কৃত সেবা ও তার পরিচালন এবং যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক নিয়মাবলি ও শর্তাবিষয়ক তথ্যগুলো কি স্থানীয় ভাষায় দেয়া হয়েছে?

জ. পরামর্শ ও অংশগ্রহণ

এসএইচএস এর ক্ষেত্রে পিও'র প্রতিনিধিরা সম্ভাব্য ক্রেতার সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সাড়ার ভিত্তিতে এসএইচএস স্থাপন করেন। গ্রাহকরা সাধারণত পিও'র কাছ থেকে পাওয়া ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করেন। আলোচনা-পরামর্শ করার একই ধারা অনুসৃত হয় আইসিএস ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে। কিন্তু ব্যক্তিভিত্তিক খানার পরিবর্তে বৃহত্তর কমিউনিটিকে সেবা দেবার ধরনের কারণে মিনি-গ্রিড, সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ, বায়োগ্যাস এবং বায়োমাসভিত্তিক প্রকল্পর ক্ষেত্রে বড় আকারের আলোচনা-পরামর্শ করার প্রয়োজন হয়। প্রকল্পর এ অংশগুলোর অর্থায়নের ক্ষেত্রে ইডকল জনসাধারণের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে অংশগুলো সম্পর্কে স্থানীয় চাহিদা অথবা ক্রেতাদের সাড়া যাচাই করে।

ঝ. মূল্যায়ন থেকে শিক্ষা এবং আরো উন্নতিকল্পে এএফ এর জন্য সুপারিশ

উপরিল্লিখিত বিবরণের ভিত্তিতে এই উপসংহারে আসা যায় যে, আরইআরইডিপি-২ এর ইএসএমএফ'টি পরিবেশগত ও সামাজিক অধিকাংশ বিষয়কে যথেষ্টভাবে স্পর্শ করেছে এবং ইডকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলোর বাস্তবায়নে যথেষ্ট পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছে। তা সত্ত্বেও, উন্নয়ন যেহেতু একটি চলমান প্রক্রিয়া, ইডকল নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার পরিকল্পনা করেছে :

আরইআরইডিপি-২ অতিরিক্ত অর্থায়নের (এএফ) জন্য সুপারিশকৃত পদক্ষেপসমূহ		
ইস্যু	**মোকাবেলার জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপ**	**আরইআরইডিপি-২ এএফ-এর ইএসএমএফ এ প্রস্তাবিত পদক্ষেপ**
পিভি প্যানেল প্রস্তুতকালীন দূষণ	▪ প্রস্তুতকালে সঠিক ইএমএস এবং ওএইচএস ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	▪ সকল পিভি প্যানেল প্রস্তুতকারীর জন্য আইএসও ১৪০০১:২০০৪ এবং ওএইচএসএএস ১৮০০১:২০০৭ সনদ প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তার শর্ত দেয়া হয়েছে।
মেয়াদোত্তীর্ণ পিভি প্যানেল দ্বারা দূষণ	▪ সঠিকভাবে পিভি প্যানেল ফেলে দেয়া/বাতিল করার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনার প্রয়োজন	▪ একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।
মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যাটারির সঠিক ব্যবস্থাপনা	▪ সকল ব্যাটারি সরবরাহকারীর জন্য রিসাইকেল করার স্বতন্ত্র সুবিধা স্থাপনের উপর জোর দেয়া	▪ সকল ব্যাটারি সরবরাহকারীর জন্য রিসাইকেল প্ল্যান্ট স্থাপন করার একটি সময় বেঁধে দেবার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।
সকল প্রকল্প অংশের জন্য পরিবেশগত, সামাজিক এবং স্বাস্থ্যনিরাপত্তা বিষয়ক প্রাথমিক বাধ্যবাধকতাগুলো সন্তোষজনকভাবে পূরণ করা	▪ সকল বাণিজ্যিক বায়োগ্যাস প্রকল্পর জন্য বিস্তারিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) করতে হবে। ▪ সংশ্লিষ্ট ইডকল কর্মকর্তা যাচাই প্রক্রিয়াকালে প্রকল্পর স্থানটির যথার্থ নিরূপণ করবেন। ▪ সংশ্লিষ্ট ইডকল কর্মকর্তা যাচাই নিয়মিতভাবে চলমান প্রকল্পে সুরক্ষা বাধ্যবাতকতাগুলোর বাস্তবায়ন মনিটর করবেন।	▪ বাণিজ্যিক বায়োগ্যাস ও বায়োমাস প্রকল্পগুলো ইআইএ পরিচালনা করবে। ▪ ইডকল এর পরিবেশগত বিশেষজ্ঞ প্রাথমিকভাবে সুরক্ষা বাধ্যবাতকতাগুলোর বাস্তবায়ন যাচাই এবং পরবর্তী সময়ে সংযোজনী-১ এ দেয়া সময়সূচি অনুযায়ী সেগুলোর অবস্থা মনিটর করবেন।
জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং বা মূলধারায় নিয়ে আসা	▪ একটি জেন্ডার কর্মকাঠামো গ্রহণ করা।	▪ প্রকল্পে জেন্ডার মেইস্ট্রিমিংয়ের (মূলধারায় নিয়ে আসা) উপর যেন জোর দেয়া হয়।

আরইআরইডিপি প্রকল্পের অধীনে ইডকলের মনিটরিং ও রিপোর্টিং এর সময়সূচি

ক্রমিক	প্রকল্পের অংশ	মনিটরিং ও রিপোর্টিংয়ের বিষয়	কত দিন পর পর মনিটরিং করা হবে	প্রতিবেদনের সময়সূচি	কিভাবে প্রকাশ করা হবে
০১	**সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস)**	ইডকল এর তালিকাভুক্ত সকল ব্যাটারি রিসাইক্লিং প্ল্যান্টের জন্য পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তা (ইএইচএস) বিষয়ক বাধ্যবাধকতা এবং ইএসএমএফ বাস্তবায়নের কার্যকারিতা	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে	**ষান্মাসিক** প্রতিবেদন	ইডকল ওয়েবসাইট
		ইডকলের তালিকাভুক্ত সকল ব্যাটারি সরবরাহকারীর জন্য পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তা (ইএইচএস) বিষয়ক বাধ্যবাধকতা এবং ইএসএমএফ বাস্তবায়নের কার্যকারিতা	**মাসিক** ভিত্তিতে (প্রতি মাসে দুটি সরবরাহকারীর প্ল্যান্ট)	**ত্রৈমাসিক** প্রতিবেদন, মাসিক মনিটরিং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে	ইডকল ওয়েবসাইট
		পিও'দের লেড-এসিড ব্যাটারি, পিভি প্যানেল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণ মজুদ, সংগ্রহ এবং বিতরণকালে বিশেষ যত্নবান হওয়াসহ পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার (ইএইচএস) মৌলিক বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নের কার্যকারিতা	**ত্রৈমাসিক** ভিত্তিতে (অন্তত পক্ষে তিনটি পৃথক পিও'র দুটি শাখা অফিস)	**ত্রৈমাসিক** (নূন্যতমভাবে তিনটি পৃথক পিও'র দুটি শাখা অফিস)	ইডকল ওয়েবসাইট
		মেয়াদ উত্তীর্ণ ব্যাটারি সংগ্রহ এবং নতুন ব্যাটারি বিতরণ	**ত্রৈমাসিক** ভিত্তিতে (পিও এবং ব্যাটারি রিসাইক্লেয়ারদের কাছ থেকে মাসিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে সংকলিত করা)	**ত্রৈমাসিক** ভিত্তিতে	ইডকল ওয়েবসাইট
		ব্যাটারি রিসাইক্লেয়ার ও প্রস্তুতকারকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাদের পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তা (ইএইচএস) বাধ্যবাধকতা মেনে চলার অবস্থা যাচাই করার জন্য ইডকল এ ত্রৈমাসিক সভা।	**ত্রৈমাসিক** ভিত্তিতে (সকল রিসাইক্লেয়ার ও সরবরাহকারী ত্রৈমাসিক সভায় উপস্থিত থাকবে, বাধ্যবাধকতার প্রতিবেদন জমা দেবে, ফলাফল জানাবে, ইডকল সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উপস্থাপনা তৈরি করবে)	**ত্রৈমাসিক** (রিসাইক্লেয়ার ও সরবরাহকারীদের জমা দেয়া প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ত্রৈমাসিক সভার ফলাফল)	ইডকল ওয়েবসাইট
০২	সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ	নির্মাণাধীন বা কার্যপরিচালনাধীন সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ প্রকল্পর পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতা যাচাই	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে (অন্তত পক্ষে প্রতি ছয় মাসে তিনটি সক্রিয় প্রকল্প)	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে (মনিটরিংয়ের ভিত্তিতে)	ইডকল ওয়েবসাইট
		পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতার বিবেচনায় প্রতিটি নির্মিতব্য সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ প্রকল্পর	**একবার**, প্রতিটি প্রকল্পর যাচাই প্রক্রিয়াকালে	**একবার**, প্রতিটি প্রকল্পর যাচাই	সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারকে ই-

আরইআরইডিপি প্রকল্পের অধীনে ইডকলের মনিটরিং ও রিপোর্টিং এর সময়সূচি					
ক্রমিক	**প্রকল্পের অংশ**	**মনিটরিং ও রিপোর্টিংয়ের বিষয়**	**কত দিন পর পর মনিটরিং করা হবে**	**প্রতিবেদনের সময়সূচি**	**কিভাবে প্রকাশ করা হবে**
		স্থানের যথার্থতা যাচাই		প্রক্রিয়াকালে	মেইল
০৩	মিনি-গ্রিড	নির্মাণাধীন বা কার্যপরিচালনাধীন সৌরশক্তিচালিত মিনি-গ্রিড প্রকল্পর ইএমপিসহ পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতা যাচাই	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে (অন্তত পক্ষে প্রতি ছয় মাসে দুটি সক্রিয় প্রকল্প)	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে (মনিটরিংয়ের ভিত্তিতে)	ইডকল ওয়েবসাইট
		পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতার বিবেচনায় প্রতিটি নির্মিতব্য মিনি-গ্রিড প্রকল্পর স্থানের যথার্থতা যাচাই	**একবার**, প্রতিটি প্রকল্পর যাচাই প্রক্রিয়াকালে	**একবার**, প্রতিটি প্রকল্পর যাচাই প্রক্রিয়াকালে	সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারকে ই-মেইল
০৪		আইসিএস তৈরি, কার্যপরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতা	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে (অন্তত পক্ষে তিনটি পিও'র তিনটি আইসিএস তৈরির প্ল্যান্ট)	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে	ইডকল ওয়েবসাইট
০৫	বায়ো-গ্যাস প্রকল্প	নির্মাণাধীন বা কার্যপরিচালনাধীন বাণিজ্যিক বায়োগ্যাস প্রকল্পর ইএমপিসহ পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতা যাচাই	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে (অন্তত পক্ষে প্রতি ছয় মাসে দুটি সক্রিয় প্রকল্প)	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে	ইডকল ওয়েবসাইট
		পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতার বিবেচনায় প্রতিটি নতুন বাণিজ্যিক বায়োগ্যাস প্রকল্পর স্থানের যথার্থতা যাচাই	**একবার**, প্রতিটি প্রকল্পর যাচাই প্রক্রিয়াকালে	**একবার**, প্রতিটি প্রকল্পর যাচাই প্রক্রিয়াকালে	সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারকে ই-মেইল
০৬	বায়ো-গ্যাস ও বায়োমাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প	কার্যপরিচালনাধীন বাণিজ্যিক বায়োগ্যাস/ বায়োমাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পর ইএমপি বাস্তবায়নসহ পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতা যাচাই	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে (অন্তত পক্ষে প্রতি ছয় মাসে দুটি সক্রিয় প্রকল্প)	**ষান্মাসিক** ভিত্তিতে	ইডকল ওয়েবসাইট
		পরিবেশগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যনিরাপত্তার মৌলিক বাধ্যবাধকতার বিবেচনায় প্রতিটি নতুন বাণিজ্যিক বায়োগ্যাস প্রকল্পর স্থানের যথার্থতা যাচাই	**একবার**, প্রতিটি প্রকল্পর যাচাই প্রক্রিয়াকালে	**একবার**, প্রতিটি প্রকল্পর যাচাই প্রক্রিয়াকালে	সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারকে ই-মেইল
০৭		ইএসএমএফ বাস্তবায়ন অবস্থার বার্ষিক বিবরণী	**বার্ষিক প্রতিবেদন**	**বার্ষিক**	ইডকল ওয়েবসাইট